ভূমিকা।

দণ্ডাচার্য্য ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি। যে দণ্ডাচার্য্যের সহিত মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের কথোপকথন হয়,—যাঁহার ত্যাগশীলতা একদিন ভারতীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে ইউরোপ অঞ্চলে বরণীয় করিয়াছিল, অনেকে বলেন, সেই মহামতি মহাকবি দণ্ডাচার্য্যই এই দশকুমারচরিতের রচয়িতা। ত্যাগশীল বৃদ্ধ দণ্ডাচার্য্য কুমার-সন্ন্যাসী। তিনি নবীন বয়সে নিরন্তর দেশ ভ্রমণ করিতেন,—সন্ন্যাস-ধর্ম্মানুসারে কোন গ্রাম বা নগরে তিনি স্থায়ী হইতেন না; একদিন পরেই স্থানান্তরে—বনে গমন করিতেন; সন্ন্যাস-ধর্ম্মানুসারে কেবল বর্ষাকাল কোন গ্রাম নগরে অতিবাহিত করিতেন। তিনি যাযাবর ছিলেন। তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব তেজস্বিতা এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্যের যশে সমগ্র ভারত পরিপূর্ণ ছিল।

একদা দণ্ডাচার্য্য, বর্ষাকালে এক নগরে উপনীত হইলে, তত্রত্য পণ্ডিত এবং কবিশ্রেষ্ঠ রাজা অতি আদর সহকারে স্বীয় কন্যা-পুত্রগণকে অধ্যয়ন করাইবার জন্য, মহাকবি দণ্ডাচার্য্যকে অনুরোধ করেন। দণ্ডাচার্য্যও তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন। এই অধ্যাপনা সময়েই দণ্ডাচার্য্যের কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ এবং দশ-কুমার-চরিত নামক আখ্যায়িকা গ্রন্থ বিরচিত হয়। কথিত আছে, রাজা, দণ্ডাচার্য্যের অলঙ্কার গ্রন্থ ও দশকুমারচরিত পাঠ করিয়া, তাঁহার রসিকতা অনুভবপূর্ব্বক তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যে সন্দিহান হন। যে ব্যক্তি প্রেমতত্ত্ব এবং কামতত্ত্ব এরূপ নিগূঢ়রূপে ব্যাখ্যা

করিতে সক্ষম,—সে ব্যক্তি কখন, দণ্ডী—সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে পারে না। মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্য, রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিলেন। দণ্ড্যাচার্য্য এক দিন রাজাকে দারিদ্র্য বর্ণনা করিতে বলেন। রাজাও তাৎকালিক প্রসিদ্ধ কবি। রাজা যে দারিদ্র্য বর্ণনা করেন, তাহা 'দরিদ্রাষ্টক' নামে বিখ্যাত। দারিদ্র্যের চির-অপরিচিত রাজা ঘোরতর দারিদ্র্য বর্ণনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্যের প্রতি সন্দেহ করিয়া তিনি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কবির তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিই রসের স্বরূপ-পরিচয়ে সমর্থ, কবির অপূর্ব্ব শক্তি রসময়ী বর্ণনার মূল। রাজা অনুতপ্তহৃদয়ে আচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। কথিত আছে, দণ্ড্যাচার্য্য সেই বর্ষাকালের পর অরণ্যে প্রস্থান করিলেন, আর গ্রাম-নগরে কখনও নির্গত হইতেন না। তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া পরম ধর্ম্মাচরণে নিরত হইলেন।

রাজকৃত দরিদ্রাষ্টকের একটী শ্লোক এই,—

> মদ্গৃহে মুষলীব মূষিকবধূর্মূষীব মার্জ্জারিকা
> মার্জ্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণী বাচ্যাঃ কিমন্যে জনাঃ।
> মূর্চ্ছাপন্নশিশূনস্থন বিজহতঃ সম্প্রেক্ষ্য ঝিল্লীরবৈঃ
> লূতাতন্তুবিতান-সংবৃতমুখী চুল্লী চিরং রোদিতি॥

এক দরিদ্র বলিতেছেন,—"আমার গৃহে অনাহারে সকল প্রাণীই কৃশ। ইন্দুর,—টিকটিকির ন্যায়. বিড়াল,—ইন্দুরের ন্যায়; কুক্কুর,—বিড়ালের ন্যায় এবং মদীয় গৃহিণী কুক্কুরীর ন্যায় হইয়া গিয়াছে। আর অপর প্রাণীর কথা বলিবার আবশ্যক নাই। অচেতনের কথা বলি: চুল্লী অর্থাৎ উনান মূর্চ্ছাপন্ন শিশুসন্তান-

গুলিকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে দেখিয়া মাকড়সার জালে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া ঝিল্লীরবচ্ছলে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে। ভাব এই যে চুল্লীতে অগ্নিস্থাপনও বহুদিন রহিত হইয়াছে; পাক ত দূরের কথা।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, দশকুমার-চরিত-প্রণেতা দণ্ড্যাচার্য্য বা দণ্ডী খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি।

দশকুমারচরিত সংস্কৃত কাব্যসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট গদ্য কাব্য। দশ জন রাজকুমারের বিবিধ লীলা-বীরত্ব, সাহস, কৌশল, শিল্প-বিদ্যা, চৌর্য্যবিদ্যা প্রভৃতি মনোহর ব্যাপারে পূর্ণ, চরিত্রাবলী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত। রাজকুমারেরা কত কৌশলে স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া থাকেন, রাজপদ-লোভে কত লোক কত ধর্ম্মগর্হিত আচরণ করিয়া থাকে, অথচ সমাজে যশস্বী হয়, এ কাহিনীও দশকুমার চরিত-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

উপন্যাস গ্রন্থ সংস্কৃত-সাহিত্যে নাই বলিয়া, যাঁহারা অক্ষেপ করেন, তাঁহারা দশকুমারচরিত পাঠ করুন, বুঝিবেন কেমন অপূর্ব্ব উপন্যাসাবলী! তবে এ কথা আমরা বলিতে বাধ্য যে, এক দশ-কুমার-চরিত ব্যতীত ঐরূপ উপন্যাস গ্রন্থ সংস্কৃতসাহিত্যে আর নাই।

কিন্তু দণ্ড্যাচার্য্য-প্রণীত দশকুমার-চরিতের প্রথমাংশ এবং শেষাংশ বহুকাল বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত এই দুই অংশ অপর কবিদ্বয়ের রচনা। আমরা যে অংশের 'মধ্যখণ্ড' নাম দিয়াছি—তাহাই দণ্ড্যাচার্য্যের অমৃতময় লেখনী-প্রসূত।

আমাদের এই দশকুমার-চরিত মূল দশকুমার চরিতের

অবিকল অনুবাদ নহে, ছায়ানুবাদ বলা যাইতে পারে। শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ মধ্যখণ্ডের ২—৪র্থ উচ্ছ্বাস—শ্রীবীরেশনাথ কাব্যতীর্থ মধ্যখণ্ডের ১ম উচ্ছ্বাস, শ্রীগুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মধ্যখণ্ডের ৫ম উচ্ছ্বাস এবং শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মধ্যখণ্ডের সপ্তম উচ্ছ্বাস অনুবাদ করিয়াছেন। সমগ্র পূর্ব্বপীঠিকা, উত্তরপীঠিকা এবং মধ্যখণ্ডের অবশিষ্ট অংশ আমার লিখিত।

সরল বিশ্বাসী হওয়া রাজার পক্ষে অনুচিত, ব্যসনাসক্ত হওয়া রাজার পক্ষে অতি নিষিদ্ধ। ছলে বলে কৌশলে স্বার্থ সাধন করা এক প্রকার রাজনীতির অনুমোদিত ইত্যাদি শিক্ষা দশকুমার-চরিতের উদ্দেশ্য। দশকুমার-চরিতে অন্যের শিক্ষণীয় বিষয় অল্প; রাজনীতি-শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় কথা ইহাতে অনেক আছে।

মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্যের রসময়ী লেখনীর অনুবর্ত্তন অস্মাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু পাঠকগণ নিজ গুণে ইহা দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিবেন, এইরূপ আশাই আমাদের অবলম্বন। ইতি

সম্পাদক
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।
ভাটপাড়া।

দশকুমার-চরিত।

পূর্ব্ব-পীঠিকা।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(১)

এক আছেন রাজা ; তাঁর 'দুয়ো' 'সুয়ো' দুই রাণী নহে,—একটী মাত্র 'সুয়ো' রাণী। রূপে গুণে, ভাবে স্বভাবে যেমন রাজা, তেমনই রাণী ; যেন মণি-কাঞ্চনযোগ।

হাতী ঘোড়া, দাস-দাসী, ধন-দৌলত, বল-বিক্রম, সৈন্য-সামন্ত, মানসম্ভ্রম রাজচক্রবর্ত্তীর যেমন হ'তে হয়, সে রাজার সে সবই আছে। অথচ যেন কিছুই নাই।

সকল রাজাই তাঁহাকে অধিরাজ বা রাজ-চক্রবর্ত্তী বলিয়া মানিত। কেবল মালবদেশের রাজা মানসার মানিত না—রাজা যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিয়া, তাহার দর্পচূর্ণ করিলেন ; কিন্তু তাহার রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন না, তাহাকেই ফিরাইয়া দিলেন—অগত্যা মানসারও তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করিল। এমন অপ্রতিহত আধিপত্য, বুঝি আর কাহারও হয়

নাই, হইবেও না। কিন্তু হায়! রাজার এমন আধিপত্যেও সুখ নাই। মনোমত পতির প্রিয়তমা মহিষী হইলেও রাণীর সুখ নাই।

হা সুখ! তোমার জন্য সকলেই লালায়িত;—কিন্তু তুমি যে কি, কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে যে তুমি অবস্থিত, তাহা বুঝি কেহই জানে না।

রাজা-রাণীর দুঃখ—সন্তানের জন্য। "শূন্যমপুত্রস্য গৃহম্"।

নিঃসন্তান রাজা-রাণী, বামদেবনামক মুনিবরের উপদেশে সুসন্তান-কামনায় ভগবান্ বাসুদেবর আরাধনা করিলেন।

ভক্তবৎসলের আরাধনা বিফল হয় না। রাণী কিয়দ্দিন-মধ্যে গর্ভবতী হইলেন। 'দু-মাসে কাণাকাণি, তিন মাসে জানাজানি' হইল, রাজা-রাণী নিত্যই নূতন আশায় উৎফুল্ল; সমগ্র রাজ্য আশার উৎসবে উৎসুক। 'ছয় মাসে সীমন্তোন্নয়ন, উৎসব,—সমারোহের সীমা নাই, দেশ-বিদেশ হইতে বন্ধু-বান্ধব সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। দরিদ্রের বন্ধু দরিদ্র, রাজার বন্ধু রাজা; এক রাজায় রক্ষা নাই, এখন রাজধানীতে রাজায় রাজায় 'ধূল-পরিমাণ'। এমন মহোৎসব সে দেশের লোক আর কখনও দেখে নাই।

কিন্তু সে দেশ কোথায়? তোমরা জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি আর না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পাটনা-সহর অনেকেই জানেন, পাটনা সহরের 'সে কেলে' নাম পাটলিপুত্র বা কুসুমপুর। কুসুমপুরও যা, পুষ্পপুরীও তা-ই। এই পুষ্পপুরী অর্থাৎ পাটনা সেই রাজার রাজধানী। পাটনা অঞ্চল তাঁহার রাজ্য। পাটনা অঞ্চলের প্রাচীন নাম মগধ।

প্রাচীন অঞ্চলের যিনি পরিচয় না জানেন, তিনি ম্যাপ দেখুন, ভূগোল পড়ুন।

রাজার নাম রাজহংস, মহিষীর নাম বসুমতী। শিতবর্ম্মা ধর্ম্মপাল ও পদ্মোদ্ভব রাজার পৈতৃক মন্ত্রী। শিতবর্ম্মার দুই পুত্র—সুমতি ও সত্যবর্ম্মা। সত্যবর্ম্মা সংসার-বিরাগী নিরুদ্দেশ। ধর্ম্মপালের তিন পুত্র,—সুমিত্র, সুমন্ত্র এবং কামপাল। কামপাল ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া পিতা ও জ্যেষ্ঠদিগের অবাধ্য হ'ন, পরিশেষে নিরুদ্দেশ। পদ্মোদ্ভবের পুত্র সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব। রত্নোদ্ভব বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন, তদবধি তাঁহারও কোন সংবাদ নাই। সুতরাং পৈতৃক মন্ত্রিগণের অবশিষ্ট চারটী পুত্র—সুমতি, সুমিত্র, সুমন্ত্র এবং সুশ্রুত রাজার বর্ত্তমান মন্ত্রী।

একদা রাজা মন্ত্রিগণের সহিত রাজসভায় আছেন, এমন সময়ে এক জটাজুট-বিরাজিত লম্বিতশ্মশ্রু তাপস সভার বহিঃ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন; প্রতীহারী দ্রুতপদে রাজসন্নিধানে তাপসের নিবেদন উপস্থিত করিয়া রাজার অনুমতিক্রমে সভাস্থলে তাঁহাকে লইয়া গেল।

তাপসকে দেখিয়াই রাজা চিনিতে পারিলেন, কৃত্রিম সম্মান-প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। রাজার ইঙ্গিত-ক্রমে মন্ত্রিগণ সঙ্গে যাইলেন। নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া তাপস রাজাকে এবং মন্ত্রিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাপস! সংবাদ কি?"

কৃত্রিম তাপস বলিলেন,—"আপনার আজ্ঞায় এই পবিত্র বেশ গ্রহণ করিয়া মালব-রাজ্যের সর্ব্বত্রই অবারিত-ভাবে গমনাগমন

করিয়াছি, মালব-রাজের নিগূঢ় মন্ত্রণাও জানিয়াছি ;—তিনি অবিলম্বে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবেন। মালব-রাজ অত্যন্ত অহঙ্কারী, তিনি আপনার নিকট পরাজিত হইয়া ক্ষোভে ও লজ্জায় উজ্জয়িনীপতি মহাকালনাথ মহাদেবের শরণাপন্ন হ'ন, আশুতোষের কৃপা হইয়াছে, আশুতোষ এক-পুরুষবিজয়িনী এক মহাগদা তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। মালবরাজ এক্ষণে দৈববল-সম্পন্ন। তিনি অবিলম্বেই আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবেন—সমস্ত আয়োজন হইতেছে—অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।"

সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন।

অমাত্যগণ বলিলেন,—"বলং বলং দৈব-বলং" মহারাজ! যুদ্ধ কদাচ কর্ত্তব্য নহে ; দৈববলের নিকট সমগ্র পুরুষকারই ব্যর্থ হইবে।

রাজা বলিলেন, "তবে কি কর্ত্তব্য।"

অমাত্য। বিনাযুদ্ধে বশ্যতাস্বীকার—

রাজা। বিজিতের নিকট দাসত্ব-স্বীকার—এই না ?—ছিঃ মন্ত্রিগণ! জীবনে এত ভয়।

অমাত্যগণ অপ্রতিভ হইলেন, রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া আর যুদ্ধে বাধা দিতে সাহসী হইলেন না।

রাজার আদেশে যুদ্ধের পূর্ণ সজ্জা হইতে লাগিল। বিন্ধ্য-কাননের দুর্গম অভ্যন্তরে এক গুপ্ত গৃহ নির্ম্মিত হইল। তথায় রাজকোষ, রাজমহিষী এবং প্রধান রাজপুরুষগণের পরিবারবর্গ সুরক্ষিতভাবে অতি-সঙ্গোপনে প্রেরিত হইলেন। রাজসৈন্য বর্ষণোন্মুখ মেঘ-মালার ন্যায় ভীম শান্তভাবে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিল।

কালের বিরাট-শরীরে দিনের পরিমাণ অতি-ক্ষুদ্র,—ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল দেহে পরমাণু-পরিমাণ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র—সুতরাং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র-পরিমাণ মহাপরিমাণের একাংশে তাহার বিলীন হইতে বিলম্ব হইল না।

রাজসৈন্য এবং মালবসৈন্য শীঘ্রই পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মগধরাজ ও মালবরাজ উভয়েই জয়াভিলাষে ভীষণ-ভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। সুশিক্ষিত রাজসৈন্য মালব-সৈন্যকে বিলোড়িত করিয়া ফেলিল। মালবসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল; ইত্যবসরে মালবরাজ মগধরাজের উদ্দেশে শিবদত্ত গদা নিক্ষেপ করিলেন। গদাঘাতে সারথি নিহত হইল। রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া রথমধ্যে নিপতিত হই-লেন। যন্তৃহীন অশ্ব, রথ লইয়া ক্ষণমধ্যে অদৃশ্য হইল। এই সংবাদ মুহূর্ত্ত-মধ্যে রণক্ষেত্রে প্রচারিত হইবামাত্র পলায়নপর মালবসৈন্য জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। জয়োৎফুল্ল রাজসৈন্য সহসা ভয়চকিত-নেত্রে রণে ভঙ্গ দিল।

মালবরাজ নিষ্কণ্টকে মগধরাজ্য অধিকার করিলেন, কিন্তু মগধরাজকে অধিকার করিতে পারিলেন না।

অমাত্যগণ এবং বিশ্বাসী রাজ-পুরুষেরা বিষণ্ণ-বদনে যথাসময়ে বিন্ধ্যকাননস্থ গুপ্তগৃহে উপস্থিত হইলেন। রাজা নিরুদ্দেশ।

রাজ্ঞী বসুমতী সকল সমাচার পাইয়া মরণে কৃত-নিশ্চয়া হই-লেন। অমাত্যবর্গ কৃতাঞ্জলিপুটে রাজ্ঞীকে বলিলেন, "মাতঃ! মহারাজ নিরুদ্দেশ এইমাত্র; কিন্তু তাঁহার ঘোর অমঙ্গল অবধারণ করিয়া আপনার প্রাণত্যাগ করা উচিত নহে, বিশেষতঃ দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন, আপনার গর্ভস্থ বালক ভাবী সার্ব্বভৌম নরপতি।

নিজের প্রাণরক্ষা করিয়া গর্ভরক্ষা করুন, মগধ-রাজবংশের বীজ রক্ষা করুন, আমাদের আশা নির্ম্মূল করিবেন না।”

রাজ্ঞী তখন প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন—গর্ভরক্ষায় ইচ্ছা জন্মিল, আশার ক্ষীণালোক তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল; কিন্তু শোকের সুদারুণ ঝঞ্ঝাবাতে আশার ক্ষীণ দীপালোক অচিরে নির্ব্বাপিত হইল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, পরিজনমণ্ডলী সুষুপ্ত; গভীর অন্ধকারের নিভৃত গর্ভে ধরণীদেবী তিরোহিত। রাজ্ঞী সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুই একমাত্র লক্ষ্য। তিনি শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। শত সহস্র ব্যাঘ্র-ভল্লুকের একটীও আজ তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিল না। তখন তিনি অন্য উপায় না পাইয়া উদ্বন্ধনের উদ্যোগ করিলেন। লতা-পাশ হস্তে ধরিয়া পতিব্রতা তদ্গতহৃদয়ে পতি-দেবতাকে স্মরণ করিলেন, আত্মহারা হইয়া মুক্তকণ্ঠে একবার বলিলেন,—“নাথ! জন্মান্তরেও যেন তোমাকেই স্বামী পাই”। সুষুপ্ত অরণ্যের সেই করুণ-ধ্বনি বুঝি বনদেবীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল—নতুবা কে এই শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন অরণ্যে এই ঘোর রজনীতে উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীর এই দুরন্ত বাসনায় বাধা দিল?

রাজ্ঞীর অঙ্গ অবশ হইল—হর্ষবিষাদের উৎকট আবর্ত্তে—আশা-নৈরাশ্যের বিষম চক্রে রাজ্ঞীর কোমল হৃদয় বিলোড়িত হইল। তিনি ক্ষণকালের জন্য সুখময় মোহে অভিভূত হইলেন, তাঁহার শিথিল অঙ্গ,—কমনীয় অঙ্কে নিপতিত হইল।

এ অঙ্গ ত বনদেবীর নহে, এ যে সুপুরুষের কামিনী-কমনীয় সুকুমার অঙ্গ। পতিব্রতে!—

দেবী বসুমতীর চৈতন্য হইল, তিনি নিমীলিত-নয়নে ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"নাথ! স্বপ্ন নহে, সত্যই কি?"

রাজা বলিলেন, "মহিষি! সত্যই—আমি আসিয়াছি; উদ্বেগ ত্যাগ কর, প্রকৃতিস্থ হও।"

পার্থিব-সুখের মধ্যে প্রণয়-সুখের ন্যায় সুখ আর নাই; কিন্তু পদে পদে এমন দুঃখও আর কিছুতে নাই। দুইটা কথায় রাজা-রাণীর যে তৃপ্তি, সমগ্র সাম্রাজ্য-বিনিময়েও সে তৃপ্তি পাওয়া যায় না;—কিন্তু বিধি তাহাতেও বাম! ঐ অরণ্যের অদূরে আলোক-মালা, ঐ যে অস্ত্রধারী প্রহরীবৃন্দ;—রাজা শঙ্কিতচিত্তে সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অমৃতমধুর বচনাবলী সেইখানেই বিলীন হইল। অস্ফুট কোলাহলে মহিষীও সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ক্ষণপরে রাজা উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন, হে অমাত্যগণ! এই স্থানে আগমন কর। রাজার স্বর বুঝিতে পারিয়া সকলেই সে দিকে ধাবিত হইল। দেবী বসুমতী তখন উঠিয়া বসিলেন। প্রহরীবৃন্দ-পরিবেষ্টিত অমাত্যগণ তথায় অতর্কিত রাজা রাণীর সম্মিলন দর্শনে পুলকিত হইলেন।

সংসারের সুখ-দুঃখের রীতিই এই;—

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

এই অঘটন ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—অসংযত অশ্বগণ রথ লইয়া বায়ুবেগে গ্রামনগর জনপদ অতিক্রম করিয়া এই অরণ্যে প্রবেশ করে, অরণ্যের সঙ্কীর্ণ পথে রথের গতি রুদ্ধ হয়, অতি ক্লান্ত অশ্বগণও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। রাজা তখনও মূর্চ্ছিত।

তাহার পর রজনীর শীতল সমীরণস্পর্শে রাজার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর রাজ্ঞীর বিলাপ-বাক্য শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইল; তিনি মুহূর্ত্ত-মধ্যে সকল অবস্থা বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহিষীকে সম্বোধন করিলেন, ক্ষণমধ্যে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, তাহার পর সকলের সহিত মিলন।

ভাই! ইহাকেই বলে—নিয়তি। দেবী যে বৃক্ষের শাখায় উদ্বন্ধনের উদ্যোগ করিলেন, সেই বৃক্ষের অনতিদূরে রাজার অসম্ভাবিত অবস্থিতি, ইহাকে বিধিলিপির শুভসূচনা ভিন্ন কি বলিব?

---

(২)

দুই বৎসর অতীত। রাজা রাজহংস এখন নিশ্চিন্ত গৃহস্থ। রাজার রাজ্যনাশ-দুঃখ হৃদয়ে সতত জাগরূক থাকিলেও সুখ-দুঃখের তুলনায় তিনি এখন সুখী। নিঃসন্তান রাজার প্রাঙ্গণ আজ বালকে পরিপূর্ণ। দশটী বালক অস্ফুট মধুরবচনে রাজার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

পাঠক এই দশ বালকই দশকুমার-চরিতের দশ-কুমার। ইহাঁদের নাম-শ্রবণ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করুন;—

দশকুমারের নাম—(১) রাজবাহন, (২) সোমদত্ত, (৩) পুষ্পোদ্ভব, (৪) অপহার-বর্ম্মা, (৫) উপহার-বর্ম্মা, (৬) অর্থপাল, (৭) প্রমতি, (৮) মিত্রগুপ্ত, (৯) মন্ত্রগুপ্ত এবং (১০) বিশ্রুত।

(১) রাজবাহন রাজহংসের একমাত্র বংশধর। মুনিবর বামদেবের ভবিষ্যদ্বাণী এই—"রাজবাহন সসাগর ধরামণ্ডলের অধিপতি হইবেন। মগধবিজয়ী মানসারের মান-সম্ভ্রম, রাজ্যধন এই রাজ-

বাহনের হস্তে উন্মূলিত হইবে. যত দিন রাজবাহন উপযুক্ত না হই-বেন, ততদিন রাজা রাজহংসকে এই বনদুর্গেই থাকিতে হইবে।" রাজহংস 'সময় এব করোতি বলাবলং'।—বিবেচনা করিয়া মনের বৈর-নির্য্যাতন-বাসনা মনে রাখিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

(৭) প্রমতি রাজমন্ত্রী সুমতির পুত্র (৮) মিত্রগুপ্ত রাজমন্ত্রী সুমিত্রের পুত্র, (৯) মন্ত্রগুপ্ত রাজমন্ত্রী সুমন্ত্রের পুত্র এবং (১০) বিশ্রুত—রাজমন্ত্রী সুশ্রুতের পুত্র।

(২) সোমদত্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

সোমশর্ম্মা বামদেবের শিষ্য। বামদেব, মগধরাজের শুভানুধ্যায়ী বিন্ধ্যাবনবাসী ঋষি। একদিন সোমশর্ম্মা একটী সুন্দর বালক ক্রোড়ে করিয়া রাজা রাজহংসের নিকটে আসিয়া বলি-লেন, "মহারাজ। আমি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কাবেরী-নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—এক রোরুদ্যমানা বৃদ্ধার ক্রোড়ে এই বালকটী রহিয়াছে। আমার করুণা-প্রণোদিত জিজ্ঞাসায় সাহস পাইয়া বৃদ্ধা বলিল,—'মহাশয়! মগধরাজ রাজহংসের পৈতৃক মন্ত্রিপুত্র সত্যবর্ম্মা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে এতদ্দেশে আসিয়া ভবিতব্যতা-গুণে এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর নাম কালী। কালী বন্ধ্যা হইলেন, এই কারণে সত্যবর্ম্মা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন। এই দ্বিতীয় পত্নীর নাম গৌরী। গৌরী কালীরই কনিষ্ঠা ভগিনী। এই বালকটী সত্যবর্ম্মার ঔরসে গৌরীর গর্ভে উৎপন্ন। আমি এই বালকের ধাত্রী। ঈর্ষ্যা-পরবশা কালীর কৌশলে আমি বালকের সহিত কাবেরী-স্রোতে নিক্ষিপ্ত হই। কিন্তু দৈবযোগে সেই সময়েই জলস্রোতে ভাসমান এক বৃক্ষ পাইয়া তাহার শাখা ধারণ করিয়া

তীরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম; জলে মগ্ন হইলাম না বটে, কিন্তু সেই বৃক্ষস্থ এক কালসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে। আমার মৃত্যু সন্নিকট। আমার জন্য আমি ভাবিতেছি না; আমি ভাবিতেছি—এই বালকটীর জন্য; আমি মরিলে কে ইহাকে পালন করিবে? ইহার পিতা মাতার নিকটেও পাঠাইতে সাহস হয় না। সে সংসারে কালকূটময়ী কালীর কর্ত্তৃত্ব; বাঁচিবার আশা সেখানেও নাই। আর তাই বা কে লইয়া যাইবে?' বলিতে বলিতে বৃদ্ধা ঢলিয়া পড়িল। আমার বহু চেষ্টাতেও সে বাঁচিল না। তখন আমিই বালকটী লইয়া আসিলাম—আপনি গ্রহণ করুন।"

রাজা বালকটীকে লইয়া তাহার পিতৃব্য সুমতির হস্তে প্রতি-পালনের জন্য প্রদান করিলেন। সুমতি পরমযত্নে ও পরমানন্দে ভ্রাতুষ্পুত্রের পালন করিতে লাগিলেন। সোমশর্ম্মার দত্ত বলিয়া বালকের নাম হইল—সোমদত্ত।

(৩) পুষ্পোদ্ভবের জন্ম-বৃত্তান্ত—

বামদেব ঋষির শিষ্য সোমদেব শর্ম্মা (ইনি ও সোমশর্ম্মা এক ব্যক্তি নহেন) একটী শিশু ক্রোড়ে লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি রামতীর্থে স্নান করিয়া, ফিরিবার সময়ে দেখিলাম—এক বৃদ্ধা এই শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া অরণ্য-মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধে! তুমি কে? এই শিশুটীকে লইয়া ভীষণ অরণ্য-মধ্যে ব্যগ্রভাবে ভ্রমণ করিতেছ কেন?" বৃদ্ধা বলিল,—'মুনিবর! কালযবনদ্বীপে কালগুপ্ত-নামক ধনাঢ্য বণিকের বাস। মগধরাজের পৈতৃক মন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের পুত্র বাণিজ্যনিপুণ ধনাঢ্য রত্নোদ্ভব কাল-

যবন দ্বীপে উপস্থিত হইয়া কালগুপ্ত বণিকের সুন্দরী কন্যা সুবৃত্তার পাণিগ্রহণ করিলেন। রত্নোদ্ভব রূপে গুণে, ধনে মানে, কুলে শীলে শ্বশুরের নিকট বড়ই আদর পাইলেন।

কালক্রমে সুবৃত্তার গর্ভ হইল। রত্নোদ্ভব কিন্তু আর বিলম্ব করিতে অসমর্থ হইলেন। সহোদর-প্রভৃতির দর্শনেচ্ছা বলবতী হইল। তিনি শ্বশুরের মত করিয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে পোতযানে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমি তদীয় পত্নীর পরিচারিকা—আমিও সঙ্গে থাকিলাম। কিছুদিন নিরাপদে কাটিয়া গেল; কিন্তু লোকে কথায় বলে, "দিন যায় ত ক্ষণ যায় না"—আমাদের তাই হইল। পোত তীরের নিকটে উপস্থিত, এমন সময়ে ভীষণ তরঙ্গাঘাতে পোত ভগ্ন হইল, আমরা জলমগ্ন হইলাম। তখন আমি সাহসে ভর করিয়া সুবৃত্তা দেবীকে ধরিয়া এক কাষ্ঠ-ফলক অবলম্বনে তীরে উঠিলাম, কিন্তু প্রভু রত্নোদ্ভবের যে কি হইল, তাহা জানিতে পারিলাম না। তীরে উঠিয়া বন-পথে আসিতে আসিতে কত ক্লেশ যে পাইলাম, তার আর কি বলিব? অদ্য সুবৃত্তাদেবী অরণ্যমধ্যেই এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন; কিন্তু তদবধি তিনি অচেতন। আমি কি করি, শিশুটীকে লইয়া—সাহায্য পাইবার আশায় ভ্রমণ করিতেছি।

কথা শেষ হইতে না হইতে এক বন্যহস্তী দেখা গেল, বৃদ্ধা সভয়ে দৌড়িতে লাগিল, আমি এক বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিলাম, দেখিতে দেখিতে বন্যহস্তী আসিয়া পড়িল, ভয়-বিকম্পিত বৃদ্ধার হস্ত হইতে সেই সদ্যোজাত শিশুটী নিপতিত হইল, হস্তী তৎক্ষণাৎ শুণ্ডাগ্রে করিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইল। কিন্তু দৈবের এমনই বিচিত্র গতি—কোথা হইতে এক সিংহ

আসিয়া হস্তীর সম্মুখীন হইল, হস্তী সহসা শিশুটীকে ছুড়িয়া ফেলিয়া শুণ্ডস্ফালনপূর্ব্বক আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইল; কিন্তু বৃথা তাহার উদ্যম! অচিরকাল-মধ্যেই সিংহের প্রখর-নখরাঘাতে তাহার লীলা সাঙ্গ করিতে হইল। সিংহ আর ক্ষিক্ষণ বিলম্ব করিল না, তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। মহারাজ! 'আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি' কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই সদ্যোজাত শিশু হস্তীর শুণ্ডোৎক্ষিপ্ত হইয়া বানরের কর-কবলিত হইল। বৃক্ষশাখারূঢ় বানর ফলভ্রমেই শিশুটীকে লুফিয়া লইয়াছিল; কিন্তু ফল নহে বুঝিয়া তাহাকে ত্যাগ করিল। বালক বিকসিত-কুসুমগুচ্ছ-মণ্ডিত ঘনপল্লব তরুশাখায় লগ্ন হইয়া রহিল; ভূতলে পতিত হইয়া চূর্ণ হইল না। বানরও স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। আমি তখন বৃক্ষের অন্তরাল-লতাগৃহের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া শিশুটীকে বৃক্ষশাখা হইতে নামাইয়া আনিলাম। শিশুটী কিঞ্চিৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু আশঙ্কার কারণ কিছু নাই বলিয়া ইহাকে লইয়া সেই বৃদ্ধা ও ইহার জননীর অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কাহারও দেখা পাইলাম না, এক্ষণে আপনিই ইহাকে গ্রহণ করুন। রাজা হর্ষ-বিষাদ-সহকারে বালকটীকে গ্রহণ করিয়া তদীয় পিতৃব্য সুশ্রুতের হস্তে প্রতিপালনের জন্য প্রদান করিলেন। বালকের নাম হইল 'পুষ্পোদ্ভব'।

(৪) উপহার বর্ম্মা, (৫) অপহার-বর্ম্মার জন্ম-বৃত্তান্ত।

একদা এক তপস্বী রাজা রাজহংসের হস্তে একটী রাজলক্ষণ-সম্পন্ন বালক অর্পণ করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আমি কুশ ও কাষ্ঠ আহরণের জন্য বনে গিয়াছিলাম, তথায় দেখিলাম, এক অনাথা নারী অনবরত অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে আপনার প্রিয় সুহৃদ্ বিদেহ

রাজার অন্তঃপুরস্থ একজন ধাত্রী। দেবী বসুমতীর সীমন্তোন্নয়ন উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া সপরিবার মিথিলা-রাজ প্রহারবর্ম্মা মগধে উপস্থিত হ'ন। সেই সময়েই মালবরাজের সহিত আপনার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মিথিলারাজ আপনার পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করেন, তাহা মহারাজের অবিদিত নাই। কিন্তু দৈববলের নিকট পুরুষ-কার অকিঞ্চিৎকর, সকলই বিফল হইল; মিথিলারাজও হতা-বশিষ্ট সৈন্য, স্বীয় যমজ সন্তানদ্বয়, রাজ্ঞী এবং ধাত্রীদ্বয় ইত্যাদি পরিজন সমভিব্যাহারে প্রাণে প্রাণে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হ'ন; কিন্তু বিধাতা বাম, আপনার ব্যসন-সংবাদে সাহসী হইয়াই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিকট-বর্ম্মা ইতিমধ্যে মিথিলারাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল, তিনি স্বরাজ্যে প্রবেশ করিতেই পারিলেন না। তখন মিথিলাপতি নিরুপায় হইয়া ভাগিনেয় সুহ্মরাজের সাহায্য পাইবার আশায় বনপথে সুহ্মদেশে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু মহারাজ।

"বিপদ্ বিপদমনুবধ্নাতি"

বিপদ্ বিপদের অনুগামিনী। এই মহা বিপদের মধ্যে বিদেহ-রাজের দ্বিতীয় বিপদ্ উপস্থিত হইল। বনপথে শবর-দস্যুদল ধনাশায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল; সৈন্যদল ত্রস্ত হইয়া পড়িল, কে কোথায় পলাইল স্থির থাকিল না। রাজা ও রাজ-মহিষী প্রধান সেনাগণদ্বারা সুরক্ষিত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিলেন। আমার দৃষ্টিপথ-পতিতা নারী এবং তাহার কন্যা মিথিলারাজের সন্তান-যুগলের ধাত্রী। তাহারা রাজার অনুসরণ করিতে পারে নাই। প্রচ্ছন্নভাবে উভয়ে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় এক ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র তাহাদের সম্মুখীন হইল। ব্যাঘ্র-দর্শনে

ভীতা হইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতে গিয়া বৃদ্ধা ধাত্রী প্রস্তরে পা লাগিয়া পড়িয়া গেল; তাহার ক্রোড়স্থ শিশু-সন্তান ভূতলে পতিত হইয়া মৃতগাভীর ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হইল। ব্যাঘ্র ধাত্রীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সেই মৃত গাভীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল—তাহাতেই 'বাঘমারা' কলের বাণ ছুটিয়া আসিয়া ব্যাঘ্রের প্রাণ সংহার করিল। শবরগণই সেই বাঘমারা কল পাতিয়াছিল, ব্যাঘ্রের মৃত্যু হইবামাত্র শবরেরা তথায় আসিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রভৃতি লইল, আর মৃতগাভীর ক্রোড়প্রবিষ্ট রাজ-নন্দনকেও হরণ করিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধার কন্যাও যে তখন তাহার পালনীয় সন্তানটীকে লইয়া কোথায় পলাইয়াছে,—তাহার সন্ধানও সেই বৃদ্ধা পায় নাই। আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী নারীই,—সেই বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা এখন একাকিনী,—বুঝিলাম—এই অসহ শোকেই কাতরা হইয়া সে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। ধাত্রী আমার সান্ত্বনায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া মিথিলা-রাজের উদ্দেশেই প্রস্থান করিল। মহারাজ! আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, মিথিলা-রাজ আপনার পরম মিত্র; তাঁহার এই বিপদ্—আমি উদ্বিগ্ন হইয়া সেই বালকের অন্বেষণে শবরপল্লী-সন্নিহিত এক চণ্ডীমন্দিরে উপস্থিত হইলাম। তথায় দেখিলাম—শবরেরা বালকটীকে বলিদানের উদ্যোগ করিতেছে। আমি রাজলক্ষণাক্রান্ত বালকটীকে দেখিয়াই বুঝিলাম—এই সেই—মিথিলা-রাজের শিশু-সন্তান। তখন শিশুর প্রাণ-রক্ষার্থে শবরদিগকে মিষ্ট কথায় বলিলাম—'বৎসগণ! আমার একটী সন্তান, আমি তাহাকে ছায়ায় রাখিয়া একটু কার্য্য সমাধা করিতে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া আর দেখিতে

পাই নাই ; বাবা! তোমরা বলিতে পার, আমার সেই অন্ধের যষ্টি—বার্দ্ধক্যের সম্বল, শিশু-সন্তানটী কোথায় গেল!' শবরগণ আমাকে দেখিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর! এ ছেলে তোমার কিনা? আমি দেখিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, এ-ই আমার সন্তান; শবরেরা আমাকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'ঠাকুর! ছেলে-পিলেকে অমন অযত্নে রেখো না, ছেলে তোমার বাঘমারা ফাঁদের ভিতর পড়েছিল; যা'ক্, তোমার ভাগ্য ভাল, এখনও বেঁচে আছে;—এই লও তোমার ছেলে—আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। আমি শিশুটীকে লইয়া তাহাদিকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। এক্ষণে আপনার নিকট আনয়ন করিলাম। আপনি ইহাকে পিতার ন্যায় পালন করুন।" রাজা মিথিলারাজের দুঃখে দুঃখিত হইলেও তাঁহার-সন্তান দর্শনে সুখী হইয়া নিজ-তনয়-নির্ব্বিশেষে সেই বালককে পালন করিতে লাগিলেন, বালকের নাম হইল—উপহার বর্ম্মা।

আর এক দিন রাজা স্বয়ং তীর্থস্নানে যাইতে যাইতে শবর-পল্লীর নিকটে দেখিলেন,—এক শবর-রমণীর ক্রোড়ে রাজলক্ষণ-সম্পন্ন সুন্দর এক শিশু সন্তান; রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! এ বালক ত তোমাদের ঘরের নহে, তুমি ইহাকে কোথায় পাইলে?" শবর-রমণী বলিল, "মহাশয়। শবরগণ যখন মিথিলারাজের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়, সেই সময়ে আমার স্বামী এই রাজপুত্রকে হরণ করিয়া আনিয়া আমাকে দিয়াছেন।" রাজা বুঝিলেন—এই বালকই মিথিলারাজের দ্বিতীয় পুত্র। রাজা শবর-রমণীকে বহু ধন প্রদান ও মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া সেই রাজ-পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন, এবং পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। তাহার নাম হইল,—অপহার-বর্ম্মা।

(৬) অর্থপালের জন্ম-বৃত্তান্ত।

অপর এক দিন, দেবী বসুমতী একটী বালককে বুকে করিয়া প্রিয়তমের নিকট আসিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটী কে?" রাজ্ঞী বলিলেন, গত রজনীতে এক দেবী আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আমার সম্মুখে এই বালকটীকে রাখিলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন, 'আমি মণিভদ্র যক্ষের কন্যা—আমার নাম তারাবলী। আমি আপনাদের প্রাচীন মন্ত্রী ধর্ম্মপালের পুত্র কামপালের সহ-ধর্ম্মিণী। এই বালক আমাদের পুত্র। আমি যক্ষরাজ কুবেরের আদেশে, ভাবী সম্রাট্ ভবদীয় নন্দনের পরিচর্য্যার জন্য আপনাকে এই বালক অর্পণ করিলাম. আপনার উপরে ইহার প্রতিপালনের ভার।' আমি বিনীতভাব প্রদর্শন করিয়া আদর করিলাম; কিন্তু সেই কমলনয়না যক্ষরমণী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।' রাজা এই সংবাদে বিস্মিত হইয়া মন্ত্রী সুমিত্রের হস্তে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অর্পণ করিলেন। এই বালকের নাম হইল—অর্থপাল।

এই দশকুমার যেন পরস্পরে একসূত্রে গ্রথিত; আশৈশব এমন ঐক্য কোথাও দেখা যায় না।

রাজদম্পতি ও মন্ত্রিগণ এখন সকল চর্চ্চা ভুলিয়া দশকুমারের ক্রীড়া-চর্চ্চাতেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের সুখের দিন। সুখের দিন শীঘ্রই কাটিয়া যায়, তা না হইলে এক উচ্ছ্বাস (পরিচ্ছেদ) না যাইতে যাইতে কেমন করিয়া ষোড়শ বৎসর গেল। দশ কুমারই শাস্ত্র, শস্ত্র, বিদ্যা, কলা সর্ব্বত্রই সুনিপুণ হইলেন। কুলোচিত সংস্কারে সকলেই সুসংস্কৃত হইলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া রাজা আপনাকে পৃথিবীর অজেয় বিবেচনা করিলেন।

প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

মুনিবর বামদেবের আদেশে নবকুমার-পরিবেষ্টিত রাজকুমার রাজবাহন শুভদিনে শুভক্ষণে দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের বিশাল অরণ্য ; এই অরণ্যপথে কিছু দূর গমন করিলে এক মানব তাঁহার সম্মুখীন হইল। তিনি তাহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে মানব তুমি কে? এই নির্জ্জন অরণ্যেই বা কেন? তোমার কিরাতের ন্যায় আকার, অথচ কার্পাস যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ব্রাহ্মণচিহ্নও তোমার রহিয়াছে, ইহারই বা কারণ কি?"

আগন্তুক ব্যক্তি, রাজকুমার রাজবাহনের তেজঃপুঞ্জসমুজ্জ্বল শরীর অবলোকন করিয়া ভাবিল, "ইনি মহাপুরুষ ; দৈবশক্তি না থাকিলে এমন তেজ হয় না।"

আগন্তুক পুরুষ কুমার রাজবাহনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তদীয় বয়স্যগণের নিকট গ্রহণ করিয়া সাদরে বলিল, "মহাশয়! কতিপয় ব্রাহ্মণ সদাচার পরিত্যাগ করিয়া কিরাতবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই অরণ্যেই তাঁহাদের বাস, আমার সেই বংশেই জন্ম। আমিও কিরাতগণের সহিত মিলিত হইয়া অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কত পরস্ব অপহরণ, নৃশংস ব্যাপার যে করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক দিন এক ব্রহ্মহত্যা লইয়া সহচর কিরাতগণের সহিত আমার মতান্তর হয়। তাহারা ব্রহ্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, আমি নিষেধ করি। এইরূপ মতান্তর হইতে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইল ; আমি ব্রাহ্মণের পক্ষে একাকী এবং তাহারা সকলে আমার

বিপক্ষ; কিয়ৎক্ষণ আঘাত প্রত্যাঘাতের পর তাহাদের প্রহারে আমার মৃত্যু হইল। আমি যমপুরে নীত হইয়া সিংহাসনারূঢ় যমরাজকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম।"

রাজবাহন সবিস্ময়ে পুরুষের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। পুরুষ বলিল, "আমাকে দেখিয়া যমরাজ-নিজ অমাত্য চিত্রগুপ্তকে বলিলেন, "দেখ, মন্ত্রিবর! এই ব্রাহ্মণতনয় আচারভ্রষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণ-রক্ষার জন্য অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—ইহার মৃত্যুর সময় এখনও হয় নাই; অতএব পাপিগণের যন্ত্রণা দেখাইয়া দিয়া ইহাকে পূর্ব্ব শরীরে স্থাপিত কর। এই পুরুষ ব্রাহ্মণের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে বলিয়া—পূর্ব্বদেহে উপস্থিত হইলেও—পাপে প্রবৃত্তি আর হইবে না, সতত পুণ্যকার্য্যেই ইহার মতি-গতি হইবে।"

চিত্রগুপ্ত যমরাজের আদেশে আমাকে নরকের সমস্ত কাণ্ড দেখাইলেন। পাপিগণের অসীম যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিয়া অবধি আমি পাপকে বড়ই ভয় করিয়া থাকি। আমি সেই পূর্ব্বদেহই প্রাপ্ত হইয়াছি, যথাসম্ভব ধর্ম্মকার্য্যে মন দিয়াছি, ভগবান্ শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছি।" কুমারগণ প্রীতিসহকারে বলিলেন, "সাধু! সাধু!"

পুরুষ, রাজবাহনকে বলিল, "মহাশয়! আপনাকে আমি কিছু আমার গোপনীয় কথা বলিব।" রাজবাহন বয়স্যগণের নিকট হইতে কিছু দূরে গিয়া তাহাকে গোপনীয় কথা বলিতে আদেশ করিলেন। পুরুষ বলিতে লাগিল, "দেব! ভক্তবৎসল আশুতোষের অসীম করুণা। গত রজনীতে তিনি আমাকে স্বপ্নযোগে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, "মাতঙ্গ! দণ্ডকারণ্য-

মধ্যবাহিনী স্রোতস্বিনীর তীরে স্ফটিকেশ্বর শিবলিঙ্গ ভবানী-চরণচিহ্নিত উপলখণ্ডের অতি সন্নিধানে এক বিশাল গর্ত্ত আছে। সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিলেই এক তাম্র-শাসন পাইবে, তাহাতে যে বিধান লিখিত থাকিবে, তদনুসারে কার্য্য করিলে, তুমি অবশ্যই পাতালের অধিপতি হইবে। এ কার্য্যে এক রাজ-পুত্র তোমার সহায় হইবেন। আজ বা কাল এইস্থানেই তাঁহাকে তুমি পাইবে।' মহাশয়! আপনাকে পাইয়া আজ আমার অপার আনন্দ। আপনিই আমার ৺সদাশিব-প্রেরিত মহা-সহায়। অনুগ্রহ করিয়া এই অকিঞ্চন ব্রাহ্মণের সাহায্য দান করিবেন কি?"

এই পুরুষের নাম মাতঙ্গ। মাতঙ্গ বিরত হইল। আশ্রিত-পালক কুমার রাজবাহন মাতঙ্গকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন।

মাতঙ্গ বলিল, অদ্য অর্দ্ধরাত্রেই আমার প্রতি কৃপা করিতে হইবে। রাজবাহন স্বীকার করিলেন। রাজবাহন আপনার সামর্থ্য জানিতেন, এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে তাঁহার অসীম আস্থা ছিল—তাই অপরিচিতের বিপৎসঙ্কুল প্রার্থনা অবিচলিত-চিত্তে পূর্ণ করিলেন। এইরূপ ধর্ম্মানুরাগ হইতেই কত রাজাকে যে বিশ্বাসঘাতক শত্রুর হস্তে বিবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার সীমা নাই বটে; কিন্তু কেবল ধর্ম্মানুরাগই সে লাঞ্ছনার হেতু নহে, অসাবধানতাও তাহার সঙ্গে ছিল। ধার্ম্মিক রাজবাহন,—দয়ালু রাজবাহন,—সাবধান রাজবাহন আত্মরক্ষায় উদাসীন হইয়া কর্ত্তব্য-সাধনে প্রাণপণ করিলেন।

মাতঙ্গ অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইলেন।

রাজবাহনও বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইলেন; কিন্তু মাতঙ্গের গোপনীয় কথা ব্যক্ত করিলেন না। দিন গেল, সন্ধ্যা অতীত হইল, রাত্রির অন্ধকার বনভূমি গ্রাস করিল; বয়স্যগণের সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে রাজবাহন নিস্তব্ধ হইলেন। দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্তদেহ কুমার ও বয়স্যগণ অচিরে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। রাজবাহন নিস্তব্ধ হইলেও নিদ্রিত নহেন; তিনি সুষুপ্তিকে দূরে রাখিয়া প্রতীক্ষাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। অর্দ্ধরাত্রে মাতঙ্গ ও রাজবাহন অন্যের অজ্ঞাতসারে মিলিত হইয়া ইষ্টসিদ্ধির জন্য যাত্রা করিলেন।

কুমারগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রাজকুমার রাজ-বাহনকে না দেখিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। উৎকণ্ঠিত চিত্তে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু রাজকুমার প্রত্যাগমন করিলেন না। তখন সকলেই পুনর্ম্মিলনের স্থান স্থির করিয়া রাজকুমারের অনুসন্ধানার্থ পরস্পরের এক এক জন এক এক দেশে যাত্রা করিলেন।

মহাবীর কুমার রাজবাহন সহায়; মাতঙ্গ ব্রাহ্মণের ভয় কি? মাতঙ্গ নির্ভয়ে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইল এবং সেই তাম্রশাসনে লিখিত বিধি অনুসারে প্রজ্বলিত অনলে নিজ কদর্য্য দেহ আহুতি প্রদান করিয়া দিব্য তেজঃপুঞ্জময় নব শরীর ধারণ করিল। রাজবাহন এই অদ্ভুত দৈবশক্তি-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

কুমার রাজবাহনের এই বিস্ময় মন্দীভূত হইবার পূর্ব্বেই বিস্ময়-কর দ্বিতীয় ব্যাপার উপস্থিত হইল। এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী মৃদুমন্দ গমনে তথায় আসিয়া মাতঙ্গকে উজ্জ্বল মণি উপহার প্রদান

করিয়া মাতঙ্গের জিজ্ঞাসায় বলিলেন,—"বিপ্রবর! আমি পাতাল-দেশের অধিপতি অসুররাজের কন্যা, আমার নাম কালিন্দী। আমার পিতা যুদ্ধে দেবগণকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে নারায়ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে আমি শোকসাগরে মগ্ন হইলাম। আমার সেই অবস্থা দেখিয়া এক দয়ালু সিদ্ধপুরুষ বলিলেন, 'বাছা! শোক করিও না, দিব্য শরীরসম্পন্ন কোন ব্রাহ্মণ তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া সমগ্র পাতাল প্রদেশ পালন করিবেন।' আমি সেই পর্য্যন্ত আপনার পথ চাহিয়া আছি। এক্ষণে আপনার আগমন জানিতে পারিয়া মন্ত্রীর সম্মতিক্রমে স্বয়ং আপনার হস্তে আত্মদান করিতে আসিয়াছি; পাতাল-রাজ্যের সহিত আমাকে গ্রহণ করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

মাতঙ্গ—রাজবাহনের মুখের দিকে চাহিলেন। রাজবাহন মাতঙ্গের মনোভাব বুঝিয়া হৃষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন।

মাতঙ্গ কালিন্দীকে বিবাহ করিয়া পাতালের রাজা হইলেন। তখন রাজবাহন বলিলেন,—'মাতঙ্গ! এক্ষণে আমি চলিলাম, আমার বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।" মাতঙ্গ রাজবাহনের নিকট চির-বাধিত; তিনি কালিন্দীপ্রদত্ত ক্ষুৎপিপাসা-বিনাশক নানা-গুণ-সম্পন্ন মণিরত্ন রাজবাহনকে উপহার দিয়া পরম সমাদরে অনেক দূর পদব্রজে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বিদায় দিলেন।

রাজবাহন পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বন্ধুদর্শনের আশায় দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা বিশালা নগরীর শেষভাগে এক উদ্যানে বিশ্রাম করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া রাজবাহন দেখিলেন,

এক ধনাঢ্য ব্যক্তি শিবিকারোহণে তথায় আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে এক রমণী এবং অনেক অনুচর।

শিবিকারূঢ় ব্যক্তিও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিলেন না, শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি হর্ষ-বিকসিত-বদনে বলিলেন, "ওঃ! আমার আজ কি সৌভাগ্য! আমাদের প্রভু মহাযশা রাজবাহন যে।"

তিনি ছুটিয়া গিয়া কুমার রাজবাহনের যথাযোগ্য বন্দনা করিলেন। রাজকুমারও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া দুই চারি পা অগ্রসর হইয়াছিলেন।

রাজবাহন সহর্ষে বলিলেন, "বয়স্য সোমদত্ত! সখে! এত-দিন কোন্ দেশে কেমন ভাবে ছিলে? এক্ষণে কোথায় যাই-তেছ? এ রমণী কে? এত অনুচর কোথায় পাইলে?

সোমদত্ত তখন নিরুদ্বেগে কৃতাঞ্জলিপুটে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

[সোমদত্ত-চরিত]

(বক্তা সোমদত্ত)

দেব! আপনার সেবা করিব বলিয়া আপনার অন্বেষণে বহির্গত হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন এক অরণ্য-মধ্যে উপস্থিত। গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্ন। বড় পিপাসা হইল। যেমন

দারুণ পিপাসা, বিনা আয়াসে তেমনই শীতল সলিল পাইলাম। আহা সেই তীরচুম্বী ফুল্লকুসুমিত ঘনপল্লব লতাকুঞ্জ,—মৃদুমন্দ অনিল-হিল্লোলে অন্দোলিত, মধ্যে প্রসন্ন-শীতল-তোয়া কলকল-নাদিনী তটিনী,—দেখিয়াই আমার পরম আনন্দ-বোধ হইল, পিপাসার যন্ত্রণা অনেক প্রশমিত হইল। আমি সেই সৌন্দর্য্যময় তটীনী-নীরে অবতরণ করিয়া জলপান করিতে করিতে জলের ভিতর এক উজ্জ্বল মণি দেখিতে পাইলাম। জলপান শেষ করিয়া মণি লইলাম। তখন বাহিরে বড় রৌদ্র, অধিকদূর যাইতে অক্ষম হইয়া সেই বনমধ্যেই এক শিব-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম,—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ম্লানমুখে আসীন, নিকটে অনেকগুলি শিশু সন্তান—তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছে।

দেখিয়া আমার দয়া হইল। আমি ব্রাহ্মণকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্রাহ্মণ আশাপূর্ণ-হৃদয়ে বলিলেন, "মহাভাগ! আমার এই সকল শিশু সন্তান, ইহারা মাতৃহীন। অনেক কষ্টে ইহাদিগকে পালন করিতেছি। এখন আমি যে দেশে উপস্থিত, ইহা অধুনা অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন, রাজা শত্রুহস্তে অবমানিত, রাজ্য অশান্তিপূর্ণ, অতি কষ্টে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া ইহাদের আহার যোগাইতেছি—আর এই শিবমন্দিরে পড়িয়া আছি।"

আমি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ দেশের রাজা কে? এবং দেশের এই দুর্দ্দশারই বা কারণ কি?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজার নাম বীরকেতু। লাটদেশের রাজা মত্তকাল—রাজা বীরকেতুর একমাত্র কন্যা অনুপম রূপবতী বাম-লোচনাকে বিবাহ করিবার আশায় রাজার নিকট দূতপ্রেরণ

করেন। মত্তকাল বংশমর্য্যাদায় তাঁহার তুল্য নহেন বলিয়া রাজা বীরকেতু মত্তকালের আশা পূর্ণ করেন নাই। মত্তকাল ক্রুদ্ধ হইয়া রাজধানী অবরোধ করিলেন। রাজা বীরকেতু ভীত হইয়া নিজ দুহিতাকে মত্তকালের নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। এই অপমানে রাজা মর্ম্মাহত; বৈরনির্য্যাতনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় অশান্তি রাজ্যময় পরিব্যাপ্ত।

মত্তকাল নিজদেশেই বীরকেতুনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন বলিয়া নিজদেশেই যাইতেছেন; মৃগয়ার অনুরোধে যে দুই চারি দিন এই বনে থাকিতে হয়। কিন্তু দেশ যেরূপ ক্ষুব্ধ, তাহাতে ইহার মধ্যে যে কি হইবে, তাহা বলা যায় না। রাজা বীর-কেতুর মন্ত্রী মানপালও মত্তকালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া নিকটেই শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। যাহা হয় হউক. "আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি?" আমি ব্রাহ্মণের কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম, তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি।

এই বৃদ্ধ দরিদ্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দানের উপযুক্ত পাত্র,—ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আমার প্রাপ্ত—সেই মহামূল্য মণি প্রদান করিলাম। ব্রাহ্মণ আশাতীত ধন লাভে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সন্তানগণকে লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন; কিন্তু এবার ব্রাহ্মণের আর সে ভাব নাই, দস্যুর ন্যায় তাঁহার হস্ত-পদ লৌহশৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ, চারিদিকে প্রহরী; আঘাতে সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত।

ব্রাহ্মণ আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ মণি আমি ইহার নিকট পাইয়াছি।" আমি বলিলাম, "হাঁ। আমি জলের ভিতর একটী মণি পাইয়াছিলাম, সেই মণি এই ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছি।"

এই প্রহরিদলের কর্ত্তা—চলিত কথায় সবইনস্পেক্টার—সেই মণি আমাকে দেখাইয়া বলিল,—এই মণি ত?

আমি দেখিয়া বলিলাম—এই মণিই বটে। সবইনস্পেক্টার আর দ্বিরুক্তি করিল না। তাহার ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইলেন; আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলাম। আমার কোন কথাই সে গ্রাহ্য করিল না। আমাকে তদবস্থায় লইয়া গিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল এবং বলিল,—"এখন বন্ধুগণের সহিত সুখ ভোগ কর।" আমি বন্দী হইলাম বটে; কিন্তু কি অপরাধে যে বন্দী হইলাম, তাহা বুঝিলাম না। কিন্তু বুঝিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠা হইল; উৎকণ্ঠা দূর করিতেও কিন্তু বিলম্ব হইল না। অপর বন্দীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, তাহারা বীরকেতুর মন্ত্রী মানপালের আদেশে নাটরাজ মত্তকালকে বিনাশ করিবার জন্য সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হয়; কিন্তু দৈবক্রমে রাজা তখন শিবিরে ছিলেন না। সেই গুপ্ত ঘাতকেরা বিষণ্ণ হইল, কিন্তু মহামূল্য মণিরাজি দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, অপহরণ করিয়া আনিয়া অরণ্যমধ্যে প্রস্থান করিল। পর দিন হুলস্থূল কাণ্ড। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত রাজা মত্তকালের দক্ষ কর্ম্মচারী অন্বেষণ করিয়া বমাল-সমেত তাহা-দিগকে ধরিয়া ফেলিল, তাহারা কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই সব মাণিক্য মিলাইবার সময়ে একটী কম পড়ে। সেই

মাণিক্যই আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। আমি বুঝিলাম—সবইনস্পেক্টার আমাকেও চোর ভাবিয়াছে। তাই—বন্দীকৃত চোরগণকে আমার বন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। আমি মনে মনে সবইনস্পেক্টারের মুখে ফুলচন্দন পড়িবার আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই বন্দী চোরগণকে যথার্থই বন্ধু করিয়া ফেলিলাম।

ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। প্রহরিগণ সুষুপ্ত। সমবেত নাসিকাধ্বনির শ্রবণভৈরব কল্লোলে কারাগৃহ পরিপূর্ণ। সে বিরাট শব্দে মেঘ-গর্জ্জনও ঢাকিয়া যায়, সামান্য শব্দের জন্য আমাকে ভাবিতে হইল না। দেখ! আমাদের শিক্ষিত সেই সমস্ত কৌশলে নিজ বন্ধন-শৃঙ্খল উন্মোচন করিলাম। ক্রমে সেই তাৎকালিক বন্ধুগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলাম। তখন কারাগৃহের রুদ্ধদ্বারে আমরা একে একে অল্পে অল্পে পদাঘাত করিতে লাগিলাম, দেখিলাম সে শব্দে কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন আরও একটু জোরে পদাঘাত চলিতে লাগিল। এবার এক প্রহরিপুঙ্গব নিদ্রাজড়িত-স্বরে বলিলেন, 'চুপ কর্ শালারা' আমরা একটু থামিয়া আরও কিঞ্চিৎ সজোরে পদাঘাত আরম্ভ করিলাম। এবার সেই প্রহরিপুঙ্গব গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ভাল চাস্ ত এখনও থাম্, না হয় তোদের এখনই যমালয়ে পাঠাইব; শালারা ঘুমাইতে দিবি না দেখিতেছি।"

আমরা এবার সকলে মিলিয়া দ্বারে অতি অল্প আঘাত করিলাম। জাগরিত প্রহরী তখন সিংহের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া নির্ভয়ে কারাগৃহের দ্বার উন্মোচন করিল—আমরা যে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছি, সে ধারণা তাহার ত ছিল না,—তাহার ইচ্ছা যষ্টির আঘাতে—অঙ্কুশের আঘাতে—মুদ্গরের আঘাতে আমাদিগকে

শিক্ষা দিবে—কবাটের শব্দ করিয়া আর যেন তাহার নিদ্রাভঙ্গ না করি। কিন্তু প্রহরিপুঙ্গবের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না—দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র আমি তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলাম। আমার ভীষণ-কর-নিষ্পীড়নে সে একটী শব্দও করিতে পারিল না, ক্ষণমধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন সকলেই কারাগৃহ হইতে নিঃশব্দে নির্গত হইলাম—সুষুপ্ত প্রহরিগণের অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে মন্ত্রী মানপালের শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইলাম।

মণিচোরগণ মানপালের বিশ্বাসী কিঙ্কর। তাহারা উপস্থিত হইবামাত্র প্রহরিগণ শিবির-দ্বার ছাড়িয়া দিল, মানপালের নিকটেও সমাচার প্রেরিত হইল। কার্য্যতৎপর মানপাল তখনও নিদ্রিত হন নাই, তাঁহার অনুমতিক্রমে আমরা সকলেই তাঁহার নিকটে গেলাম। চোরগণ আমার অসীম বীরত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিল। তখন আমার কুল-প্রভৃতির পরিচয়ও—আমার নিকট যেমন শুনিয়াছিল, সেইরূপই প্রদান করিয়া মন্ত্রী মানপাল আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন।

মত্তকালের কারাবৃত্তান্ত পরদিন প্রত্যূষে প্রকাশ পাইল। গুপ্তচরের সহায়তায় মত্তকাল জানিলেন—আমরা মানপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

মত্তকাল মানপালকে বলিয়া পাঠাইলেন, "মন্ত্রিবর! আমার বন্দীরা তোমার শিবিরে পলায়ন করিয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ধরিয়া দিবে, নতুবা মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইবে।"

মানপাল সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, বরং সক্রোধে বলিলেন, সে আবার কে, যে তার কথা শুনিতে হইবে!

দূত মত্তকালকে সকল কথা বলিল; মত্তকাল ক্রোধে অধীর

হইলেন ; আপনার পরাক্রমগর্ব্বে স্ফীত হইয়া তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই মানপালের দমনার্থ অগ্রসর হইলেন। মানপাল বিবেচক ব্যক্তি, তাঁহার সমগ্র সৈন্য প্রস্তুত,—আমাকে এবং আমার অনুচর চোরবীরগণকেও সঙ্গে লইলেন। আমি মানপালের পার্শ্বেই থাকিলাম। তুমুল যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে আমি শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিয়া মত্তকালের রথের নিকটে গেলাম এবং তাহার রথে আরোহণ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলাম। মানপালের সৈন্যমধ্যে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। মত্তকালের সৈন্যগণ পলায়ন করিল। এই ঘটনার পর মানপাল আমার অত্যন্ত অনুগত হইলেন। তিনি রাজা বীরকেতুকে আমার সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং বর্ণনাতীত প্রশংসা করিয়া রাজাকেও আমার একান্ত পক্ষপাতী করিয়া তুলিলেন।

আমার সঙ্গিনী রমণী সেই বীরকেতুনন্দিনী বামলোচনা। ইনি আমার সহধর্ম্মিণী। রাজা পরিতুষ্ট হইয়া এই কন্যারত্ন আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, এবং আমাকে যৌবরাজ্যেও অভিষিক্ত করিয়াছেন। দেব! এত সুখেও আপনার বিয়োগদুঃখই কেবল আমার হৃদয়ে অহর্নিশ জাগরূক ছিল। আপনার দর্শন পাইবার আশায় এক সিদ্ধপুরুষের আদেশে মহাকালের আরাধনা করিবার জন্য সস্ত্রীক যাইতেছিলাম,—কিন্তু ভক্তবৎসলের এমনই কৃপা যে, আরাধনার ক্লেশও দিলেন না, উদ্যোগমাত্রেই আপনার সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন।"

কুমার রাজবাহন সোমদত্তের পরাক্রমের প্রশংসা করিয়া আত্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে পুষ্পো-

দ্ভব। পুষ্পোদ্ভব সহর্ষে প্রণাম করিলেন। রাজবাহন তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সোমদত্তকে বলিলেন, বয়স্য! আজ পুষ্পোদ্ভবকেও পাইলাম! তখন সোমদত্ত পুষ্পোদ্ভব উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। রাজবাহন পুষ্পোদ্ভবকে বলিলেন, দুঃসাহসিক কার্য্যে তোমরা পাছে বাধা দেও, এইজন্য আমি তোমাদিগকে না বলিয়াই সেই—ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য নিশীথ সময়ে একাকী চলিয়া গেলাম; কিন্তু বয়স্যগণ কি মনে করিয়া আমার অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন? তুমিই বা একাকী কোথায় গিয়াছিলে?

তখন পুষ্পোদ্ভব বলিতে লাগিলেন;—

তৃতীয় উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

পুষ্পোদ্ভব-চরিত।

(বক্তা পুষ্পোদ্ভব)

(১)

দেব। আপনি যে ব্রাহ্মণের উপকারের জন্যই গিয়াছেন, তাহা আমরা স্থির করিলাম বটে, কিন্তু কোথায় যে গেলেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকেই আপনাকে অন্বেষণ করিবার জন্য আমরা এক এক জন এক এক দিকে চলিয়া গেলাম।

আমি কত দেশ যে ঘুরিয়াছি, কত দিন কত ক্লেশ পাইয়াছি, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই ; যে দিনের ঘটনা হইতে আমার জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমার কথা আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি ;—

মধ্যাহ্ন কাল, প্রখর সূর্য্য ; আর পর্য্যটন করিতে পারিলাম না। এক গিরিগাত্রসংলগ্ন ছায়াস্নিগ্ধ তরুতলে উপবেশন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ সম্মুখে বর্ত্তুলাকৃতি ছায়া পড়িল,—দেখিয়া আমি উর্দ্ধদিকে চাহিলাম। তখন দেখিতে পাইলাম—কোন মনুষ্য মহাবেগে পতিত হইতেছে। বুঝিলাম—মধ্যাহ্নের ছায়া বলিয়াই এইরূপ বর্ত্তুলাকার বোধ হইতেছে। যাহা হউক ; সেই অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল ; ভূতলে পতিত হইয়া চূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে লুফিয়া ধরিলাম ; তাহার আঘাত লাগিল না বটে, কিন্তু অনেক দূর উর্দ্ধ হইতে পতন জন্য চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল ; আমি ধীরে ধীরে তাহাকে ভূতলে নামাইয়া বিবিধ শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলাম; তাহার প্রাণ-রক্ষা হইল বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষায় সে সুখী হইল না, শত ধারায় তাহার নয়ন অশ্রু বহিতে লাগিল।

তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ;—মহাশয়! আপনার এ উচ্চস্থান হইতে পতনের কারণ কি ? তিনি ধীরে ধীরে নয়নজল মুছিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সৌম্য। পদ্মোদ্ভব মগধরাজ রাজহংসের প্রাচীন মন্ত্রী ; আমি তাঁহার পুত্র, আমার নাম রত্নোদ্ভব ; (পুষ্পোদ্ভবের হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল, কিন্তু সেই সুধীরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না,—তিনি নীরবে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন) বাণিজ্যই আমার প্রিয় ছিল, বাণিজ্যের জন্যই

কাল-যবনদ্বীপে গমন করি। সেখানে এক বণিকনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া কিছু কাল পরে তাহাকে লইয়া স্বদেশে আসিতেছিলাম। বিধি প্রতিকূল, তীরে উঠিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই প্রবল তরঙ্গের আঘাতে আমাদের পোত ভগ্ন হইল, আমরা সকলেই সমুদ্রের অতলজলে নিমগ্ন হইলাম! আমার আয়ু ছিল, আমি কোন গতিকে তীরে উঠিয়া তখন মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইলাম বটে; কিন্তু আজ ষোড়শ বৎসর কাল আমার সেই প্রিয়তমা পত্নীর বিরহদুঃখে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এক সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াছিলেন, ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইলেই আমার দুঃখের অবসান হইবে। আমি আবার আমার প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইতে পারিব। কিন্তু আজ সেই ষোড়শ বৎসর পরিপূর্ণ; আমার দুঃখের অবসান হইল না। হতভাগ্যের কপাল-দোষে সিদ্ধ পুরুষের কথাও মিথ্যা হইল। আমার আশার বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আর কেন? এ যন্ত্রণাময় জীবনের ভার আর সহিতে পারি না, তাই আমি স্ব-ইচ্ছায় মৃত্যুমুখ পাইবার জন্য পর্ব্বত-পতিত হইয়াছি।

দেব! তিনি তখন বিরত হইলেন, কি আর কিছু বলিতেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমিও আমার বক্তব্য উত্তর ও কর্ত্তব্য কার্য্যের অবসর পাইলাম না। আমি বুঝিলাম, ইনিই আমার পিতা, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। নারী-কণ্ঠনিঃসৃত দূরাগত করুণধ্বনি শ্রবণে তখন আমার মনের ভাব মনেই বিলীন হইল, অযাচিত উপস্থিত আনন্দরাজ্য সহসা আমাকে ত্যাগ করিতে হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—দেব! আপনার নিকট আমার অনেক বলিবার কথা আছে, আপনি একটু

অপেক্ষা করুন, আসিয়া সকল কথা বলিব, বিপন্ন-রমণীর করুণধ্বনি উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; অনুমতি করুন, একবার দেখিয়া আসি।

তিনি বলিলেন, চল বাপু, আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি। আমি দ্রুতপদে চলিলাম, তিনিও আমার অনুগামী হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়াই দেখিতে পাইলাম;—এক রমণী প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিতে উদ্যতা, আর এক বৃদ্ধা করুণস্বরে কাতরবচনে তাঁহাকে নিষেধ করিতেছে।

অনলপ্রবেশে উদ্যতা রমণীকে দেখিয়াই আমার মন কেমন হইয়া গেল, একবার মা বলিয়া ডাকিতে সাধ হইল, আজন্ম মাতৃ-চরণদর্শনে বঞ্চিত হতভাগ্য আমি "মা! এমন কাজ কি করিতে আছে" বলিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলাম। আমি চির অপরিচিত হইলেও আমার প্রতি তাঁহার বাৎসল্যের উদয় হইল, তাঁহার নিরাশ নয়নে মুহূর্তের জন্য আশার বিজলি খেলিল। আমি বুঝিলাম, বাৎসল্যের অমৃতধারা অশ্রুবিন্দুরূপে ফুটিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, বাবা! আমার এ শুভকার্য্যে বাধা দেও কেন?

আমি বলিলাম, মা! আমি সম্মুখে থাকিতে এ ভীষণকার্য্য কখনই হইতে পারিবে না। তখন আমার পিতাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার সেই রমণী কেমন জড়-সড় হইয়া পড়িলেন, আমাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না, ভাবে বুঝিলাম—অগ্নিপ্রবেশের চেষ্টাও তাঁহার রহিল না।

আমি তখন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ, আর কি কারণে এ দুর্গম অরণ্যে এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছ?

বৃদ্ধা সেই রমণীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এই রমণীর নাম সুব্রতা। ইনি কাল-যবনদ্বীপবাসী কালগুপ্ত বণিকের কন্যা। ইনি গর্ভাবস্থায় স্বামী রত্নোদ্ভবের সহিত পোতযানে শ্বশুরালয়ে আসিতে-ছিলেন, আমি ইঁহার ধাত্রী, আমিও সঙ্গে ছিলাম; বিধির বিড়ম্বনায় পোতযান সমুদ্রে মগ্ন হইল; এক কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া আমি আর ইনি আমরা উভয়ে তীরে উঠিলাম; তাহার পর ইঁহার সন্তান হইল। কিন্তু হায়! আমার অভাগ্যে সেই সদ্যোজাত শিশু আমার হস্ত হইতেই বন্য হস্তীর করকবলিত হইল, তখন হইতেই আমরা অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিতেছি। এক সিদ্ধ-পুরুষ ইঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ষোড়শ বৎসর পরে তোমার পতি-পুত্রের সহিত মিলন হইবে" সেই আশায় এতদিন প্রাণ ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু আজ ষোড়শ বৎসর অতীত হইল দেখিয়া সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন; আজ সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য প্রজ্বলিত অনলে আত্ম-সমর্পণ করিতে উদযোগ করিতেছিলেন।" পিতৃদেব জননীকে চিনিতে পারিলেন, জননীও আমার পিতৃদেবকে চিনিলেন, আমিও আমার জননীকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম। আমি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে পিতা-মাতাও আমাকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। সে সময়ে আমাদের যে কি অবস্থা, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে; আশাতীত আনন্দে চির-বিষাদ-পীড়িত পিতা মাতা আত্মহারা হইলেন; তাঁহাদের সে আনন্দপূর্ণ উন্মাদ, সে আনন্দপূর্ণ মোহ, সে আনন্দপূর্ণ অবসাদ জীবনে ভুলিবার নহে। বৃদ্ধা ধাত্রীরও আনন্দের সীমা ছিল না।

আমি পিতা-মাতার চরণে লুটিয়া লুটিয়া কৃতার্থ হইলাম, তাঁহা-রাও আমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া

আর আমার সর্ব্বাঙ্গে অশ্রুবর্ষণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন। মা আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, বৃদ্ধা ধাত্রীও তাহার জরা-দুর্ব্বল ক্রোড়ে আমাকে একবার তুলিয়া লইল।

বহুক্ষণ পরে পিতা প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহা-রাজ! রাজহংস এখন কেমন আছেন?

আমি তখন মহারাজের রাজ্যচ্যুতি প্রভৃতি সকল সমাচার তাঁহাকে দিলাম। দেব! আমার পিতা—আপনার জন্ম, শিক্ষা, দিগ্বিজয়ে যাত্রা এবং মাদৃশ নয় জন কুমারের প্রতি অসীম অনু-গ্রহের কথা শ্রবণ করিয়া যেমন আনন্দিত হইলেন, মহারাজের রাজ্যনাশ এবং আপনার নিরুদ্দেশ সংবাদে তেমনই—তেমনই কেন—আপনার নিরুদ্দেশ সংবাদে ততোধিক দুঃখিত হইলেন।

আমি পিতা মাতা ও সেই বৃদ্ধা ধাত্রীকে এক মুনির আশ্রমে রাখিয়া, অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, আপনার অন্বেষণে স্থানান্তরে যাইবার জন্য ইহাঁদিগের অনুমতি লইলাম। অনুমতি পাইয়া আর বিলম্ব করিলাম না, তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলাম; পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, ধন-বলে না হয় এমন কর্ম্ম নাই, সুতরাং প্রথমে ধনসংগ্রহ করিতে হইবে। ভাবিয়া সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিলাম, অনেক শিষ্য জুটিল; আপনার অনুগ্রহে বিবিধ সাধনারও শিক্ষা ছিল, সেই সব সাধনা-শিক্ষায় শিষ্যগণও বিশেষ বাধ্য হইয়া পড়িল। আমি বিন্ধ্যপর্ব্বতের অরণ্য-মধ্যস্থ কালবিধ্বস্ত নগরী-সমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এই পরিদর্শনের ফলে, ভূতত্ত্ব-বিদ্যাবলে ভূগর্ভনিহিত ধন-রত্নের নানাস্থানেই সন্ধান পাইলাম। তাহার পর উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সেই সমস্ত ধনরত্ন বিশ্বস্ত শিষ্যগণের সাহায্যে উত্তোলন করিলাম। তাহার পর কতক-

গুলি বলদ, 'গুণ' এবং শস্য ক্রয় করাইয়া আনাইয়া বলদের পৃষ্ঠে ধনরত্ন বোঝাই দিলাম,—সেই রত্নপূর্ণ 'গুণ'ভারের অভ্যন্তর, মুখের দিকে শস্যে আবৃত করিয়া দিয়াছিলাম। সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ করিয়া শস্য-বিক্রেতা বণিকের ন্যায় ভারবাহী বলীবর্দ্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া এই বিশালা নগরীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। সেই স্থানে অপর এক শস্যবিক্রেতার সহিত আলাপ হইল, আলাপে আনন্দ হইল, আনন্দ হইতেই পরস্পরের প্রণয় হইল। এই শস্য-বিক্রেতার নাম চন্দ্রপাল। আমরা উভয়েই উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রপালের পিতা বন্ধুপাল অতি অমায়িক ব্যক্তি। তিনি আমা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক হইলেও আমার প্রতি বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। আমার ইচ্ছায় তখনই একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল, শস্যভাররূপী রত্নভাণ্ড তথায় রক্ষিত হইল।

বিশ্বাসী শিষ্যগণ তখনও আমাকে ত্যাগ করে নাই। আমি পিতা মাতা ও বৃদ্ধা ধাত্রীকে লইয়া আসিলাম, শিষ্যগণকে মধুর বচনে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলাম; আমি বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করিল না। পরিশেষে বন্ধুপালের সহায়তায় মালবরাজের অনুমতিক্রমে এস্থানে সুদৃঢ় বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দিন অতীত হইল, পরম পণ্ডিত বাণিজ্য-কুশল পিতৃদেব সর্ব্বত্র পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

(২)

আর নহে—অনেক বিলম্ব হইয়াছে, এখন আমার অর্থের অভাব নাই। যে উপায়ে হউক, যত ব্যয় করিয়া হউক,

প্রভুর অন্বেষণ এক্ষণে অবশ্যকর্ত্তব্য। আমি ইহা স্থির করিয়া চন্দ্রপাল ও বন্ধুপালের নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম।

বন্ধুপাল আমাকে বলিলেন, আপনি উতলা হইবেন না, আমি 'কাক চরিত্র' জানি; যে সময় আপনার প্রভুর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে, আমি "কাকচরিত্র" বিদ্যাপ্রভাবে তাহা বলিয়া দিব। আপনি কেন অকারণ ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিবেন, এক্ষণে আপনি আপনার প্রভুর দর্শন পাইবেন না।

আমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তদবধি বন্ধুপালের নিকট গিয়া কাকচরিত্রের গণনা শ্রবণ আমার দৈনিক কার্য্য হইল।

একদিন বন্ধুপালের গৃহে উপস্থিত হইয়া দিবসেই বালচন্দ্রিকার দর্শন পাইলাম। কিন্তু এ বালচন্দ্রিকা নবোদিত শশধরের জ্যোৎস্না নহে,—শারদীয় পূর্ণশশধরের সমুজ্জ্বল কৌমুদীবিনিন্দী লাবণ্যে কমনীয়কান্তি এক বণিক্-কন্যাই এই বালচন্দ্রিকা।

উদ্দাম যৌবনের আকস্মিক ভার-পতনেই সেই অনিন্দ্য সুন্দরীর বুঝি নয়ন চঞ্চল, মধ্যভাগ বিনম্র এবং গমন মন্থর হইয়াছিল। কিন্তু বালচন্দ্রিকা এখনও কুমারী। কুমারীকে আমি দেখিলাম, কুমারীও যে আমাকে না দেখিলেন, তাহা নয়। কিন্তু আমি তাঁহার রূপে মজিলাম, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম, কিন্তু তিনি মজিলেন কি না, তাহা ভাল বুঝিলাম না। তাঁহার কটাক্ষ প্রেমপূর্ণ মনে করিয়া একবার আশ্বস্ত হই; আবার তাহা কুমারীর কৌতুহলপূর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্টিপাত মনে করিয়া, নিরাশ হই; নিশ্চয় কিছুই হইল না। তখন চতুরা দূতী নিযুক্ত করিয়া বালচন্দ্রিকার

মনোভাব বুঝিলাম, বুঝিয়া আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় অধিক ব্যাকুল হইলাম।

দেব! আজ একমাস পূর্ব। আমি এবং বন্ধুপাল উভয়েই নগরের উদ্যানে গিয়াছিলাম। আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎকার কবে হইবে, তাহা জানিবার জন্য কাকচরিত্রজ্ঞ বন্ধুপাল, বিহঙ্গকুলের বিবিধ কূজন শ্রবণে একাগ্রচিত্ত! আমি তাঁহারই আদেশে কিছু দূরে থাকিয়া কখন আপনার কখন বা বালচন্দ্রিকার চিন্তায় নিমগ্ন। অদূরে কামিনীর নূপুরশিঞ্জন শুনিতে পাইয়া একবার সেই দিকে চাহিলাম। দেখিলাম,—সেখানে আমারই হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী বালচন্দ্রিকা একাকিনী; দূরে সহচরীগণ কুসুমচয়নে ব্যাপৃত। দেখিলাম,—বালচন্দ্রিকার সে কান্তি নাই, লাবণ্যপূর্ণ মুখশ্রী পরিম্লান, দেখিয়াই বোধ হইল,—দুশ্চিন্তাবিষে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত।

আমি অবসর বুঝিয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুন্দরি! শরতের পূর্ণচন্দ্র অসময়ে ম্লান হইল কেন? সখি! বিধি কি এতই নিষ্ঠুর, তোমার এই অনিন্দ্য লাবণ্যের প্রতিও তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িল না! একি! কেন এমন হইল? প্রিয়তমে! বল, বল।"

বালচন্দ্রিকাও তখন প্রেমাবেশে লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন,—নাথ! তুমিই আমার স্বামী, তুমিই আমার জীবনসর্ব্বস্ব; কিন্তু ইহকালে বুঝি আর তোমার সহিত মিলন হইল না। বালচন্দ্রিকা চক্ষু নত করিলেন।

আমি সভয়ে ও সন্দেহে বলিলাম, কেন প্রিয়ে! তোমার পিতা কি আমার সহিত তোমার বিবাহ দিতে সম্মত নহেন।

বালচন্দ্রিকা কহিলেন, না, তাহা নহে। সব কথাই বলিতেছি, শুন;—মালবরাজ মানসার এক্ষণে বৃদ্ধ, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অপটু; তাই তিনি পুত্র দর্পসারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। দর্পসার রাজা হইয়াই সসাগর ধরামণ্ডলের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের জন্য তপস্যা করিতে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন; তাঁহার আদেশে চণ্ডবর্ম্মা এবং দারুবর্ম্মা এখন প্রতিনিধি রাজা। চণ্ডবর্ম্মা ও দারুবর্ম্মা দুই সহোদর; মহারাজ মানসারের ভাগিনেয়। চণ্ডবর্ম্মা নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতেছেন, দারুবর্ম্মার কিন্তু রাজ-কার্য্যে একেবারেই মন নাই। দারুবর্ম্মা জ্যেষ্ঠের কথা শুনে না, মাতুলকেও মানে না, পরস্ত্রী হরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মেই সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। নাথ! বলিতে লজ্জা হয়—এখন আমার প্রতি তাহার অত্যাচারের পূর্ণচেষ্টা। দারুবর্ম্মা রাজা, আমরা প্রজামাত্র; মরণ ভিন্ন অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আর আমা-দের উপায় নাই। একবার তোমার নিকট শেষ বিদায় লইবার জন্যই আজ পর্য্যন্ত প্রাণত্যাগ করি নাই।

বালচন্দ্রিকার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিল।

আমারও চির শুষ্ক নয়ন ক্ষণকালের জন্য স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করিল।

ক্ষণপরে আমি বলিলাম, প্রিয়ে! কোন চিন্তা নাই, একটু সাহস কর, আমি সেই দুর্ব্বৃত্তকে শমনসদনে প্রেরণ করিব।

বালচন্দ্রিকা বলিলেন, এ অসম্ভব কাজ; তুমি কেমন করিয়া করিবে?

আমি বলিলাম, প্রিয়ে! এ ব্যাপার অসম্ভব নহে, কেবল

তোমার কিঞ্চিৎ সাহস এবং তোমার পিতৃপক্ষের কিছু সাহায্য আবশ্যক।

বালচন্দ্রিকা বলিলেন, আমার পিতা মাতা সখীদের মুখে আমার মনোভাব জানিয়াছেন, তোমার সহিত আমার বিবাহ হয়, এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা। দারুবর্ম্মার অত্যাচারের নিবারণার্থ আমার পিতা ও আত্মীয়গণ বিবিমতে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। আর আমার সাহস,—তুমি সাহস দিলেই আমার সাহস।

আমি আনন্দিত হইয়া বলিলাম, উত্তম; তবে আমার কথা শুন। তোমার পিতা ও আত্মীয়গণ প্রচার করিয়া দিন—বালচন্দ্রিকা অপদেবতার আক্রমণে কাতর; এই জনরব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে, তাঁহারা যেন প্রচার করেন—"এক সিদ্ধপুরুষ বলিয়াছেন, বিবাহ হইলেই এই অপদেবতার আক্রমণ দূর হইবে; কিন্তু ইহাকে বিবাহ করা সহজ নহে। সিদ্ধপুরুষ বলিয়াছেন, বালচন্দ্রিকা একটীমাত্র সহচরী সমভিব্যাহারে নির্জ্জন ক্রীড়া-মন্দিরে থাকিবে। পরিণয়প্রার্থী পাত্র, একাকী সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন, প্রবেশ মাত্র সেই অপদেবতা আসিয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, অপদেবতা যদি যুদ্ধে পরাজিত হয়—তবেই বালচন্দ্রিকা তাঁহার হইবে, নতুবা সেই যুদ্ধে পরিণয়প্রার্থীর মৃত্যু নিশ্চিত।"

দারুবর্ম্মা যেন বিশ্বাসী লোকের মুখে বারংবার এই কথা শুনিতে পায়।

দারুবর্ম্মা এ কথা শুনিয়া যদি ভীত হয়, তোমার নিকটে না আসে; উত্তম। আর যদি ভীত না হইয়া পরিণয়প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয় ত আরও উত্তম। সখীবেশে আমিই

নিকটে থাকিব, পাপিষ্ঠ উপস্থিত হইবামাত্র আমি তাহাকে সংহার করিব।

বালচন্দ্রিকা বলিলেন, উপায় উত্তম, কিন্তু নাথ! শেষ রক্ষা হইবে ত? এই অভাগিনীর জন্ম শেষে তুমি কি বিপদে পড়িবে?

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, প্রিয়ে! সেই জন্মই বলিয়াছি, তোমার কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন।

বালচন্দ্রিকা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, নাথ! অপরাধ ক্ষমা কর, এখন আমি চলিলাম, তোমার উপদেশ মত কার্য্যের আয়োজন করি গিয়া। বালচন্দ্রিকা সতৃষ্ণ-নয়নে বার বার আমার দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। আমিও বন্ধুপালের আহ্বানে তাঁহার নিকটে গিয়া গণনার ফল—জানিলাম, সে দিন হইতে ত্রিশ দিনের দিন আমি আপনার দর্শন পাইব।

মনে বড়ই আনন্দ হইল। দেব! আনন্দের উপর আনন্দ,—দুই চারি দিনের মধ্যেই জানিলাম—দারুবর্ম্মা অপদেবতার সহিত যুদ্ধ করিয়া বালচন্দ্রিকাকে অঙ্কশায়িনী করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আমারই পরামর্শে বালচন্দ্রিকার পিতা দারুবর্ম্মাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "দেব! আপনি রাজা, আমার কন্যার পরম সৌভাগ্য, আমার অশেষ সৌভাগ্য এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণেরও সৌভাগ্য যে, প্রভু স্বয়ং বালচন্দ্রিকাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু আমি কীটানুকীট, আমার শ্রদ্ধা নাই যে, প্রভুকে আমার বাসভবনে আনয়ন করি। আমার কন্যাই সখী সঙ্গে প্রভুর ভবনে উপস্থিত হইবে, সেই স্থানেই প্রভু আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমাদের বংশ কৃতার্থ করিবেন।"

দারুবর্ম্মা পরম সন্তোষের সহিত তাহাতে মত দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সন্ধ্যার সময়ে বালচন্দ্রিকা দারুবর্ম্মার হর্ম্ম্যে নীত হইলেন, সঙ্গে সখীবেশে আমি মাত্র। দেব! আমার সেই সখীবেশ, সে নূতন বর্ণ, কামিনীকমনীয় লাবণ্য দর্পণে নিরীক্ষণ করিয়া আমিও আমাকে চিনিতে পারি নাই; আর কণ্ঠস্বরকেও কন্যা-কণ্ঠে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলাম—পুরুষ বলিয়া কাহারও মনে অণুমাত্র সন্দেহ হইল না; আমরা এক সুসজ্জিত ক্রীড়ামন্দিরে, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিতে না-করিতে দারুবর্ম্মা উপস্থিত হইল। সে বিবিধ প্রেমপূর্ণ বচনে বালচন্দ্রিকার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিল; কিন্তু আর বিলম্ব করিতে পারিল না, বালচন্দ্রিকার গাত্র স্পর্শ করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিল। আমি অলঙ্কারের বাক্সের ন্যায় একটী বাক্স সঙ্গে আনিয়াছিলাম—যে তাহা দেখিয়াছিল, সেই বুঝিয়াছিল, ইহা অলঙ্কারের বাক্স। সেই বাক্সে রাসায়নিক বাষ্প ছিল, সেই বাষ্প তড়িদ্‌বেগে বহুদূর ব্যাপ্ত করে, আর সেই বাষ্পস্পর্শ মাত্র আলোক নির্ব্বাণ হয়—সে বাষ্পের ইহাই বিশেষত্ব।

দারুবর্ম্মা হস্তপ্রসারণ করিবামাত্র আমি বাষ্প ছাড়িয়া দিলাম, সহসা গৃহস্থিত দীপমালা নির্ব্বাণ হইল, গৃহ অন্ধকারে পূর্ণ হইল; বালচন্দ্রিকা আমার শিক্ষামত ভূতাবিষ্টের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া—বিকট শব্দ করিতে লাগিলেন;—আমি দারুবর্ম্মাকে আক্রমণ করিলাম; বিলম্ব হইল না, আপনার প্রসাদে ক্ষণমধ্যেই দারুবর্ম্মা নিহত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ বিপর্য্যস্ত বসন-ভূষণ সুবিন্যস্ত করিয়া ভয়-জড়িত স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলাম 'কে আছ গো, দৌড়িয়া যাও, এককালে সমস্ত দীপ নির্ব্বাণ

হইয়া গেল, সখী—কেমন করিতে লাগিলেন—আর মল্লযুদ্ধের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল, এখন যেন যুদ্ধ থামিয়াছে; কিন্তু কাহারও কোন সাড়া শব্দ পাইতেছি না, দীপ লইয়া এস।’

কতিপয় সাহসী অনুচর দীপ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, তাহারা আসিয়া দেখে—বালচন্দ্রিকা ভূতলে পতিতা, আর দারুবর্ম্মা মহানিদ্রায় অভিভূত। অনুচরগণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

বালচন্দ্রিকার পিতা বহির্ব্বাটীতে ছিলেন, তিনি সমাচার পাইয়া ‘হা হতোহস্মি’ করিতে করিতে গৃহরক্ষকের অনুমতিক্রমে আমাকে এবং বালচন্দ্রিকাকে লইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

বালচন্দ্রিকার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি আমার বিক্রম এবং কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা আমিই বালচন্দ্রিকার পরিণয়প্রার্থী হইলাম। এক সখীসঙ্গে বালচন্দ্রিকা পিতৃভবনে ক্রীড়ামন্দিরে রহিলেন; প্রাঙ্গণ লোকারণ্য। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম, আমার শিক্ষামত সেই বাষ্প বিকীর্ণ করিয়া আমার সঙ্গিনী যুগপৎ গৃহস্থিত দীপমালা নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল; তৎক্ষণাৎ বালচন্দ্রিকাও ভূতলে পড়িয়া বিকট শব্দ করিতে লাগিলেন, আমিও স্বয়ং মল্লযুদ্ধের অভিনয় করিয়া—পরিশেষে বিকৃতস্বরে বলিলাম, ‘পুষ্পোদ্ভব! আমি পরাজিত হইলাম, আমাকে ত্যাগ কর, বালচন্দ্রিকাকে তুমি বিবাহ কর, আমি আর এখানে থাকিব না।’ প্রাঙ্গণে বিস্ময়জড়িত আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল; আমি সমারোহের সহিত বালচন্দ্রিকাকে বিবাহ করিলাম।

এই মনোমত সুখলাভ করিয়া আপনার আগমন-সুখের

আশায়—কতিপয় দিন উৎসুক-চিত্তে যাপন করিলাম। অদ্য আমার পূর্ণ আনন্দের দিন; আজ আপনার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।”

রাজবাহন পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত শ্রবণে প্রীতি লাভ করিলেন। তখন তিনি পুষ্পোদ্ভবের নিকট আত্মবৃত্তান্ত এবং সোমদত্তের কথাও বলিয়া সোমদত্তকে আদেশ করিলেন,—সখে! তুমি ভগবান মহাকালেশ্বরের আরাধনা করিয়া—পরিজন ও পত্নীকে স্বস্থানে রাখিয়া আমার সঙ্গে পুষ্পোদ্ভবের গৃহে দেখা করিবে।

সোমদত্ত আদেশমত প্রস্থান করিলেন। রাজকুমার রাজবাহনও পুষ্পোদ্ভব সমভিব্যাহারে বিশালা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। বিশালা নগরীর একটী নাম উজ্জয়িনী; অপর নাম অবন্তীপুর। পুষ্পোদ্ভব প্রভু রাজবাহনকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। নিজ বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলের নিকটেই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন। কিছুকাল পুষ্পোদ্ভবের সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবনে আনন্দস্রোত বহিল।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

রাজবাহনচরিত।

(১)

বসন্ত কাল, মৃদুমন্দ মলয়ানিল প্রবাহিত; প্রফুল্ল-কুসুম-সৌরভে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ; বসন্তের শোভায়, পৃথিবী সুশোভিত। বসন্তের মাধুরীময়ী অবন্তিসুন্দরী বসন্ত-চুম্বিত কুসুম-উদ্যানে সহচরী-

সঙ্গে উপস্থিত। অবন্তিসুন্দরী মালবরাজ মানসারের কন্যা; পুষ্পোদ্ভবের পত্নী বালচন্দ্রিকা—অবন্তিসুন্দরীর প্রধান সহচরী।

ঘটনাক্রমে রাজবাহনও ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

আর অধিক বিলম্ব হইল না, রাজকুমারও রাজকুমারীর দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। রাজকুমারীও রাজকুমারের নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন। এইরূপ ঘটনায় অনেক স্থলেই অণুমাত্র বৈচিত্র থাকে না বটে; কিন্তু এ স্থলে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিল; এক দৃষ্টিপাতেই কত কথা হইল, সুদূর ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের পথে কত অগ্রসর হইল, কালস্রোতে ভাসমান দুইটী হৃদয়কুসুম পরস্পর অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু এক দৃষ্টিপাতেই ক্রমে উভয়ের দৃষ্টি বিলুপ্ত হইল, মন বিলুপ্ত হইল; ধৈর্য্যও বিলুপ্ত হইল। বালচন্দ্রিকা উভয়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন,—যোগ্য সম্মিলনে কাহার না আনন্দ হয়?

রাজবাহন জাতিস্মর, তিনি আজ আপনার মনোভাব বুঝিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয় ইনিই আমার পূর্ব্বজন্মপত্নী যজ্ঞবতী; নতুবা আজ আমার মন এরূপ ভাবাপন্ন হইবে কেন?

তিনি কেবল "প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ"র উপর নির্ভর করিলেন না; সন্দেহ ভঞ্জনের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অচিরেই উপায় মিলিল; সহসা একটী রাজহংস তথায় উপস্থিত হইল, দেখিয়া অবন্তিসুন্দরী বালচন্দ্রিকাকে তাহা ধরিবার আদেশ করিলেন।

অবসর বুঝিয়া রাজবাহন বলিলেন, রাজনন্দিনি! এমন কার্য্য করিবেন না, পূর্ব্বকালে শাম্বরাজা এক হংস ধরিয়া পত্নীকে দেখাইয়াছিলেন। ফলে সে হংস প্রকৃত হংস নহে, তিনি এক

মুনি; মুনি রাজাকে স্ত্রীবিয়োগ হইবে বলিয়া অভিসম্পাত দিলেন; পরে অনেক অনুনয়-বিনয়ে তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এ জন্মে নহে, জন্মান্তরে এই অভিশাপ ফলিবে; দুই মাস মাত্র তুমি শৃঙ্খলা-বদ্ধ থাকিয়া পত্নীবিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" সেই মুনির প্রসাদে রাজদম্পতি জাতিস্মরও হইয়াছেন। তা হউন—অভিশাপ ত যায় নাই, অতএব কি জানি কি হইতে কি হয়, হংস ধরিয়া কাজ নাই।"

অবন্তিসুন্দরীর পূর্ব্বজন্মকথা মনে হইল—তিনি রাজবাহনকে পূর্ব্বপতি বলিয়াই বুঝিলেন। আনন্দগদ্গদকণ্ঠে অবন্তিসুন্দরী বলিলেন, শাম্বরাজা পত্নী যজ্ঞবতীর সন্তোষার্থই হংস ধরিয়াছিলেন, —প্রণয়ের কি শক্তি! রাজা প্রণয়ের বশেই সেই কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই দুই কথাতেই পরস্পরের পূর্ব্বজন্মের পরিচয় হইল; তখন রাগসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি"; এই সুখের সময়ই রাজমহিষী তথায় আসিয়া পড়িলেন। বালচন্দ্রিকার সঙ্কেতে রাজবাহনও সরিয়া পড়িলেন। দুই দেহ—যে দুই দিকে চলিয়া গেল, দুই মন তাহার বিপরীত দিকে ধাবিত হইল।

সে দিনের লীলাখেলা এই পর্য্যন্ত।

রাজনন্দিনী বিরহিণী, রাজকুমার বিরহে কাতর, দুজনের সমান অবস্থা; কোকিলের কুহুরব, ভ্রমরের ঝঙ্কার, মৃদু মন্দ মলয়ানিল উভয়েরই বিষবৎ; প্রকৃতই বিষবৎ কিনা জানি না, বিসবৎ না আরও অধিক।

বলিলে যে বিরহবর্ণনা হয় না, তাই বলিলাম—বিসবৎ অথবা

বালচন্দ্রিকা দূতী, তিন লিপি মিলাইলেন, মন মিলাইলেন, কিন্তু

দেহ মিলাইতে পারিলেন না, 'অঙ্গা অঙ্গানি ত্বচা ত্বচং" কি করিয়া হয়। কিন্তু বিধাতা অনুকূল, তাহার জন্যও বড় ভাবিতে হইল না। কোথা হইতে এক ঐন্দ্রজালিক ব্রাহ্মণ আসিল, ধনবান্ পুষ্পোদ্ভবের সহিত এবং প্রভাবশালী রাজবাহনের সহিত ঐন্দ্রজালিকের বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল। বন্ধু ঐন্দ্রজালিক রাজবাহনের মনোগত কথা জানিয়া বলিলেন,—বন্ধু! ভাবিও না, আমি রাজকন্যার সহিত তোমার বিবাহ অচিরেই ঘটাইয়া দিব। রাজবাহন আশ্বস্ত হইলেন।

একদিন রাত্রিকালে রাজভবনে ঐন্দ্রজালিক ব্রাহ্মণের ক্রীড়া হইল;—অদ্ভুত ক্রীড়া; রাজা বিস্ময়মুগ্ধ, রাজসভা নিস্পন্দ। ঐন্দ্রজালিক ব্রাহ্মণ পরিশেষে বলিলেন,—মহারাজ! অনুমতি হয় ত উপসংহারে একটী মঙ্গলক্রীড়া করি; রাজা বলিলেন—উত্তম।

ঐন্দ্রজালিক, বিদ্যাবলে রাজা রাণী রাজসভা সাজাইলেন; সমস্তই অবিকল; কে যথার্থ রাজা, কে ঐন্দ্রজালিক রাজা, তাহা বুঝিয়া উঠাই সুকঠিন হইল; ঐন্দ্রজালিকের সাধুবাদে রাজসভা পূর্ণ হইল। পূর্ব্বসঙ্কেতানুসারে ঐন্দ্রজালিক রাজা রাণী প্রভৃতির ন্যায় কুমার রাজবাহন ও রাজকন্যা অবন্তিসুন্দরী সত্য সত্যই তথায় উপস্থিত হইলেন; ঐন্দ্রজালিক ব্রাহ্মণ যথাবিধি তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিলেন; আবার ঐন্দ্রজালিক পুত্তলীর মত রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী ঐন্দ্রজালিকের সঙ্কেতে সরিয়া পড়িয়া কন্যা-অন্তপুরে প্রবেশ করিলেন। ঐন্দ্রজালিক, রাজা ও পুষ্পোদ্ভবের নিকট প্রচুর পারিতোষিক পাইয়া এই দিনেই দেশ ত্যাগ করিলেন।

অবন্তিসুন্দরী ও রাজবাহন আজ আনন্দে বিহ্বল।

যুগল—কত কথায়, কত ইঙ্গিতে, কত দৃষ্টিপাতে, কত স্পর্শে, যে সুখের তরঙ্গ তুলিলেন ; তাহা আনন্দবিহ্বলা বালচন্দ্রিকাও বুঝিতে পারে নাই। আমরা কি বুঝিব ? রাজবাহন সমস্ত ভুবন-মণ্ডলের বৃত্তান্ত মধুর ভাষে মধুরহাসে মাধুরীময়ীকে বুঝাইতে লাগি-লেন, নবোঢ়া প্রণয়িনীও আজ শ্রবণময়ী হইয়া সেই অমৃত বচন গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বপীঠিকা সমাপ্ত।

মধ্যভাগ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

রাজবাহন চতুর্দ্দশ-ভুবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া প্রিয়তমার মনো-রঞ্জন করিলেন। অবন্তিসুন্দরী আহ্লাদে পুলকিত হইয়া প্রিয়বচনে স্বামীকে তুষ্ট করিলেন। এইরূপে তাঁহারা রসাভাসে কালাতিপাত করিয়া সুখে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন,—একটী হংস মৃণালসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়া উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাবস্থায় রাজবাহনের পদযুগল রজতশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল। নিদ্রাভঙ্গের পর পদযুগল বদ্ধ দেখিয়া রাজবাহন সাতিশয় বিস্মিত ও ভীত হইলেন। রাজপুত্রী ভয়ে "এ কি হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া সখী-গণ ছুটিয়া আসিল। রাজপুত্রের বন্ধন দেখিয়া আত্মহারা হইয়া তাহারা সকলেই সমস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। ক্রমে সংবাদ সকলেরই কর্ণগোচর হইল। প্রহরিগণ ছুটিয়া আসিয়া, রাজ-বাহনকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইল; কিন্তু রাজবাহনের প্রভাব-বলে তাঁহাকে কোনরূপ পীড়ন করিতে সমর্থ হইল না, ছুটিয়া গিয়া চণ্ডবর্ম্মাকে সমাচার দিল। চণ্ডবর্ম্মা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

রাজবাহন একে বালচন্দ্রিকার স্বামী পুষ্পোদ্ভবের বয়স্য; তাহাতে আবার চণ্ডবর্ম্মার অভিলষিত রত্ন অবন্তিসুন্দরীর প্রণয়-ভাজন হইয়াছেন। সুতরাং চণ্ডবর্ম্মার ক্রোধের সীমা নাই; চণ্ড-

বর্ম্মা রাজবাহনকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। কেবল বৃদ্ধ রাজা ও রাজ্ঞীর বাধায় চণ্ডবর্ম্মা কৃতকার্য্য হইল না। রাজবাহন যদিও সকলের অজ্ঞাতসারে অবন্তিসুন্দরীর সহিত প্রণয় করিয়াছেন, তথাপি বৃদ্ধ রাজা মানসার ও রাজ্ঞী তাঁহার উপর কুপিত হইলেন না, তাঁহার আকার প্রকার দর্শনে তাঁহাদের দয়া হইল, "যদি ইহাকে বধ কর, তবে আমরা আত্মহত্যা করিব" এইরূপ বলিয়া রাজরাণী চণ্ডবর্ম্মাকে নিরস্ত করিলেন, সম্পূর্ণ প্রভুতা না থাকায় তাঁহাকে একেবারে বিপন্মুক্ত করিতে পারিলেন না। যে সময়ের কথা হইতেছে, তৎকালে মানসারের পুত্র যুবরাজ দর্পসার কৈলাস পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছিলেন। চণ্ডবর্ম্মা তাঁহার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিল এবং সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক পুষ্পোদ্ভবের আত্মীয়বর্গকে কারারুদ্ধ করিল আর রাজবাহনকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ইতিপূর্ব্বে সে অঙ্গদেশের রাজা সিংহবর্ম্মার নিকট তদীয় কন্যা প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল; এই জন্য তখন সে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বহির্গত হইল, কাহারও নিকট রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস না হওয়ায় রাজবাহনকেও সেই পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় সঙ্গে লইয়া গেল। রাজবাহন সেই পিঞ্জরমধ্যে অনাহারে কাল যাপন করিতে লাগিলেন; কালিন্দী-দত্ত মণির প্রভাবে তাঁহাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্য কষ্ট পাইতে হয় নাই। চণ্ডবর্ম্মা সৈন্য সমভিব্যাহারে গিয়া অঙ্গরাজের চম্পা নগরী আক্রমণ করিল।

বল-দর্পিত সিংহবর্ম্মা সৈন্য সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে সিংহবর্ম্মা চণ্ডবর্ম্মার নিকট পরাজিত হইলেন। সিংহবর্ম্মা তদীয় পরমাসুন্দরী

কন্যা অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করিবার আশয়ে তাঁহাকে একেবারে নিহত করিল না, কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল এবং তদ্দিনেই গণক ডাকিয়া রাত্রিশেষে রাজকন্যার পাণিগ্রহণের দিন স্থির করিল।

বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল। এদিকে দর্পসার সংবাদ পাইয়া চরদ্বারা চণ্ডবর্ম্মাকে প্রতিসংবাদ দিল যে, "অয়ি মূঢ়! যে কুমারী হরণ করিয়াছে, তাহার উপরে আবার দয়া কি? বৃদ্ধরাজার বার্দ্ধক্যবশতঃ মানাপমান জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে; এই কারণে তিনি দুশ্চরিত্রা কন্যার পক্ষপাতী হইয়া সেই পাপিষ্ঠকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাই বলিয়া তাঁহার মতানুবর্ত্তী হওয়া তোমার উচিত হয় নাই; সত্বরই তুমি সেই কামোন্মত্ত রাজবাহনের প্রাণ বধ করিবে এবং সেই দুষ্টা অভাগিনীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবে।" চণ্ডবর্ম্মা দর্পসারের আদেশ শ্রবণ করিয়া পার্শ্বচরদিগকে আদেশ করিল "তোমরা প্রাতঃকালেই রাজবাহনকে রাজভবনদ্বারে উপস্থিত করিবে এবং চণ্ডপোত নামক মাতঙ্গ-প্রবরকেও তথায় আনয়ন করিবে। আমি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই সেই দুরাত্মাকে উক্ত হস্তীর ক্রীড়াসামগ্রী করিয়া তদ্দ্বারা নিহত করিব।" রাত্রি প্রভাত হইলে রক্ষিগণ চণ্ডবর্ম্মার আদেশানুসারে রাজবাহনকে যথাস্থানে উপনীত করিল।

মদস্রাবী চণ্ডপোতও আনীত হইল। সৌভাগ্যক্রমে রাজবাহনও সেই দিন শৃঙ্খলমুক্ত হইলেন। সেই রজত শৃঙ্খলও তখন অপ্সরারূপী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাজবাহনকে নিবেদন করিল, দেব! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি চন্দ্ররশ্মিসম্ভবা অপ্সরা, আমার নাম সুরতমঞ্জরী। একদা আকাশপথ দিয়া যাইতে

যাইতে, একছড়া হার আমার কণ্ঠ হইতে বিচ্যুত হইয়া, হিমালয়স্থ নন্দোদক সরোবরে স্নানপ্রবৃত্ত মার্কণ্ডেয় মুনির মস্তকে নিপতিত হয়; তাহাতে তিনি কুপিত হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করেন;—"রে পাপিনি! তুই অচেতনময় শৃঙ্খলরূপ ধারণ কর"। অনন্তর আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন, দুইমাস কাল কুমার রাজবাহনের পাদবন্ধন-শৃঙ্খল হইয়া তুমি শাপ-মুক্ত হইবে"। পরক্ষণেই আমি রজতশৃঙ্খল হইয়া সেই হিমালয় পর্ব্বতে পতিত হইলাম।

ইক্ষাকুবংশীয় রাজা বেগবানের পৌত্র, মানসবেগের পুত্র বীর-শেখর নামক বিদ্যাধর সেই শৃঙ্খল প্রাপ্ত হয়; বৎসরাজ-বংশধর বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী নরবাহনদত্তের সহিত সেই বীরশেখরের বিরোধ; কিন্তু একাকী তাহাকে পরাজয় করিতে পারে নাই। বীরশেখর, হিমাচলে তপঃপ্রবৃত্ত দর্পসারের সাহায্যে তাহাকে জয় করিবে মনে করিয়া দর্পসারের সহিত মিত্রতা করে। দর্পসারও তাহার সদ্ব্যব-হারে পরিতুষ্ট হইয়া ভগিনী অবন্তিসুন্দরীর সহিত তাহার বিবাহ দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। একদিন সেই বিদ্যাধর, অবন্তি-সুন্দরীকে দেখিবার নিমিত্ত তিরস্করিণী-বিদ্যাবলে অদৃশ্যভাবে অবন্তিসুন্দরীভবনে গমনপূর্ব্বক অবন্তিসুন্দরীকে আপনার অঙ্ক-শায়িনী দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া মদীয় রৌপ্যশৃঙ্খলমূর্ত্তি দ্বারা আপনার পদযুগল বন্ধন করিয়া আসে। তদবধি দুই মাস কাল আমি আপনার পদদ্বয়ের বন্ধনরজ্জু হইয়াছিলাম; অদ্য শাপাবসান হওয়ায় আমি নিজমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে আমার উপর প্রসন্ন হইয়া কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। এই বলিয়া সেই সুররমণী রাজবাহনের পদযুগলে প্রণত হইল। "এই সংবাদ দিয়া

মদীয় প্রাণবল্লভাকে আশ্বস্ত কর” এই বলিয়া রাজবাহন,—তাহাকে বিদায় দিলেন। সেই সুরতমঞ্জরী তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর মুহূর্ত্ত মধ্যেই পুরীমধ্যে মহান কোলাহল হইল। “চণ্ডবর্ম্মা নিহত হইল, কোন ভীমকর্ম্মা তস্কর আসিয়া অম্বালিকার পাণিগ্রহণোদ্যত চণ্ডবর্ম্মাকে নিহত করিয়া নিশীকজনয়ে বিচরণ করিতেছে” রাজ-পরিজনগণ সসম্ভ্রমে তারস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল। রাজবাহন ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়াই সেই মত্ত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন এবং রাজভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—“যিনি এই অমানুষিক কার্য্য করিলেন, সেই মহাপুরুষ কে! তিনি আসুন, আমার সহিত এই হস্তীতে আরোহণ করুন।” সেই চণ্ডবর্ম্মার নিহন্তা আগন্তুক পুরুষটী আর কেহই নহে, রাজবাহনের পিতৃবন্ধুর পুত্র অপহারবর্ম্মা। রাজবাহনের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তিনি পরমাহ্লাদিত হইয়া শশব্যস্তে আগমনপূর্ব্বক সেই হস্তীতে আরোহণ করিলেন; রাজবাহনও তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। উভয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। চণ্ডবর্ম্মার পক্ষীয় বলগর্ব্বিত বীরগণ তখনও সাতিশয় কুপিত হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল; অপহারবর্ম্মা অচিরকাল মধ্যেই তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে আর একটী পুরুষ এক দল সৈন্য লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং রাজবাহনকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া অপহারবর্ম্মার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—“তোমার আদেশানুসারে আমি অঙ্গরাজের সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য লইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে কি করিতে হইবে বল।” অপহারবর্ম্মা সেই পুরুষটীকে দেখাইয়া রাজ-বাহনকে কহিলেন,—“দেব! ইনিও আপনার একজন আজ্ঞা-

কারী ; ইঁহার উপরে অনুগ্রহ দৃষ্টি অর্পণ করুন। ইঁহার নাম ধনমিত্র, ইনি আমার অভিন্নহৃদয় পরম বন্ধু। ইনি অঙ্গরাজ সিংহবর্ম্মার সাহায্য করিবার নিমিত্ত সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে ইনি অঙ্গরাজকে কারামুক্ত করিয়া তদীয় বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে একত্র করুন।"

রাজবাহন তাঁহার বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে এক বটবৃক্ষের প্রচ্ছায়শীতল তলদেশে গিয়া হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অপহারবর্ম্মার সহিত সেই পরম রমণীয় গঙ্গাতরঙ্গবিধৌত বটবৃক্ষতলে পরম সুখে উপবেশন করিলেন। ক্রমে উপ- উপহারবর্ম্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত, মিথিলেশ্বর প্রহারবর্ম্মা, কাশীশ্বর কামপাল ও চম্পেশ্বর সিংহবর্ম্মা,—সকলেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুবর্গ,—সকলেই পরস্পর মিলিত হইলেন। রাজবাহন আনন্দোৎফুল্ল হইয়া কহিলেন,—"আজ আমাদের কি শুভদিন। আনন্দে সকলেই পরস্পর কোলাকুলি করিলেন। রাজবাহন বয়স্যগণের নিকট সোমদত্ত, পুষ্পোদ্ভব এবং নিজের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অন্যান্য বয়স্যগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমে অপহারবর্ম্মা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

অপহারবর্ম্মা বক্তা।

অপহারবর্ম্মা বলিতে লাগিলেন,—দেব! আপনার পাতাল-গমনে প্রবেশ করার পরে মিত্রগণ সকলেই আপনার অন্বেষণে চারিদিকে গমন করিলে, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে অঙ্গদেশে চম্পা-নগরীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন ভূত-ভবিষ্যদ্বেত্তা মরীচি নামে এক মহর্ষি সেই নগরীতে অবস্থিতি করেন। তখন আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তদীয় আশ্রমে গমন করিলাম। তথায় গিয়া এক আম্রবৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট বিবর্ণ উদ্বিগ্নচিত্ত এক তপস্বীকে অবলোকন করিলাম। তিনি পরমাদরে আমার আতিথ্য করিলে পর আমি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবান মরীচি কোথায়? আমি তাঁহার নিকট প্রবাসী বন্ধুর সংবাদ জানিতে আসিয়াছি। শুনিয়াছি, "তিনি আশ্চর্য্যজ্ঞান-সম্পন্ন—জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল বলিয়া দেন।" আমার কথা শুনিয়া তিনি উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন; "এখানে সেইরূপ এক মহর্ষি ছিলেন বটে; কিন্তু এক বারনারীর কুহকে পড়িয়া আপাততঃ তাঁহার সে প্রভাব নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সে কাহিনী তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই চম্পা-নগরীতে অসামান্য রূপ-যৌবনশালিনী কামমঞ্জরী নামে এক

বারাঙ্গনা আছে, একদিন সে রোদন করিতে করিতে সেই মহর্ষির চরণযুগলে আসিয়া নিপতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গও আসিয়া মহর্ষির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে; তখন সেই দয়ালু মহর্ষি বারাঙ্গনাকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল:—"ভগবন্! আমি ঐহিক সুখ চাই না; আমি পারত্রিক সুখের নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।" তাহার মাতা সরোদনে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার শোকের কারণ সমস্ত বিবৃত করিয়া কহিল,—"ভগবন্! আমি এই মেয়েটীকে নিজ জাতীয় ব্যবসায় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, এ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না; বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতে বনবাসে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া আপনার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিছুতেই আমার কথা শুনিতেছে না; এই কন্যাটীই আমার একমাত্র ভরসা। যদি ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে না পারি, তাহা হইলে আমারাও এখানে অনাহারে পড়িয়া থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিব। তৎপরে সেই তপস্বী বেশ্যাকন্যাকে মাতার অনুগামিনী হইবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন, অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তাহার মাতাকে কহিলেন—"তোমরা এক্ষণে বাড়ীতে যাও;—কিছুদিন প্রতীক্ষা কর। এ চিরদিন সুখে লালিত, সুতরাং বনবাসক্লেশ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না; কিছুদিন পরে আপনিই নিবৃত্ত হইবে। আমিও যাহাতে ইহার মতি ফিরে, তাহার চেষ্টা করিব।" ঋষির কথায় আশ্বস্ত হইয়া তাহার আত্মীয়বর্গ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। গণিকাকুমারী

সেই আশ্রমে থাকিয়া পরিচারিকার ন্যায় সেই ঋষির সেবা করিতে লাগিল। অধিক কি বলিব, অতি চতুরা—বেশ্যাকুমারী অল্প দিন মধ্যেই সেই মহর্ষির মনোহরণ করিল। মহর্ষি ক্রমে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। বেশ্যানন্দিনী কামমঞ্জরীও তখন অবসর পাইয়া বিষয়ভোগে অনভিজ্ঞ সেই মহর্ষিকে বিষয় সুখ বিষয়ে নানা উপদেশ দিতে লাগিল এবং তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সামান্য বিষয়ভোগে ধর্ম্মহানি হয় না, তাহাও নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে লাগিল। ক্রমে মহর্ষি নিজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন কামমঞ্জরী তাঁহাকে লইয়া রাজপথ দিয়া নিজ বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, কল্য মদনোৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। পরদিন সে ঋষিকে লইয়া উৎসব স্থানে রাজার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বহু যুবতী-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া ছিলেন, মরীচি মুনিকে কামমঞ্জরীর সহিত আসিতে দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কামমঞ্জরী মহারাজের আদেশে মহর্ষির সহিত একপার্শ্বে উপবেশন করিল। ইত্যবসরে কোন বারযুবতী উঠিয়া রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি কামমঞ্জরীর নিকটে হারিয়াছি। অদ্য হইতে আমি কামমঞ্জরীর দাসী হইলাম?" সভাস্থ সকলেই তখন কামমঞ্জরীর ক্ষমতা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইল। রাজাও হৃষ্টচিত্তে কামমঞ্জরীকে যথেষ্ট অলঙ্কার পারিতোষিক দিলেন। চারিদিকে কামমঞ্জরীর প্রশংসার অবধি রহিল না। অনন্তর কামমঞ্জরী মহর্ষি মরীচিকে কহিল, ভগবন! আমি যে উদ্দেশে আপনাকে এত কষ্ট দিলাম, আপনার অনুগ্রহে তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাকে প্রণাম করিতেছি; আপনি আমার প্রতি

প্রসন্ন হইয়া স্বস্থানে গমন করুন। মহর্ষি মরীচি তখন কামমঞ্জরীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া সাতিশয় কামাতুর হইয়াছিলেন, তথনও কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। কামমঞ্জরীর উক্ত বাক্যে তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কামমঞ্জরীকে কহিলেন "প্রিয়ে! তোমার আজ আমার উপর এরূপ ঔদাসীন্য হইল কেন?" কামমঞ্জরী তখন স্মিতবদনে সমস্ত রহস্য বিবৃত করিয়া কহিল, "ভগবন! যে অদ্য আমার দাসী হইল; এক দিন সে আমার উপর স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিল, "তোর যেরূপ গর্ব্ব, তাহাতে বোধ হইতেছে, তুই যেন মরীচি মুনিকে বশ করিয়াছিস্।" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম,—"মরীচি মুনিকে বশ করার আর আশ্চর্য্য কি? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি তাঁহাকে নিশ্চয়ই বশ করিতে পারি, যদি না পারি ত—তোর দাসী হইয়া থাকিব। আর যদি পারি, ত তুই আমার দাসী হইবি।" সেই রমণী এই পণবন্ধ স্বীকার করিলে, আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আপনার অনুগ্রহে এক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বস্থানে গমন করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করুন।" তখন দুর্ব্বুদ্ধি ঋষি গণিকার নিকটে প্রত্যাখ্যাত হইয়া শূন্যহৃদয়ে পুনরায় তপোবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তোমাকে গোপন করিয়া আর কি হইবে? আমিই সেই মরীচি। তুমি এক্ষণে কিছুদিন এই চম্পানগরীতে অবস্থান কর। অল্পদিন মধ্যেই আমি প্রকৃতিস্থ হইব, তখন আমার নিকটে তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য, তাহা জিজ্ঞাসা করিও।

মরীচি ঋষির উক্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি সেইদিন তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষির

নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, নগরভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে এক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একব্যক্তি, সন্ন্যাসিবেশে দীনভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে তথায় বসিয়া রোদন করিতেছে। তাহার নিকটে গিয়া আমি তাহাকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি এই চম্পানগরীর নিধিপালিত নামক বণিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম বসুপালিত। আমার আকার অতি কুৎসিত বলিয়া আমি এই নগরীতে বিরূপক নামে বিখ্যাত। এই নগরে সুন্দরক নামে আর একজন বণিক্ আছে; সে রূপে গুণে যথার্থই সুন্দরক, কেবল অর্থে নহে। পুরবাসী কলহপ্রিয় ধূর্ত্তগণ তাহার রূপ এবং আমার অর্থ এই দুইএর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শত্রুতা বাধাইয়া দেয় এবং উৎসব সমাজে গিয়া বলে যে, কেবল অর্থ বা কেবল রূপ পুরুষত্বের পরিচায়ক নহে; উত্তমা গণিকার যে প্রণয়পাত্র হইতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পুরুষ। অতএব যে যুবতী-রত্নভূতা কামমঞ্জরীর প্রণয়পাত্র হইতে পারিবে, সেই ব্যক্তিরই জয় হইবে। তাহাদের কথায় উত্তেজিত হইয়া, আমরা দুই জনই কামমঞ্জরীর প্রণয়পাত্র হইতে চেষ্টা করিলাম। উভয়েই কামমঞ্জরীর নিকট দূত প্রেরণ করিলাম। তাহাতে আমিই সেই বারাঙ্গনার প্রণয়পাত্র হইলাম এবং যথাসর্ব্বস্ব তাহার করে অর্পণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিতে লাগিলাম। ক্রমে সেই কৃত্রিম-প্রণয়বতী অর্থলোলুপা বারাঙ্গনা আমার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া আমাকে দূর করিয়া দিল। বেশ্যার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমি যারপর নাই অপমানিত হইলাম। তাহার পর বাটীতে আসিয়া আত্মীয়বর্গের নিকট নিতান্ত ঘৃণাস্পদ হইতে

লাগিলাম। ক্রমে লোকের গঞ্জনা অসহ্য হওয়াতে আমি নগর ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া বহির্গত হইলাম। কিছুদিন সন্ন্যাসীর বেশে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলাম; কিন্তু তাহাতেও শান্তি পাইলাম না; তাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিয়া কাল কাটাইতেছি।" সেই লোকটীর কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার দয়া হইল। আমি তাহাকে বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম,—"মহাশয়! আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। সেই বারাঙ্গনা যাহাতে আপনার অর্থ প্রত্যর্পণ করে; অচিরেই তাহা করিতেছি।" এই বলিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নগরী মধ্যে প্রবেশ করিলাম; নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া জানিলাম, তথায় যথেষ্ট ধনী লোক বাস করে, কিন্তু সকলেই কৃপণ; সৎকর্ম্মে কেহই এক পয়সা ব্যয় করে না, পরন্তু দুর্ব্বলের উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। তখন আমি তাহাদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইলাম। প্রথমতঃ দ্যূতক্রীড়াকারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। একদা কোন দ্যূতকর ক্রীড়াস্থলে অনবধানতা প্রকাশ করিলে আমি হাসিয়াছিলাম। তাহাতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্যূতকর ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সহিতই দ্যূত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিল। আমিও সম্মত হইয়া তাহার সহিত খেলা করিতে লাগিলাম এবং তাহার নিকট হইতে ষোড়শ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা জিতিয়া লইলাম। লব্ধ মুদ্রার অর্দ্ধভাগ দ্যূত-সভাধ্যক্ষ ও সভ্যগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া অর্দ্ধভাগ লইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলাম। অধ্যক্ষ ও দ্যূতকরগণ আমার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ

মহাশয় পথিমধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরমাদরে বাটীতে লইয়া গেলেন। সে দিন তাঁহার অনুরোধে তাঁহার বাটীতেই আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। যাহার খেলার অনবধানতা দেখিয়া আমি হাসিয়াছিলাম, তাহার নাম বিমর্দ্দক ;—সেই সূত্রে তাহার সহিত আমার অত্যন্ত সদ্ভাব হইল। ক্রমে সে আমার অতীব বিশ্বাসপাত্র দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপ হইয়া উঠিল। তাহার দ্বারা নগর-বাসীদিগের কাহার কিরূপ স্বভাব, কে কি কার্য্য করে এবং কাহার কত অর্থ আছে—সমস্তই জানিয়া লইলাম এবং চৌর্য্যবৃত্তির উপ-করণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাত্রিকালে কুকর্ম্মপরায়ণ কোন কৃপণ ধনীর বাড়ীতে গিয়া প্রচুর অর্থ অপহরণ করিলাম। চুরি করিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলাম, এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী সুসজ্জিত হইয়া গমন করিতেছে। আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার পরিচয় ও রাত্রিকালে বহির্গত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; সে ভয়গদ্গদস্বরে আমাকে কহিল, "মহাশয়! এই নগরে কুবেরদত্ত নামে এক ধনাঢ্য বণিক্ আছেন; আমি তাঁহার কন্যা; আমার নাম কুলপালিকা। আমি জন্মিবামাত্রই আমার পিতা, ধনমিত্র নামক অত্রত্য কোন ধনি-সন্তানের সহিত আমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখেন। কিন্তু এক্ষণে সেই ধনিসন্তান বদান্যতাগুণে দরিদ্রপোষণ করিয়া নিজেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন ; এই কারণে পিতা অর্থপতি নামক অন্য এক ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। অদ্য রাত্রিপ্রভাতেই সেই অশুভ বিবাহ হইবার কথা। কিন্তু আমি ধনমিত্রকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং তাঁহাকে অগ্রেই সমস্ত সংবাদ শুনাইয়া রাখিয়াছি! তাঁহার সঙ্কেতানুসারে অদ্য পলায়ন

করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছি। আপনি দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন এবং আমার এই অলঙ্কার গ্রহণ করুন” এই বলিয়া সেই যুবতী আমার হস্তে অলঙ্কার-ভাণ্ড সমর্পণ করিল। আমি তাহাকে বলিলাম; “সাধ্বি! তোমার কোন ভয় নাই; আইস, আমিই তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকট দিয়া আসি।” এই বলিয়া সেই কন্যাটীকে সঙ্গে লইয়া দুই চারি পা অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিলাম, কতকগুলি রক্ষিপুরুষ আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া সেই বালিকা সাতিশয় ভীতা হইল, আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, “কোন ভয় নাই; আমার এমন ক্ষমতা আছে যে, উহাদিগকে পরাভব করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট সম্ভাবনা; এ জন্য আমি এক সহজ উপায় স্থির করিয়াছি। উহারা নিকটে আসিতে না আসিতেই আমি সর্পদষ্টের ন্যায় বিষবিকার প্রদর্শনপূর্ব্বক অচেতনভাবে পড়িয়া থাকি। উহারা নিকটে আসিলে তুমি বিশেষ দুঃখিতভাবে উহাদিগকে বলিবে, “মহাশয়গণ! ইনি আমার স্বামী; রাত্রিকালে আমরা উভয়ে এক সঙ্গে যাইতে ছিলাম, পথিমধ্যে ইঁহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে; আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, আপনারা ইহার প্রাণদান করিয়া আমাকে জীবিত করুন।” তখন সেই বালিকা অগত্যা আমার কথামত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও সর্পদষ্টের মত পড়িয়া রহিলাম। সেই রক্ষিগণ নিকটে আসিলে বালিকা আমার কথামত কার্য্য করিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন বিষবৈদ্যাভিমানী আমাকে নাড়িয়া চাড়িয়া অনেক মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া কহিল,—“ইহাকে কালসর্প দংশন করিয়াছে, জীবনের

আশা একেবারে নাই। তুমি আর কাঁদিয়া কি করিবে; গৃহে যাও। কল্য আমরা আসিয়া ইহার সৎকারাদির ব্যবস্থা করিব” এই বলিয়া তাহারা যথাস্থানে গমন করিল; আমিও গাত্রোত্থান করিয়া সেই রমণীকে লইয়া ধনমিত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ধনমিত্র প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার উপরে বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং আমার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িল। আমিও তাহার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলাম। তৎপরে ধনমিত্র প্রিয়তমাকে লইয়া দেশত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি তাহাকে বারণ করিয়া বলিলাম,—“দেশ ত্যাগ করিও না; তাহাতে তোমার কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে। যাহাতে তুমি এই স্থানেই ইহাকে লইয়া সুখে বাস করিতে পার, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আপাততঃ আইস, ইহাকে ইহার পিতৃগৃহে রাখিয়া ইহার পিতার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবা লইয়া আসি।” এই বলিয়া ধনমিত্রকে সঙ্গে করিয়া সেই রাত্রেই কন্যাটীকে কুবেরদত্তের গৃহে রাখিয়া সেই কন্যাটীর সাহায্যে কুবেরদত্তের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া বহির্গত হইলাম। পথিমধ্যে কতকগুলি প্রহরীকে আসিতে দেখিয়া আমরা পথিপার্শ্বস্থ কোন মত্তহস্তীর উপরে আরোহণ করিলাম এবং সেই হস্তীর সাহায্যে রক্ষিবর্গের পরাভব করিয়া অর্থপতির গৃহদ্বার চূর্ণ বিচূর্ণ করিলাম। তৎপরে এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষের শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক হস্তী ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া স্বগৃহে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধাপূর্ব্বক নগরমধ্যে বিচরণ করিলাম,—দেখিলাম কুবেরদত্ত ও অর্থপতির বাড়ীতে মহাকোলাহল। চারিদিকে চুরির কথা লইয়া আন্দো-

লন হইতেছে। কুবেরদত্তের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে। কন্যার বিবাহের জন্য সে মহাভাবিত হইল।

অর্থপতি তাহাকে অর্থদানে আশ্বস্ত করিয়া একমাস পরে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। আমি তৎপরে এক চর্ম্মভস্ত্রিকা নির্ম্মাণ করিয়া ধনমিত্রকে বলিলাম,—"ভাই! তুমি এই চর্ম্মভস্ত্রিকা লইয়া অঙ্গরাজের নিকট বল,—'মহারাজ! আপনি বোধ হয় জানেন, আমি অগাধ সম্পত্তিশালী বসুমিত্রের পুত্র, আমার নাম ধনমিত্র। আমি অর্থিবর্গের মনোরথ পূরণ করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। কুবেরদত্ত আমাকে কন্যাদান করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমি দরিদ্র হইয়াছি বলিয়া অর্থপতিকে দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমি সেই অভিমানে এক নিবিড় বনে গিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে এক জটাধর মহাপুরুষ আসিয়া আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি এইরূপ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেছ কেন? আমি তাঁহার নিকটে দুঃখের কারণ বলিলে তিনি কৃপা করিয়া আমার উপরে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন—বলিলেন,—বৎস! তুমি অতি নির্ব্বোধ। সামান্য অর্থের জন্য তোমার এইরূপ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হওয়া ভাল হয় নাই। অর্থোপার্জ্জন কত উপায়ে হইতে পারে, কিন্তু একবার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। তোমার আর চিন্তা নাই, আমি একজন মন্ত্রসিদ্ধ। তপোবলে আমি এক রত্নপ্রসবিনী চর্ম্মভস্ত্রিকা লাভ করিয়াছি। এই চর্ম্মভস্ত্রিকার প্রসাদে আমি কামরূপ দেশে বহুতর প্রজা প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আমি এই চর্ম্মভস্ত্রিকাটী প্রদান করিতেছি। ইহা বণিক বা বেশ্যার নিকটে

থাকিলেই রত্ন প্রসব করে। কিন্তু যে ইহা রাখিবে, প্রথমে তাহার পূর্ব্বোপার্জ্জিত অর্থ দুঃখী দরিদ্রকে দান এবং অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে প্রত্যহ এই চর্ম্মভস্ত্রিকা পূজা করিয়া পবিত্র স্থানে রাখিয়া দিলে প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহা রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই বলিয়া তিনি আমাকে চর্ম্মভস্ত্রিকা প্রদান করিয়া কোন গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি তাহা মহারাজকে নিবেদন না করিয়া রাখিতে পারি না, এই কারণে আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলে, আমি ইহা বাটীতে রাখিয়া দিতে পারি।' রাজা ইহা শুনিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে অনুমতি দিবেন। তুমি পুনরায় তাঁহাকে বলিবে,—'মহাশয়! আমার এই চর্ম্মভস্ত্রিকাটী কেহ যাহাতে চুরি করিতে না পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাকে তাহা করিতে হইবে।' রাজা তাহাও স্বীকার করিবেন। তাহার পরে, তুমি বাড়ী আসিয়া দুঃখী দরিদ্রকে ধন বিতরণ করিতে আরম্ভ করিবে, রাত্রিকালে এই চর্ম্মভস্ত্রিকাটী চৌর্য্যলব্ধ ধনে পূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে সকল লোককে ডাকিয়া দেখাইবে। তাহার পরে দেখিবে, কুবেরদত্ত অর্থপতিকে তৃণ জ্ঞান করিয়া অর্থলোভে তোমাকেই কন্যা দান করিবে। অর্থপতি তখন কুপিত হইয়া ধনগর্ব্বে তোমার উপরে দ্বেষ প্রকাশ করিতে থাকিবে। অতঃপর আমরাও তাহাকে অদ্ভুত উপায়ে কৌপীনাবশিষ্ট করিব। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এবং আমাদের চৌর্য্যকার্য্যও কোনরূপে প্রকাশ হইতে পারিবে না।" ধনমিত্র হৃষ্টচিত্তে আমার উপদেশ মত কার্য্য করিল। সেই দিন হইতেই

আমি বিমর্দ্দককে অর্থপতির সেবায় নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ধনমিত্রের উপরে অর্থপতির বিদ্বেষ বর্দ্ধন করিতে লাগিলাম। এদিকে কুবেরদত্তও অর্থলোভে ধনমিত্রকেই কন্যা দান করিতে অভিপ্রায় করিল। অর্থপতি তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে একদিন উৎসবসমাজে কামমঞ্জরীর কনিষ্ঠা ভগিনী রাগমঞ্জরীর নৃত্য হইবে শুনিয়া বহুতর নাগরিক দলে দলে তাহার নৃত্য দেখিতে গমন করিল। আমিও ধনমিত্রকে সঙ্গে করিয়া নৃত্য দেখিতে গমন করিলাম। তথায় গিয়া আমি সেই গণিকার রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইলাম। অবসর পাইয়া সেই গণিকাও নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ কটাক্ষবাণে আমাকে একেবারে অধীর করিয়া ফেলিল এবং নৃত্যাবসানে আমার উপর সানুরাগ দৃষ্টি অর্পণ করিতে করিতে গৃহে গমন করিল। তাহার হাব-ভাব দর্শনে আমি একেবারে অধীর হইয়া ধনমিত্রের বাটীতে আসিলাম, সেই দিন আর আহারাদি কিছুই ভাল লাগিল না। শিরঃপীড়া ব্যপদেশে নির্জ্জন গৃহে গিয়া শয়ন করিলাম। অতি চতুর ধনমিত্র আমার চিত্তবিকার সমস্তই বুঝিতে পারিল এবং নির্জ্জনে আসিয়া বলিল, "সখে! সেই গণিকানন্দিনীর বড়ই সৌভাগ্য যে, আপনার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। আমিও আপনার প্রতি তাহার অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছি। নিশ্চয়ই সেও আপনার জন্য অধীর হইয়া থাকিবে। আর আমি শুনিয়াছি; তাহার স্বভাব সাধারণ বেশ্যাদের ন্যায় নহে; সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আমি গুণশুল্কা, ধনশুল্কা নহি, শাস্ত্রমত বিবাহ ব্যতীত আমি যাহার তাহার ভোগ্যা হইব না। তাহার ভগিনী কামমঞ্জরী ও মাতা মাধবজ্জুনা তাহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য শুনিয়া রোদন

করিতে করিতে রাজার নিকটে গিয়া তাহার প্রতিজ্ঞার কথা বলে এবং রাজা তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎপরে 'যাহাতে কেহ বিনা অর্থে তাহাকে ভুলাইয়া বশীভূত করিতে না পারে; এবং যদি ভুলাইয়া লয় ত, মহারাজ যেন তাহাকে বিশেষ রূপ শাস্তি প্রদান করেন,' এই বলিয়া তাহার মাতা ও ভগিনী প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছে। রাজাও তাহাদের প্রার্থনায় সম্মতি দিয়াছেন। অতএব সে স্থলে মাতা ও ভগিনীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহাকে বশীভূত করাও দুঃসাধ্য। রাগমঞ্জরীও অর্থবিনিময়ে আত্মদান করিতে সম্মত হইবে না; সুতরাং বড়ই ভাবনার কথা।

আমি ধনমিত্রকে বলিলাম, "তাহার আর ভাবনা কি? আমি রাগমঞ্জরীকে গুণে বশীভূত করিয়া গুপ্তভাবে অর্থ দিয়া তাহার স্বজনবর্গকে তুষ্ট রাখিব।" অনন্তর আমি কামমঞ্জরীর প্রধানা দূতী ধর্ম্মরক্ষিতাকে বস্ত্র তণ্ডুলাদি দানে বশ করিলাম এবং তদ্দ্বারা কামমঞ্জরীকে জানাইলাম,—"যদি রাগমঞ্জরীকে আমায় দান কর, তাহা হইলে আমি ধনমিত্রের গৃহ হইতে চর্ম্মভস্ত্রিকা চুরি করিয়া তোমাকে প্রদান করিব।" কামমঞ্জরী আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি গোপনে ধনমিত্রের নিকট হইতে চর্ম্মভস্ত্রিকা লইয়া কামমঞ্জরীকে প্রদান করিলাম এবং পূর্ব্ব হইতেই মদীয় গুণাকৃষ্টা রাগমঞ্জরীকে বশ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলাম। যে রাত্রিতে চর্ম্মভস্ত্রিকা চুরির সংবাদ প্রচারিত হইল; সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার গুপ্তচর বিমর্দ্দক অন্য কোন কার্য্যস্থলে নগরের প্রধান প্রধান ভদ্রলোককে ডাকাইয়া তাহাদের সমক্ষে যেন অর্থ-পতির পক্ষীয় হইয়া আসিয়া ধনমিত্রকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন

করিতে লাগিল; ধনমিত্র বিনীতভাবে তাহাকে উত্তর করিল— "ভাই!—আমি তোমার কি অপকার করিয়াছি, পরের জন্য তুমি কেন আমাকে গালাগালি দিতেছ? তোমার ইহাতে স্বার্থ কি?" ধনমিত্র বিনীত ভাবে তাহাকে শান্ত করিতে লাগিলেও বিমর্দ্দক পুনরপি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাহাকে কহিল,—"তোমার বড় ধনগর্ব্ব হইয়াছে; তুমি অপরের অর্থক্রীতা ভার্য্যাকে— তাহার পিতা-মাতাকে অর্থের লোভ দেখাইয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, আবার বলিতেছ,—"তোমার কি অপকার করিয়াছি। তুমি জান না; বিমর্দ্দক অর্থপতির দ্বিতীয় প্রাণ। অর্থপতির জন্য বিমর্দ্দক প্রাণপর্য্যন্ত দিতে পারে, ব্রহ্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমি একরাত্রি জাগরণেই তোমার চর্ম্মভস্ত্রিকার গর্ব্ব চূর্ণ করিতে পারি" এইরূপে ধনমিত্রের প্রতি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিল। তাহার পরেই আমি গোপনে চর্ম্ম-ভস্ত্রিকাটী আনয়ন করিয়া কামমঞ্জরীকে প্রদান করিয়াছিলাম, পর-দিন প্রাতঃকালে ধনমিত্রও রাজার নিকটে গিয়া চর্ম্মভস্ত্রিকা চুরি গিয়াছে বলিয়া সংবাদ দিল, এবং বিমর্দ্দক পূর্ব্বে এইরূপ শাসাইয়া গিয়াছিল, তাহাও বলিল। রাজাও অর্থপতির প্রতি সন্দিহান হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "বিমর্দ্দক নামে তোমার কোন লোক আছে কি?" মূঢ়বুদ্ধি অর্থপতি উত্তর করিল,—"মহারাজ! বিমর্দ্দক আমার একজন পরম মিত্র।" তাহার পরে রাজা তাহাকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলে, অর্থপতি চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও বিমর্দ্দকের সন্ধান পাইল না। কোথায় পাইবে। আমি পূর্ব্বদিন রাত্রেই তাহাকে আপনার সংবাদ জানিবার নিমিত্ত উজ্জয়িনীতে

পাঠাইয়াছি। ধনমিত্রও তখন অবসর পাইয়া যাহাদের সমক্ষে বিমর্দ্দক চর্ম্মভস্ত্রিকা চুরি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে মহারাজের নিকটে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের সাক্ষ্য প্রদান করিল। রাজারও বিশ্বাস হইয়া গেল যে, অর্থপতিই চুরি করিয়াছে, অর্থপতি নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় পাইল না, পরিশেষে অপরাধী স্থিরীকৃত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এদিকে কামমঞ্জরী চর্ম্মরত্নভস্ত্রিকা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবার আশায় দুঃখী দরিদ্রকে প্রচুর ধন দান করিতে আরম্ভ করিল। যাহাদের নিকট হইতে অন্যায় অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দিতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে বিরূপকের যাবতীয় অর্থ প্রত্যর্পণ করিল। এইরূপে সে প্রায় যথাসর্ব্বস্ব সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়া ফেলিল।

অনন্তর ধনমিত্র আমার পরামর্শে রাজার নিকটে গিয়া বলিল,—"মহারাজ! যে কামমঞ্জরী পূর্ব্বে কাহাকেও এক পয়সাও দিত না। সে এক্ষণে অকাতরে দীনদুঃখীকে অজস্র অর্থ দান করিতেছে। আমার বোধ হইতেছে; চর্ম্মভস্ত্রিকা তাহারই হস্ত-গত হইয়াছে। কারণ চর্ম্মভস্ত্রিকা দ্বারা অর্থলাভ,—বেশ্যা বা বণিক ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না। এই কারণে আমার তাহার প্রতি সন্দেহ হইতেছে।"

রাজা ধনমিত্রের কথা শুনিয়া কামমঞ্জরীকে ডাকাইলেন। আমিও তখন অতিশয় দুঃখিতভাব প্রকাশ করিয়া কামমঞ্জরীকে বলিলাম,—"তুমি প্রকাশ্য ভাবে অজস্র অর্থরাশি বিতরণ করিতে আরম্ভ করায়, রাজা তোমার নিকটে ধনমিত্রের চর্ম্মভস্ত্রিকা আছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এবং সেই কারণেই তোমাকে

ডাকিয়াছেন। দেখিতেছি, রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি, আমারই নাম উল্লেখ করিবে। তাহা হইলে আমার আর বাঁচিবার আশা নাই। আমার বিরহে তোমার ভগিনীরও জীবনান্তের সম্ভাবনা; তুমি ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ, চর্ম্মভস্ত্রিকার আশাও তোমাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং বিপদ চারিদিকে। এক্ষণে উপায় কি?" কামমঞ্জরী আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল,—"তাই ত বড়ই ভাবনার কথা, তোমার নাম উল্লেখ করিলে, আমাদের চারিদিকে বিপদ্। তবে এক উপায় আছে। চর্ম্মভস্ত্রিকা-হরণাপবাদ অর্থপতির স্কন্ধেই রহিয়াছে। এক্ষণে তাহার নাম করিলে তোমাকে রক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের ক্ষতি যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছেই; এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। অর্থপতি পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে গতায়াত করিত, তাহা এখানকার সকলেই জানে; সুতরাং অর্থপতির উপর দোষারোপ করিলে রাজা তাহা অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন। অর্থপতিও সেই অপবাদে কারারুদ্ধ আছে। সুতরাং তাহার উপর দোষারোপের অপলাপও কেহ করিতে পারিবে না।" এই স্থির করিয়া কামমঞ্জরী রাজভবনে গিয়া প্রথমতঃ চর্ম্মভস্ত্রিকা কে দিয়াছে বলিতে সম্মত হইল না; শেষে রাজার যথেষ্ট পীড়াপীড়িতে "অর্থপতি দিয়াছে" বলিয়া প্রকাশ করিল। রাজা—হতভাগ্য অর্থপতিকেই দোষী স্থির করিয়া তাহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ধনমিত্র সাধুতা দেখাইয়া রাজার নিকটে অনুরোধ করিল—"মহারাজ! আমার এই অনুরোধ; উহাকে প্রাণে মারিবেন না, যদি দণ্ড দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া থাকে ত, যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া উহাকে চিরদিনের জন্য

নির্ব্বাসিত করিয়া দিন। রাজা ধনমিত্রের সহৃদয়তা দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার কথায় সম্মত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া অর্থপতিকে নির্ব্বাসিত করিলেন। সাধারণের নিকটে ধনমিত্রের সুখ্যাতির অবধি রহিল না, সকলেই ধনমিত্রকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। রাজা কামমঞ্জরীর নিকট হইতে চর্ম্ম-ভস্ত্রিকা লইয়া ধনমিত্রকে প্রদান করিলেন এবং ধনমিত্রের অনু-রোধে কামমঞ্জরীকে অর্থপতির অর্থের কিয়দংশ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

এইরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া আমি চৌর্য্যলব্ধ অর্থে রাগমঞ্জরীর গৃহ পূর্ণ করিলাম। ক্রমে তথাকার যাবতীয় কৃপণ ধনিগণকে এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত করিলাম —যে,—যে সকল দরিদ্র অস্মদ্দত্ত ধনে ধনী হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়। এক দিন আমি রাগমঞ্জরীর গৃহে অতিরিক্ত মাত্রায় সুপাপান করিয়া মত্ত হইয়া পড়িলাম। আমার কাণ্ডজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। আমি রাগমঞ্জরীকে "একরাত্রেই সমস্ত নগরী লুণ্ঠন করিয়া তোমার গৃহ ধনপূর্ণ করিব" এই বলিয়া উন্মত্তভাবে তাহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। রাগমঞ্জরী বার বার নিষেধ করিল; আমি তাহার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সবেগে বহির্গত হইলাম। রাগমঞ্জরীর দাসী শৃগালিকা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। আমি প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলে কতকগুলা রক্ষী আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমার হস্তে এক তরবারি ছিল। মদের নেশায় আমি তাহা-দিগকে গালি ও তরবারির আঘাত করিতে লাগিলাম।

তাহারাও আমাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। একে সুরা-মদে শরীর অবসন্ন, তাহার উপরে গুরুতর প্রহার; ক্রমে আমার চৈতন্য লোপ পাইল। শৃগালিকা আমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। প্রহরিগণ সেই সুযোগে আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন আমার নেশা ছুটিয়া গিয়া চৈতন্য হইল। "বিষম বিপদে পড়িয়াছি।"—তাহা বুঝিতে পারিলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, "কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি, এক্ষণে উপায় কি? এইবারে বুঝি জীবন যায়; আমি ধনমিত্রের বন্ধু, এবং রাগমঞ্জরীর সহিত প্রণয় করিয়াছি, প্রায় সকলেই তাহা জানে। দেখিতেছি, আমার দোষে ধনমিত্র ও রাগমঞ্জরীরও বিপদ ঘটে।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক উপায় স্থির করিয়া শৃগালিকাকে বলিলাম, "হে বৃদ্ধে! তুই অর্থ-লোভে আমার প্রণয়পাত্রী রাগমঞ্জরীর সহিত আমার কপটমিত্র ধনমিত্রের সঙ্ঘটন করিয়া দিয়াছিস্; সেই রাগেই আমি ধনমিত্রের চর্ম্মভস্ত্রিকা এবং রাগমঞ্জরীর অলঙ্কার-সমূহ—অপহরণ করিয়াছি; আমার সম্মুখ হইতে তুই দূর হ।" কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক আমি শৃগালিকাকে এই কথা বলিলে, অতি চতুরা শৃগালিকা আমার মতলব বুঝিতে পারিল এবং দুঃখ-প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রক্ষিগণকে বলিল,—"মহাশয়-গণ! কিয়ৎক্ষণ ইহাকে এইখানে রাখুন; এ আমাদের অলঙ্কারাদি যাহা অপহরণ করিয়াছে, তাহা অগ্রে বাহির করিয়া লই।"

রক্ষিগণ তাহার কথায় সম্মত হইলে শৃগালিকা আমার নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে আমাকে বলিল,—"ধনমিত্র তোমার প্রণয়-পাত্রী রাগমঞ্জরীকে অভিলাষ করিয়াছে বলিয়া তোমার শত্রু

হইতে পারে; কিন্তু আমার অপরাধ কি? তুমি আমার রাগ-মঞ্জরীর অলঙ্কার কোথায় রাখিলে, দাও” এই বলিয়া বৃদ্ধা আমার নিকট হইতে অলঙ্কার লইবার ভান করিয়া আমার পদতলে পতিত হইল। আমি তখন দয়া প্রকাশ করিয়া,—“আমি ত মরিতে বসিয়াছি, তবে আর ইহাদের সহিত শত্রুতা করিয়া ফল কি?” প্রকাশ্যে এই কথা বলিয়া অলঙ্কার দিবার ছলে তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিলাম,—“আজি মহাবিপদে পড়িয়াছি, মুক্তির কোন উপায় দেখি না,—আপাততঃ প্রাণবধ যাহাতে না হয়, তাহার উপায় করা দরকার। তুমি বন্ধু ধন-মিত্রকে গিয়া আমার এই কথাগুলি বল—যে “বন্ধু! আমি আজ পান-দোষে কারাবদ্ধ, সত্বরই মৃত্যুর সম্ভাবনা! আপাততঃ মৃত্যু হইতে রক্ষার নিমিত্ত এক উপায় করিয়াছি! তোমাকেই তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। তুমি রাজার নিকট গিয়া বলিবে—“মহারাজ! আমি অর্থপতিকর্তৃক অপহৃত চর্ম্মভস্ত্রিকা পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। এক্ষণে আবার তাহা অপহৃত হইয়াছে। রাগমঞ্জরীর উপপতি এক বিদেশীয় ধূর্ত্ত দ্যূতকর আমার সঙ্গে মিত্রতা করিয়া আমার আশ্রয়ে ছিল। আমিও তাহাকে যথার্থ অকৃত্রিম বন্ধু ভাবিয়া তাহার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস করিতাম। একদিন তাহারই সম্পর্কে রাগমঞ্জরীকে আমি অলঙ্কার বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলাম বলিয়া সে রাগমঞ্জরীর সহিত আমার প্রণয় ঘটিয়াছে মনে করে এবং তজ্জন্য ক্রোধে আমার চর্ম্মভস্ত্রিকা ও রাগমঞ্জরীর অলঙ্কারভাণ্ড অপহরণ করে। সম্প্রতি সে আপনার কারারুদ্ধ হইয়া রাগমঞ্জরীর অলঙ্কার কোথায় রাখিয়াছে,—তাহা তাহার দাসীর নিকটে বলিয়া দিয়াছে; কিন্তু আমার চর্ম্মভস্ত্রিকাটী আদায়

করিতে পারি নাই। এক্ষণে যাহাতে সে আমার চর্ম্মভস্ত্রিকা প্রত্যর্পণ করে, আপনাকে তাহার উপায় করিতে হইবে।' তুমি রাজাকে এই কথা বলিলে আপাততঃ আমার প্রাণদণ্ড হইবে না, কিছুদিন কারাগারে থাকিতে পারিব; তাহার পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিব, এই কথা ধনমিত্রকে গিয়া বল।" এই বলিয়া শৃগালিকাকে বিদায় দিলাম। শৃগালিকা চলিয়া গিয়া আমার আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিল। রক্ষিগণ আমাকে বন্ধন করিয়া কারাগারে আনিয়া রাখিল। যে কারাগারে আমি থাকিলাম, তথাকার অধ্যক্ষ একজন অল্পবয়স্ক যুবাপুরুষ; তাহার নাম কান্তক। সে তাদৃশ কার্য্যদক্ষ লোক নহে, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্বিত এবং যৌবনমদে আপনাকে সে অসামান্য সুন্দর সুপুরুষ বলিয়া অহঙ্কার করে। পরদিন প্রাতঃকালে সে আমার নিকটে আসিয়া তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল—"তুমি যদি ধনমিত্রের চর্ম্মভস্ত্রিকা না দাও ত তোমাকে যথেষ্ট পীড়ন সহ্য করিতে হইবে এবং অবশেষে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলাম,—মহাশয়! রাগমঞ্জরীর অর্থ যদিও প্রত্যর্পণ করি; কিন্তু ধনমিত্রের চর্ম্মভস্ত্রিকা কিছুতেই দিব না। কারণ সে বড় জঘন্য লোক; অর্থপতির অর্থক্রীত ভার্য্যা হরণ করিয়া লইয়াছে। তাহার সহিত আমার মৌখিক মিত্রতা থাকিলেও ভিতরে ভিতরে সে আমার পরম শত্রু; তাহার সামগ্রী আমার নিকট হইতে কোন মতেই লইতে পারিবেন না।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা সহকারে আমি কারাগারে বাস করিতে লাগিলাম। উপযুক্ত আহার লাভে অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হইলাম। প্রত্যহ দিনই ধনমিত্রের চর্ম্মভস্ত্রিকা আদায়ের জন্য আমার উপর কখন

তর্জ্জন কখন বা মিষ্টবাক্য প্রয়োগ হইতে লাগিল। আমি "কিছুই দিব না" এই নির্ব্বন্ধ সহকারে তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

অনন্তর একদিন সন্ধ্যাকালে, অনুচরগণ কোথায় গিয়াছে, কান্তকও তথায় উপস্থিত নাই। আমি একাকী সেই কারাগারে বসিয়া আছি, এমন সময়ে শৃগালিকা আসিয়া আমাকে গোপনে বলিল,—"মহাশয়! আপনার সুনীতি এতদিনে ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি আপনার কথিত বিষয় ধনমিত্রকে বলাতে তিনি সেই দিনেই আপনার আদেশমত কার্য্য করিয়াছেন। আমিও কৌশলে আর এক কাজ করিয়া রাখিয়াছি। আপনি এখানে কারারুদ্ধ হইলে আমি রাগমঞ্জরীর গৃহে গমন করিলাম। রাগমঞ্জরী আপনার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। আপনার কারারোধ সংবাদ দিয়া প্রথমে তাঁহাকে অত্যন্ত শোকাতুর করিলাম বটে, কিন্তু আপনার কারামুক্তির কৌশলজাল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলাম, এবং তাঁহার নিকটে পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত অলঙ্কারাদি দ্বারা অঙ্গরাজ সিংহবর্ম্মার কন্যা অম্বালিকার দাসী মাঙ্গলিকাকে আয়ত্ত করিলাম এবং তদ্দ্বারা রাগমঞ্জরীর সহিত রাজপুত্রী অম্বালিকার সৌহার্দ্দ বর্দ্ধন করিলাম। এবং রাগমঞ্জরীর প্রেরিত হইয়া রাজকন্যার নিকটে নানাবিধ গল্পে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমি রাজকন্যার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইলাম। এইরূপে সর্ব্বদাই প্রায় রাজকন্যার নিকটে গাতায়াত করিতে লাগিলাম।

একদিন রাজপুত্রী অট্টালিকার উপরে বসিয়া আছেন। আমিও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছি। এমন সময়ে কারাধ্যক্ষ কান্তক কোন কারণে তথায় গিয়া উপস্থিত হয়। আমি তখন

রাজকুমারীর কর্ণকুবলয় যথাস্থানে থাকিলেও যেন খসিয়া পড়িতেছে, এই ছল করিয়া পরাইয়া দিতে গিয়া অনবধানতার ভাণ করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম এবং ভূতল হইতে তুলিয়া লইয়া পারাবতকে ভয় দেখাইবার ছলে কান্তকের গাত্রে নিক্ষেপ করিলাম। কান্তক তাহাতে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করিল; আমিও সুযোগ বুঝিয়া এমনই ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিলাম যে,—কান্তক তাহাতে "রাজকুমারী আমার উপরে অনুরক্ত হইয়াছেন" বলিয়া মনে করিল। এবং তজ্জন্য রাজকুমারীর উপরে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে রাজকন্যা নিজ অঙ্গুলি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া অলঙ্কারাদি যাহা যাহা রাগমঞ্জরীকে দিবার জন্য আমার নিকটে দিয়াছিলেন, তাহা আমি রাগমঞ্জরীকে না দিয়া কান্তকের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম ও "রাজকন্যা তোমার উপরে অনুরক্ত হইয়া তোমাকে এই উপঢৌকন দিয়াছেন" এই বলিয়া তাহাকে প্রদান করিলাম। অনন্তর রাজকুমারীর অনুরাগ বর্ণন করিয়া তাহাকে একেবারে আয়ত্ত করিয়া তুলিলাম। পরদিন আমারই মুখোচ্ছিষ্ট তাম্বুল ও পরিধেয় বসন লইয়া কান্তকের নিকটে গিয়া 'রাজ-কন্যাদত্ত' বলিয়া তাহাকে প্রদান করিলাম। এবং সে রাজকুমারীকে দিবার জন্য যাহা দিল, তাহা বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া দিলাম। এইরূপে আমি কান্তকের কামানল বর্দ্ধিত করিলে সে আমার একান্ত বাধ্য হইল; একদিন তাহাকে নির্জ্জনে বলিলাম—"আমি মদীয় প্রতিবেশী এক গণকের মুখে শুনিয়াছি, আপনি রাজলক্ষণাক্রান্ত; এই রাজ্য আপনারই পাইবার সম্ভাবনা।" আমি ঠিক তাঁহার কথামতই দেখিতেছি, রাজপুত্রী আপনার উপরে অনুরাগিণী হইয়া-

ছেন। রাজারও সেই কন্যাই একমাত্র সন্তান। সুতরাং রাজকন্যা গোপনে একবার আপনার গলে বরমাল্য দিতে পারিলে, পরে রাজা জানিতে পারিয়া দুহিতৃস্নেহে আপনাকে কিছু বলিতে পারিবেন না। পরন্তু অগত্যা আপনাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব দেখিতেছি, আপনার মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত। এক্ষণে একটু চেষ্টা করিলেই আপনি সফলকাম হইবেন। যদি রাজকুমারীর গৃহে প্রবেশ করিবার অন্য উপায় না পান, তাহা হইলে এক কাজ করুন, কোন সুদক্ষ শিল্পীর দ্বারা কারাগারের ভিতর দিয়া রাজকুমারীর গৃহপর্য্যন্ত এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করুন। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়া রাজকন্যার গৃহে একবার প্রবেশ করিতে পারিলেই আপনার আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। তথায় আপনাকে গোপনে রাখিবার ভার আমাদের উপর থাকিবে। রাজপুত্রীর সখীরাও তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত; তাহারা কিছুতেই রহস্য প্রকাশ করিবে না।" মৎপ্রদর্শিত যুক্তি শ্রবণ করিয়া কান্তক সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া আমাকে কহিল,—"ভদ্রে! তুমি বেশ উপায় বলিয়াছ; সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিবার লোকও আমার সন্ধানে আছে। আমাদের কারাগারে এক তস্কর আছে, সম্ভবতঃ সে বেশ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে পারে। তাহাকে হাত করিতে পারিলে ক্ষণকাল-মধ্যেই এ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে।" আমি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সে? তাহাকে বশ করা যায় না কি?" তাহা শুনিয়া কান্তক উত্তর করিল, "যে ধনমিত্রের চর্ম্মভস্ত্রিকা অপহরণ করিয়াছে, সে-ই একজন সুদক্ষ শিল্পী," তখন আমি তাহাকে বলিলাম,—"তবে ত বেশ উপায়ই রহিয়াছে; তাহাকে কারামুক্ত করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তদ্দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন কর, তাহার পর কার্য্যসিদ্ধি

হইলে কৌশলে রাজাকে বলিয়া তাহার প্রাণবধের উপায় করিবে। এইরূপ করিলে তোমারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, রহস্যও প্রকাশ পাইবে না।” আমি এইরূপ বলিলে সে আমার দ্বারাই আপনাকে প্রলোভনে সম্মত করাইবার জন্য আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়া এবং কৌশলে অনুচরগণকে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং বাহিরে গিয়াছে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

শৃগালিকার কথা শুনিয়া আমি সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাহাকে বলিলাম,—“তুমি সেই কান্তককে আনয়ন কর।” অনন্তর শৃগালিকা কান্তককে আনয়ন করিলে কান্তক আমার নিকটে আসিয়া আমাকে কারা-মুক্ত করিবে বলিয়া শপথ করিল। আমিও রহস্য প্রকাশ করিব না বলিয়া শপথ করিলাম। তৎপরে সে আমার বন্ধন খুলিয়া দিলে আমি কারাগৃহের কোণ হইতে রাজকন্যার গৃহ পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিলাম। সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া ভাবিলাম,—“এ আমাকে বধ করিবার অভিপ্রায়েই ‘আমাকে ছাড়িয়া দিবে’ বলিয়া শপথ করিয়াছে। সুতরাং আমি যদি এই সূত্রে ইহাকে বধ করি, তাহা হইলে পাপী হইব না।” এই মনে করিয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলাম। সেই কারাগৃহে আমি একাকী থাকিতাম। আর সেই কান্তকই একমাত্র রক্ষক থাকিত; তাহার পরে কান্তক আসিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ হইয়াছে দেখিয়া আমাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে, আমি তদীয় খড়্গ কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলাম এবং শৃগালিকাকে ডাকিয়া বলি-লাম, “বল দেখি দাসি! রাজকন্যার গৃহ কি প্রকার? আমার এত আয়াস বৃথা করা উচিত নহে; এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়া গিয়া

তথা হইতে কিছু চুরি করিয়া লইয়া আসি। "তাহার পর শৃগালিকা পথ দেখাইয়া দিলে আমি সুড়ঙ্গ পথ দিয়া রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ করিলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, চারিদিকে মণিপ্রদীপ জ্বলিতেছে, চতুষ্পার্শ্বে পরিচারিকাগণ নিদ্রিত। রাজকন্যা মধ্যভাগে পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ানা। তাঁহার রূপে ঘর আলোকময় হইয়াছে! রাজপুত্রীর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে আমি একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। তথায় আমি চুরি করিব কি? রাজকন্যাই আমার হৃদয় চুরি করিয়া বসিলেন। আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিলাম, "যদি এই রমণীরত্ন লাভ করিতে না পারি তাহা হইলে কন্দর্প আমাকে জীবিত রাখিবে না। হঠাৎ ইহাকে স্পর্শও করিতে পারি না; কারণ তাহাতে এই বালিকা রাজপুত্রী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবে, তাহাতে আমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।" এই মনে করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম,— তথায় চিত্রফলক তুলিকা ও বর্ণপাত্র রহিয়াছে, তখন আমি সেই চিত্রফলক ও তুলিকা লইয়া প্রথমে সেই রমণীর আকৃতি এবং তাহার পাদতলে মদীয় আকৃতি অঙ্কন করিয়া তন্নিম্নে "তোমার এ বয়সে এরূপ একাকী শয়ন করা ভাল দেখায় না।" এই কয়েকটী কথা লিখিয়া রাখিলাম। এবং তাম্বূলপাত্র হইতে তাম্বূল কর্পূরাদি ভক্ষণ করিয়া তাম্বূল-রস-রঞ্জিত নিষ্ঠীবন দ্বারা সেই গৃহের ভিত্তিতে চক্রবাকমিথুন অঙ্কিত করিলাম এবং আমার অঙ্গুরীয়ক তাহার অঙ্গুলীতে পরাইয়া তদীয় অঙ্গুরীয়ক নিজে লইয়া তথা হইতে সুড়ঙ্গপথ দিয়া পুনরায় কারাগারে আসিলাম।

সেই সময়ে সিংহঘোষ নামে একজন নগরবাসী কোন কারণে

সেই কারাগারে বদ্ধ ছিল; কতিপয় দিবসের মধ্যে তাহার সহিত আমার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। কারাগারে আসি-য়াই তাহাকে শিখাইয়া বলিলাম, "কান্তক গুপ্তভাবে রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ করিতেছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি,', তুমি রাজাকে এই কথা বলিবে, তাহাতে তুমিও মুক্তিলাভ করিবে। এই বলিয়া আমি সেই রাত্রেই শৃগালিকা'র সহিত তথা হইতে পলায়ন করিলাম। পলায়ন করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলে কতিপয় রক্ষিপুরুষ আসিয়া আবার আমাকে ধরিল; তখন আমি বলপূর্ব্বক তাহাদিগের হাত ছিনাইয়া পলাইতে সক্ষম হইলেও বেচারী শৃগালিকা ধরা পড়ে ভাবিয়া পাগলামির ভান করিয়া পৃষ্ঠদিকে দুই হস্ত বাড়াইয়া দিয়া তাহা-দিগকে বলিলাম; "মহাশয়গণ! যদি আমি চোর হই ত' আমাকে আপনারা বন্ধন করুন, আপনাদের তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু এই বৃদ্ধাকে কিছু বলিবেন না।" তখন শৃগালিকা আমার উক্ত কথাতেই অমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাদিগের নিকটে গিয়া বিনীতভাবে কহিল, "মহাশয়গণ! আমার এই পুত্রটি বায়ুরোগ-গ্রস্ত, অনেক দিন হইতে চিকিৎসা করিয়াছি। কল্য একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল বলিয়া বন্ধন খুলিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য রাত্রিতে আবার পূর্ব্ববৎ উন্মত্ত হইয়া "কান্তককে বধ করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিব" এই বলিয়া দ্রুতবেগে রাজপথে ধাবিত হইয়াছে। আমিও ইহাকে ধরিবার জন্য বহির্গত হইয়াছি। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে বন্ধন করিয়া দিন। এই বলিয়া শৃগালিকা ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, আমি বলিলাম, "আরে বুড়ি! পবন দেবকে কে বাঁধিতে পারে? ইহারা ত আমার

কাছে শ্যেনপক্ষীর নিকটে কাকের ন্যায় নগণ্য," এই বলিয়া তাহাদের হাত ছিনাইয়া দৌড়িতে লাগিলাম। "তুমিই উন্মত্ত, যেহেতু উন্মত্তকে প্রকৃতিস্থ বলিয়া বন্ধনমুক্ত করিয়াছ, এখন উহাকে ধরে কে?" তাহারা এই বলিয়া শৃগালিকাকে তিরস্কার করিতে করিতে যথাস্থানে প্রস্থান করিল। তখন আমি রাগমঞ্জরীর ভবনে গমন করিয়া মদীয় বিচ্ছেদ-কাতরা রাগমঞ্জরীকে আশ্বস্ত করিয়া—অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলাম। প্রত্যূষে ধনমিত্রের নিকটে গিয়া মিলিত হইলাম।

অনন্তর জানিলাম, ভগবান মরীচি নিজ তপঃপ্রভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহার নিকটে গমন করিয়া এইখানেই আপনার দর্শন পাইব জানিতে পারিলাম। সিংহঘোষ এদিকে কান্তকের অত্যাচারকাহিনী প্রকাশ করিয়া দিল। রাজা তাহার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া—তাহাকেই কারাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। রাজপুত্রী নিদ্রাভঙ্গের পর মদীয় প্রতিকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, এবং শৃগালিকার মুখে আমার সমস্ত পরিচয় ও রূপ গুণাদির ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণ করিয়া আমার উপরে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর আমি সিংহঘোষের সাহায্যে সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়া রাজকন্যার গৃহে গমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ইতিমধ্যে চণ্ডবর্ম্মা অঙ্গরাজ সিংহবর্ম্মার নিকট সেই রাজকন্যা প্রার্থনা করে; কিন্তু অঙ্গরাজ চণ্ডবর্ম্মার স্বভাব চরিত্র ভাল নহে বলিয়া তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। সেই রাগে সে তাহার চম্পা নগরী অবরোধ করে। অঙ্গরাজ সিংহবর্ম্মাও সসৈন্যে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহার নিকট পরাজিত হন। সেই অবসরে চণ্ডবর্ম্মা অম্বালিকার পাণি গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

আমি তখন ধনমিত্রের ভবনে থাকিয়া সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া ধনমিত্রকে সিংহবর্ম্মার আত্মীয় অন্যান্য রাজবর্গকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিয়া উৎসব-সঙ্কুল চণ্ডবর্ম্মার ভবনে অলক্ষ্য-ভাবে প্রবেশ করি। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম,—বিবাহের উপ-করণ সমস্ত প্রস্তুত। অগ্নিসাক্ষী করিয়া চণ্ডবর্ম্মা অম্বালিকার পাণিপল্লব কেবল গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এমন সময়ে আমি বলপূর্ব্বক চণ্ডবর্ম্মার হস্তাকর্ষণ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বসাইয়া সেই পাপিষ্ঠের প্রাণবধ করিলাম এবং তৎপক্ষীয় যুদ্ধোদ্যত কতিপয় বীরকেও শমনভবনে প্রেরণ করিয়া—ভয়-চকিতা অম্বালিকাকে লইয়া গৃহান্তরে যেমন প্রবেশ করিব ; অমনি আপনার জলদগম্ভীর স্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

রাজবাহন অপহারবর্ম্মার মুখে তদীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং উপহার বর্ম্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে তদীয় বৃত্তান্ত বলিতে আদেশ করিলেন। উপহারবর্ম্মাও সস্মিত-বদনে রাজবাহনকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মধ্যখণ্ড দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

———

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

উপহারবর্ম্ম-চরিত।

(বক্তা উপহারবর্ম্মা।)

তখন উপহারবর্ম্মাও একটু হাসিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

বন্ধুবর। আমিও আপনাকে খুঁজিতে খুঁজিতে একসময় বিদেহ দেশে উপস্থিত হই। কিন্তু মিথিলানগরীতে না ঢুকিয়াই তাহার বাহিরে এক ধর্ম্মশালায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করিলাম, তাহার অধিকারিণী এক বৃদ্ধা তাপসী, আমার শ্রমাপনোদনের জন্য সলিলাদি দিলেন; কিন্তু আমাকে দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আমি "মা তুমি কাঁদিতেছ কেন" জিজ্ঞাসা করায় তিনি করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন।

বাছা! শুনিয়া থাকিবে, প্রহারবর্ম্মা এই মিথিলার রাজা ছিলেন, মগধরাজ রাজহংসের সহিত তাঁহার বিশেষ মিত্রতা ছিল, এই সূত্রে পরস্পরের মহিষীদেরও বিশেষ সখীত্ব হইয়াছিল। এক সময় প্রহারবর্ম্মার মহিষী প্রিয়ম্বদা প্রিয়সখী মগধরাজ-মহিষী বসুমতীর সীমন্তোৎসবে স্বামীর সহিত মগধরাজ্যে গমন করেন।

ঐ সময় তথায় মালব দেশের রাজার সহিত রাজহংসের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে রাজহংস যে কোথায় পালাইলেন, তাহা জানা যায় নাই। তখন প্রহারবর্ম্মাও কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিলেন বটে, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাহার রাজ্য অধিকার করিয়াছে জানিয়া তাহাদের শাসনের জন্য ভাগিনেয়

সুরেশ্বরের সাহায্য প্রত্যাশায় অরণ্যপথেই সুহ্মদেশে যাইতে লাগিলেন। তথায় কতকগুলি দস্যুতে তাঁহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লয়, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটী আমারই রক্ষাধীন ছিল, আমি সেই সময় তাহাকে মাত্র লইয়া প্রাণভয়ে পলাইলাম বটে; কিন্তু পথে এক ভীষণ ব্যাঘ্র আমার সম্মুখীন হইল, আমি ভয়ে পড়িয়া গেলাম, বালকটী আমার হস্তভ্রষ্ট হইয়া দৈবক্রমে এক মৃত গাভীর ক্রোড় মধ্যে আশ্রয় পাইল। দুঃখীর জীবন শীঘ্র শেষ হয় না, ব্যাঘ্র আমাকে আক্রমণ করিল না, সেই বালককে নিহত করিবার জন্যই মৃত গাভী আকর্ষণ করিল। মৃত গাভী ব্যাঘ্রবধযন্ত্রের অভ্যন্তরে নিবিষ্ট ছিল, সুতরাং গাভী আকর্ষণ করিবামাত্র যন্ত্রমুক্ত বাণের আঘাতে সেই ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। তখন শীকারী শবর দস্যুদল তথায় আসিয়া বালকটীকে হরণ করিয়া চলিয়া গেল। আমি এক কৃষকের কৃপায় প্রকৃতিস্থ হইলাম; বালকটী আমার হস্ত হইতে দস্যুহস্তে নিপতিত হইল।—এই সময় ব্যথিতহৃদয়ে একা আমি প্রভু-সন্নিধানেই যাত্রা করিলাম,—মহারাজের জ্যেষ্ঠ শিশু আমার কন্যার রক্ষাধীন ছিল, আমার সেই কন্যাকে পথে এক অপরিচিত পুরুষের সহিত একাকিনী যাইতে দেখিয়া অধিকতর দুঃখিত ও চমৎকৃত হইলাম,—সে আমাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বহস্তস্থিত রাজকুমারের কিরাত-হস্তগমন ও সহচর পুরুষের সহিত ঘটনাক্রমে বিবাহ বৃত্তান্ত বলিল। অনন্তর আমরা প্রভুসমীপে উপস্থিত হইয়া পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত জানাইয়া প্রভু ও প্রভুপত্নীর কর্ণকুহর দগ্ধ করিলাম।

আবার কিছুদিন মধ্যে আমাদের প্রভু, ভ্রাতুষ্পুত্র বিকটবর্ম্মা প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ সপত্নীক বদ্ধ হইয়া

থাকিলেন। হতভাগিনী আমি বৃদ্ধ বয়সেও প্রাণের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া এই প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছি। মেয়েটি আমার পোড়া জীবনের মমতায় পড়িয়া বর্ত্তমান রাজা মদীয় প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র বিকট-বর্ম্মার মহিষী কল্পসুন্দরীর দাসীপণা স্বীকার করিয়াছে; সেই রাজ-কুমারদ্বয় যদি নির্বিঘ্নে বাড়ীতে পাইত, তবে এতদিনে তোমারই সমান বয়সে দাঁড়াইত। আর তাহারা থাকিলে জ্ঞাতিরা কখনই মহারাজের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা করিতে পারিত না। এই বলিয়া বৃদ্ধা আরও কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধার কথাগুলি শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি গোপনে তাহাকে বলিলাম,—মা, তুমি চিন্তা করিও না, তোমার হস্তচ্যুত বালকের বৃত্তান্ত অতি বিস্তৃত, সমুদয় বলা নিষ্প্রয়োজন; তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, আমিই সেই বালক। আমি বিকটবর্ম্মাকে যে কোন উপায়ে মারিতে পারি, কিন্তু উহার অনেক গুলি ভাই আছে, যদি তাহাদের সহিত প্রজারা আবার যোগ দিয়া উঠে, তাহাই আশঙ্কা করি, আর এখানকার কেহই আমাকে এরূপে জানে না; অধিক কি, পিতা মাতা পর্য্যন্ত জানেন না, অতএব আমি এ কার্য্য কৌশলে সিদ্ধ করিব।

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধার আনন্দ উথলিয়া উঠিল। সে আমাকে বারংবার আলিঙ্গন এবং আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিল, বাপ! চিরজীবী হও, তোমার মঙ্গল হউক। আজি আমাদের প্রতি বিধি সুপ্রসন্ন।

আমি তাহার অনুরোধে তথায় স্নান ভোজনাদি করিয়া শয়ন করিলাম। শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিনাছলে এ কার্য্য দুঃসাধ্য; তবে স্ত্রীজনেরাই কপটতার উৎপত্তিস্থান, সুতরাং

অগ্রে উহার অন্তঃপুর-বৃত্তান্ত জানিয়া সেই দিক্ দিয়া কিছু কাপট্য করিতে হইবে। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় বৃদ্ধার সেই কন্যা আসিল ও জননীর মুখে আমার বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইল। তখন আমি তাহাকে রাজান্তঃপুরের গূঢ় বৃত্তান্ত বলিতে অনুরোধ করিলে, সে এইমাত্র বলিল যে, বিকটবর্ম্মার অনেক স্ত্রী থাকিলেও কল্পসুন্দরীতেই বিশেষ অনুরাগ আছে। আমি যোগ্য অবসর বুঝিয়া বৃদ্ধার দুহিতা পুষ্করিকাকে উপদেশ দিলাম যে, তুমি আমার প্রেরিত গন্ধমাল্য সমুদয় কল্পসুন্দরীকে উপঢৌকন দিবে ও যোগ্যপতি-সমাগমে সুখিনী বাসবদত্তাদির বর্ণন করিয়া অনুতাপ জন্মাইয়া পরে অন্য স্ত্রীজনের উপর বিকটবর্ম্মার গূঢ় প্রণয়-ব্যবহার সকল গোপনে দেখাইয়া মানিনী করিবে। আর সেই বৃদ্ধাকেও বলিলাম, মা! তুমিও অন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজ-মহিষীর নিকটে থাকিবে ও তথাকার প্রতিদিনের ঘটনা সকল আমাকে বলিবে। তদবধি তাহারা আমার উপদেশ মত চলিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন যাইলে আমাকে বৃদ্ধা বলিল,- বাবা! যেমন মাধবীলতা নিমগাছে জড়াইলে পরে আপনি অনুতাপ করে, কল্পসুন্দরীকে আমরা তদ্রূপ করিয়াছি, এক্ষণে কি করিতে হইবে।

তখন আমি একখানি নিজের চিত্রপট আঁকিয়া বলিলাম, এই পটখানি কল্পসুন্দরীকে দিবে। সে দেখিয়া নিশ্চয়ই বলিবে,—এরূপ আকারের পুরুষ আছে কি? তখন তুমি বলিবে, যদি থাকে, তা হলে কি হবে, সে এ কথায় যেরূপ উত্তর দেয়, তাহা আমাকে এসে বলিও।

আমার কথামত কার্য্য করিয়া এক সময় বৃদ্ধা আমাকে

বলিল,—বাবা! তোমার চিত্র দেখিয়া কল্পসুন্দরী নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াই বারংবার আমাকে বলিয়াছেন; যদি এরূপ সুন্দর সদ্বংশসম্ভূত পুরুষ আমার নিকট আসেন, তবে শরীর জীবন এমন কি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত আছি; আর যদি ইহা প্রতারণা না হয়, তবে আমাকে শীঘ্র দেখাও—আমার চক্ষু চরিতার্থ হউক। তখন আমি বলিয়াছি, এটী এক রাজপুত্রের মূর্ত্তি। তিনিও তোমায় বসন্তোৎসবে দেখিয়া কামী হইয়াছেন ও আমার অনুসরণ করিতেছেন। পূর্ব্বে যে গন্ধমাল্যাদি পাইয়াছ, সে তাঁহারই প্রেরিত। তিনি নিজমূর্ত্তি লিখিয়া দিয়াছেন। যদি তোমার সঙ্কল্প দৃঢ় হয়, তবে আজই দেখাইতে পারি; তুমি সময় ও স্থানাদির সঙ্কেত বলিয়া দাও। তদুত্তরে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমাকে পুনরায় বলিলেন,—দেখ মা! রাজা প্রহারবর্ম্মার সহিত আমার বাপের বড় প্রণয় ছিল। আর ঐ সূত্রে রাজমহিষী প্রিয়ম্বদার সহিতও আমার জননী মানবতীর বিশেষ সখীত্ব থাকায় উভয়ে এইরূপ পণ-বন্ধ করিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে পুত্রবতীর পুত্রকে কন্যাবতীর কন্যা অর্পণ করা যাইবে। কিন্তু আমি জন্মাইলে, পিতা আমায়, প্রিয়ম্বদার পুত্র নাই আর বিকটবর্ম্মা স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছে, দেখিয়া তাহার হস্তেই আমাকে অর্পণ করিলেন, কিন্তু এই স্বামী নিষ্ঠুর পিতৃদ্বেষী অতি কাপুরুষ, অশিক্ষিত, মিথ্যাবাদী এবং মদন-ব্যাপারে অনিপুণ; আমার প্রণয়াস্পদ নহে; বিশেষ আজ কাল ইহাকে অন্যনারী-সম্ভোগে লালায়িত দেখিতেছি ও আমাকেও পদে পদে অবজ্ঞা করিতেছে। মা! পরলোক-ভয় আমার ঐহিক দুঃখে বিদূরিত হইয়াছে। অতএব এই চিত্রিত পুরুষের সহিত আমাকে আজ—নিতান্ত না হয় ত কাল কিন্তু অধিক বিলম্ব যেন না হয়, উদ্যানে

হইয়া আমার নিকটে আসিয়া শাপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন,—প্রভো! আপনার চরণ-সেবিকা হইয়া কেমনে এইরূপ অযথা শাপ ভোগ করিব? আমি তাঁহাকে বলিলাম,—প্রিয়ে! গণেশের শাপ মিথ্যা হইবে না, তবে আমি তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া নিজাংশ দুই ভাগ করিয়া একভাগে বিকটবর্ম্মা ও অপর ভাগে প্রহারবর্ম্মার পুত্র উপহারবর্ম্মা হইয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইব। তুমি কামরূপেশ্বর কলিঙ্গবর্ম্ম-রাজার কল্পসুন্দরী নামে কন্যা হইয়া প্রথম মদংশ বিকটবর্ম্মার সহিত কিছু কাল সম্ভোগ করিয়া পরে ঐ অংশ দ্বিতীয় অংশে লীন হইলে, তুমি সেই উপহারবর্ম্মার সহিতই বিবিধ সুখোপভোগ করিবে। অতএব বৎস! এই অবশ্যম্ভাবী সত্য বিষয়ে শঙ্কা করিও না।

আমি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিতান্ত আনন্দিত-চিত্তে সেই দিনও কোনরূপে কাটাইলাম; পর দিন আমি নিতান্ত কামপীড়িত হইলাম, এ দিকে সূর্য্য অস্তগত ও যামিনী সমাগতা দেখিয়া সেই তাপসী মাতার কথিত চিহ্নসকল দেখিতে দেখিতে রাজভবনের পরিখাসমীপে যাইলাম,—যষ্টিসাহায্যে পরিখা পার হইয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলাম। তথা হইতে ভূমিতে নামিয়া ক্রমশঃ চম্পক-বনপথ অতিক্রম করিয়া ঈষৎ লক্ষ্যমাণ-দীপপ্রভায় প্রকাশিত সাঙ্কেতিক মাধবীলতা-গৃহে উপস্থিত হইলাম। তন্মধ্যে ঢুকিয়া যাহা কিছু দেখিলাম, সকলই সুরতসাধন ভোগ্য বস্তু; তথায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াই প্রথমে অতি সুগন্ধ আঘ্রাণ পাইলাম, পরে মৃদুমন্দ পাদ শব্দ শুনিলাম; ক্রমে সেই সুন্দরী সমীপে আসিলে আমাদের পরস্পর আনন্দের সীমা আর রহিল না। উভয়ে নানাবিধ প্রেমালাপ করিতে করিতে সুখে রাত্রি যাপন করিলাম।

রাত্রি শেষ হইতেছে,—তবে প্রিয়তমের সহিত এইবার বিরহ হইবে ভাবিয়া প্রিয়তমা আমায় গাঢ়ালিঙ্গন করত কহিলেন,—হে নাথ! যদি তুমি যাও, তবে জানিও আমার জীবনও চলিল; অতএব যেখানে যাবে আমাকে লইয়া চল; নচেৎ এ দাসীতে কি প্রয়োজন? তদুত্তরে আমি বলিলাম,—অয়ি প্রেয়সি! কোন ব্যক্তি কি প্রিয়তমাকে ছাড়িয়া যায়? তবে যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ স্থির থাকে, তবে যেরূপ করিতে বলি, তাহাই কর।

তুমি এই আমার চিত্রপটটী রাজাকে দেখাও, সে দেখিয়া নিশ্চয় বলিবে যে, এই আকৃতি পুরুষ-সৌন্দর্য্যের আদর্শ। তখন তুমি পুনরায় বলিবে, (যদি ইহাই ঠিক) আমার মাতৃ-স্থানীয়া এক তাপসী আছেন, তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বড়ই চতুরা হইয়াছেন। তিনি এই চিত্রপটটী আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিয়াছেন যে, একরূপ মন্ত্র আছে—তাহা পাঠ করিয়া তুমি পক্ষদিবসে উপবাসিনী থাকিয়া অন্ধকারে একাকিনী চন্দনসমিধাদি উপকরণে নির্জ্জন স্থানে যদি হোম কর, তবে এইরূপ আকৃতিই পাইবে। অনন্তর তুমি ঘণ্টা শব্দ করিলে তোমার ভর্ত্তা তথায় আসিয়া নিজের অতি গোপ্য বিষয়গুলি বর্ণন করত চক্ষু বুজিয়া যদি তোমাকে আলিঙ্গন করেন, তবে এই আকৃতি তাঁহাতেই সংক্রান্ত হইবে। আর তুমি তোমার এই স্ত্রী-মূর্ত্তিই প্রাপ্ত হইবে। যদি এ প্রস্তাব তোমার ও তোমার স্বামীর অভিপ্রেত হয়, তবে করিও, ইহাতে কোন বিপদ ত ভাবের আশঙ্কা নাই। মহারাজ! যদি আপনার এইরূপ আকৃতি পাওয়া অভিমত হয়, তবে প্রজাবর্গ ও মন্ত্রিপ্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায়ানুসারে

প্রস্তুত হউন। আপনি যে আমার নিকটে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিবেন, এই কথাটি কেবল কাহাকেও বলিবেন না; তাহা বলিলে, মন্ত্রশক্তি বিফল হইবে, তাপসীর এইরূপ আদেশ আছে।

হে প্রিয়ে! সে নিশ্চয় ইহাতে স্বীকৃত হইবে। পরে এই উদ্যানেই কপট হোম করিবে। আমি তদবকাশে আসিয়া মাধবী-লতামণ্ডপে লুকায়িত থাকিব, আর তোমার স্বামী আসিলে বলিও যে, তুমি ধূর্ত্ত অকৃতজ্ঞ, যদি আমার অনুগ্রহে তোমার অলৌকিক রূপ সম্পত্তি লাভ হয়, তখন তুমি আমার সপত্নীদের সহিত বিহার করিবে। অতএব আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি আত্ম-বিনাশের জন্যই তোমাকে ঈদৃশ রূপবান করি। এ কথার প্রত্যু-ত্তরে সে যাহা বলিবে, তোমার সঙ্কেত মত সে স্থানান্তরে যাইলে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া তাহা আমাকে বলিবে। তার পর যাহা কর্ত্তব্য আমি বুঝিব। আর অদ্যকার পদচিহ্ন সকল পুষ্করি-কাকে দিয়া মুছাইয়া ফেল! কল্পসুন্দরী আমার কথা শাস্ত্রোপ-দেশের মত সাদরে গ্রহণ করিয়া অতিকষ্টে আমাকে ছাড়িয়া অন্তঃ-পুরে যাইল। আমিও যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি পথে ও উপায়ে আশ্রমে গমন করিলাম।

অনন্তর প্রিয়তমা আমার উপদেশের অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দুর্ম্মতি বিকটবর্ম্মা তাঁহারই মতের অনুমোদন করিল। ক্রমে নগরে প্রজাবর্গের মধ্যে এইরূপ আশ্চর্য্য-বার্ত্তা প্রচার হইল যে, রাজা বিকটবর্ম্মা প্রধানা মহিষীর মন্ত্র-শক্তিতে দেবদুর্লভ আকার প্রাপ্ত হইবেন। এই কল্যাণকর ব্যাপারে কোনরূপ প্রতারণা নাই, আর ইহাতে অনবধানেরও সম্ভবই বা কি? যেহেতু নিজের অন্তঃপুরের উদ্যানে নিজের প্রধানা মহিষীই এ

কার্য্য সম্পাদন করিবেন। বিশেষ বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রীরাও ইহাতে সম্পূর্ণ মত দিয়াছেন। যদি এরূপ যথার্থ ঘটে, তবে এ অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। মণি-মন্ত্র ও ঔষধির ক্ষমতা অসীম।

চারিদিকে এই প্রকার জনরব প্রচারিত হইতে থাকিলে, পর্ব্ব-দিবসে মধ্য-রাত্রিতে রাজার অন্তঃপুরোদ্যান হইতে ধূমরাশি উঠিতে লাগিল ও তৎসঙ্গে নানাবিধ সুগন্ধ সামগ্র্যাদির পরিমল প্রবাহিত হইল। আমি ঐ সময়ে অলক্ষিতভাবে তথায় ঢুকিয়া মাধবীলতামণ্ডপে থাকিলাম,—এমন সময়ে কনকসুন্দরীও আমার নিকট আসিয়া বলিল,—ওহে ধূর্ত্ত! তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, পশু-বিকটবর্ম্মা ত গিয়াছেই ইহাকে আরও ঠকাইবার জন্য তোমার কথিত রীতিতে বলিয়াছি, ধূর্ত্ত! আমি তোমার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিব না, কারণ এরূপ সুন্দর হইলে তুমি অপ্সরাদেরও প্রণয়াস্পদ হইবে, সামান্য মহিষীর কথা কি বলিব, আর তোমার মত স্বভাব-চপল নিষ্ঠুরেরা ভ্রমরের ন্যায় যেখানে সেখানে অনুরাগী হইবে। আমার এই কথা শুনিয়া সে আমার পায়ে পড়িল ও বলিল, দেখ প্রিয়ে! আমার কৃত দুর্ব্ব্যবহার সমুদয় ক্ষমা কর, ইহার পর কখন অন্যনারীকে চিন্তা পর্য্যন্ত করিব না। এক্ষণে কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্বরাবতী হও। প্রিয়তম! আমি বিবাহের উপযুক্ত বেশে তোমার কাছে অভিসারে আসিয়াছি। পূর্ব্বে অনুরাগরূপ অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া অনঙ্গ মহাশয় গুরু হইয়া তোমার হাতে আমায় পত্নীরূপে সম্প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে আবার হৃদয়, এই যথার্থ অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া আমায় তোমার হস্তে অর্পণ করিতেছেন জানিবে। আমি তাহাকে বলিলাম,

হৃদয়দেব যেন সম্প্রদানের দক্ষিণা দিতে না ভুলেন; তাহার পর বলিলাম,—"তুমি এখানে থাক আমি কার্য্য সিদ্ধ করিয়া আসিতেছি" বলিয়া অগ্নিসমীপে যাইয়া হোম করিতে থাকিলাম ও ঘণ্টা বাজাইবামাত্র রাজা আসিল। রাজা আসিয়া আমাকে দেখিয়া বিস্মিত ও শঙ্কিত হইলে আমি বলিলাম, এখনও সত্য বল, অগ্নিদেবকে সাক্ষী করিয়া বল; এই প্রকার রূপ পাইলে তুমি আমার সপত্নীদের প্রতি অনুরাগী হইবে না, তবে আমি তোমাতে এই রূপ সংক্রামিত করিব। সে তখনই সত্য বলিয়া স্বীকার করত শপথ করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, আর দিব্য করিয়া কাজ নাই, মানবীর মধ্যে এমন কেহ নাই যে, আমাকে রূপে অতিক্রম করে; তবে যদি অপ্সরার সহিত সঙ্গম কর, তাহাতে আপত্তি নাই। আচ্ছা এক্ষণে বল, তোমার কি কি অতিগুপ্ত বিষয় আছে। তাহা বলা হইলেই তোমার স্বরূপ ধ্বংস হইবে।

তখন সে বলিতে লাগিল, প্রথম—আমার পিতৃব্য প্রহারবর্ম্মাকে বন্ধনে রাখিয়াছি; তাঁহাকে বিষান্ন ভক্ষণে মারিয়া অজীর্ণ রোগ ছিল বলিয়া প্রচার করিব। ইহাই মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। দ্বিতীয়—কনিষ্ঠ বিশালবর্ম্মাকে পুণ্ড্রদেশ আক্রমণের জন্য সৈন্য-সামন্ত দিবার বাসনা করিয়াছি। তৃতীয়—পাঞ্চালিক নামক পৌরবৃদ্ধ আমাকে বলিয়াছে যে, ধনমিত্র নামক বণিকের নিকট এক মহামূল্য রত্ন আছে, তাহা অল্পমূল্যে লইতে হইবে। চতুর্থ—গর্ব্বিত দুষ্ট শত্রুপক্ষীয় অনন্তসীরকে বিনাশ করিতে হইবে। ইহাই আমার বর্ত্তমান গুপ্ত বাসনা। বন্ধুবর! আমি ইহা শুনিয়াই তাহাকে "এই তোমার আয়ুর শেষ, এক্ষণে নিজকর্ম্মো-

পরিত্র গরিলাম কর," বলিয়া ছুরিকায় আমি বিখণ্ড করিয়াই সেই প্রজ্বলিত অনলে আহুতি দিলাম। ক্ষণ মাত্রে সেই দেহ ভস্মসাৎ হইল।

অনন্তর স্ত্রী-স্বভাব-নিবন্ধন-কিঞ্চিৎ ভয়াকুলা আমার সেই প্রাণ-প্রিয়া কল্পসুন্দরীকে আশ্বাস দিয়া হাত ধরিয়া তাহার শয়নগৃহে উপস্থিত হইলাম এবং তাহারই আদেশে তখনই সকল অন্তঃপুরিকারা আসিয়া আমার সেবায় প্রবৃত্ত হইল। আমি কিছুক্ষণ তথায় আমোদ করিয়া প্রাণেশ্বরীকে লইয়া সে রাত্রি কাটাইলাম ও তাহার মুখে তথায় রাজকুলের আচার ব্যবহারাদি জানিলাম। প্রভাতে স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া মন্ত্রীদের সহিত মিলিলাম ও তাঁহাদিগকে বলিলাম,—দেখুন মহাশয়গণ! আমার রূপের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবও ফিরিয়াছে। আমি যে পিতৃস্থানীয় প্রহারবর্ম্মাকে বিসম্প্রয়োগে মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে দিয়া পিতার মত সেবা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। কারণ পিতৃবধ অপেক্ষা পাপ আর নাই। এবং ভ্রাতা বিশালবর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলাম,—ভাই! এক্ষণে পুণ্ড্রদেশে বড়ই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; তাহারা হঠাৎ আক্রান্ত হইলে আমাদের সুভিক্ষ মিথিলাতেই আসিয়া পড়িবে, অতএব যখন বীজ নাশ বা শস্যনাশ ঘটিবে না, তখনই যাইবে; এক্ষণে যাইবার প্রয়োজন নাই। নাগরিক বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিলাম, দেখ সামান্য মূল্যে বহুমূল্য বস্তু আমাদের লওয়া অনুচিত; অতএব ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত তাহার অনুরূপ মূল্য দিয়াই সেই রত্ন খরিদ কর। আর প্রধান দণ্ডাধ্যক্ষকে বলিলাম, দেখ যে অনন্তসীরকে প্রহারবর্ম্মার পক্ষ বলিয়া মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, যদি আমার সেই পিতাই পূর্ব্বাবস্থা পাইলেন, তবে

আর তাঁহাকে বিনাশ করার প্রয়োজন নাই। [illegible] প্রভৃতি সকলেই আমার এই গোপনীয় লক্ষণ সকল জানিয়া আমাকে সেই বিকটবর্ম্মা বলিয়া বুঝিল ও নিতান্ত বিস্মিত হইয়া দেবী কল্প-সুন্দরীকে বারম্বার প্রশংসা ও মন্ত্রবলের উদ্‌ঘোষণ করিতে থাকিয়া আমার পিতা মাতাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিজরাজ্য প্রাপ্ত করাইল।

হে প্রিয় বন্ধো! অনন্তর আমি সেই বৃদ্ধা ধাত্রীর মুখে আমার পিতামাতাকে নিজ বৃত্তান্ত জানাইলে, তাঁহারা আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। আমি পুলকিতচিত্তে তাঁহাদের চরণ-কমলে উপস্থিত হইলাম। তাহার পরে তাঁহার অনুমতিতে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যথেষ্ট সুখসম্পদ্ ভোগ করিয়া পুনরায় এই পিতৃবন্ধু সিংহবর্ম্মার পক্ষে চণ্ডবর্ম্মাকৃত চম্পাক্রমণ জানিতে পারিয়া এক কার্য্যে শত্রুবধ ও মিত্ররক্ষা উভয় হইবে বুঝিয়া বহুল সৈন্য সমবেত হইয়া আসিয়াছি, এখানে আসিয়াই আপনার শ্রীচরণারবিন্দের সাক্ষাৎকার-সুখের ভাজন হইলাম।

রাজবাহন দেব এই উপহারবর্ম্ম-চরিত শ্রবণ করিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন,—দেখ দেখ পরস্ত্রী-গমন পাপজনক হইলেও গুরুজনের বন্ধন-মোচনের হেতুভূত হওয়ায়, দুষ্ট শত্রুর বধসাধক রাজ্য-লাভের উপায়ভূত হওয়ায়, প্রচুর অর্থ কামকে সাধন করিয়াছে। বুদ্ধিমান জনের অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যই বা শোভা না পায়। এই বলিয়া অর্থপালের মুখে সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি রাখিয়া "এক্ষণে তুমি আত্ম-বৃত্তান্ত বল" এই আদেশ করিলেন।

মধ্যখণ্ড তৃতীয় উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

অর্থপাল-চরিত।

(বক্তা অর্থপাল)

অর্থপাল কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন। প্রভো! আমিও এই বন্ধুদিগের ন্যায় আপনার অন্বেষণেই ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতে করিতে এক সময় কাশীধামে উপস্থিত হই। তথায় মণিকর্ণিকার পবিত্র গঙ্গাসলিল স্পর্শ ও দেবাদিদেব বিশ্বনাথকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় দেখি এক ভয়ানক দীর্ঘাকৃতি কঠোর পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আকার ও অভিপ্রায়ে বুঝিলাম যে, 'সে হত্যাকারী নহে' কোনরূপ প্রিয়-জনের বিরহে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আমা দ্বারা যদি ইহার কোনরূপ উপকার হয় ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—ওহে, তোমার বাহ্য চেষ্টায় সাহসেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তা যদি গোপনীয় না হয়, তবে তোমার শোকের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন সে আমাকে সাদরে অতি নিপুণভাবে দেখিয়া "আচ্ছা দোষ কি? তবে শুন" বলিয়া আমার সহিত এক করবীর গাছের তলায় বসিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিল।

মহাশয়! আমি গৃহস্থের ছেলে, নাম আমার পূর্ণভদ্র। গোড়ায় আমি যথেচ্ছাচারী ছিলাম—বাবার যত্নের ত্রুটি না থাকিলেও দুর্ভাগ্য বশতঃ চুরি করিতে শিখিলাম। তাহার পরিণাম—একদিন এই কাশীতেই এক বাড়ীতে চুরি করিয়া

বমালশুদ্ধ ধরা পড়িয়া রাজদণ্ডের যোগ্য হইলাম। তখন রাজার প্রধান মন্ত্রী কামপাল। তাঁহারই আদেশে ঘাতকেরা আমাকে হস্তী দিয়া মারিতে আসিল, পর পর দুই তিনটী হাতী আনিল; কিন্তু দৈবানুগ্রহে সকল হস্তীই আমার বাহ্বাস্ফোটনে ভীত হইয়া পলাইল। তখন মন্ত্রী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখ, ঐ যে দ্বিতীয় যমের মত মৃত্যুবিজয় নামক হস্তী, তাহাকেও তুমি যখন ভীত করিয়াছ; তখন তোমাকে আর মারিব না; কিন্তু তুমি আর এমন নিকৃষ্ট কার্য্য করিও না। বলি, তুমি আমাদের নিকট সুজন হইয়া থাকিতে পার না কি? আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথায় স্বীকার করিলাম। তিনিও তদবধি আমার প্রতি বন্ধুর মত ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র হইলে একদিন নির্জ্জনে তাঁহাকে তাঁহার আত্মবৃত্তান্ত বলিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিতে লাগিলেন।

পুষ্পপুর নগরে রিপুঞ্জয় রাজার পরমজ্ঞানী বুদ্ধিমান ধর্ম্মপাল নামে মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুমিত্র; ইনিও সর্ব্বাংশে পিতারই অনুরূপ। আমি ঐ সুমিত্রেরই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আমি তাঁহার অবাধ্য হইয়াই বেশ্যাসক্ত ছিলাম। ক্রমশঃ অবিনীত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এই কাশীতেই একদিন ঘটনাক্রমে মহারাজ চণ্ডসিংহের ক্রীড়াকাননে তদীয় কন্যা কান্তিমতীকে সখীদের সঙ্গে খেলা করিতে দেখিয়া উন্মত্ত হইলাম ও কৌশলে তাহার সহিত মিশিলাম। কিছুদিন কন্যান্তঃপুরে গোপনে বিহার করিলে রাজকন্যা গর্ভবতী হইল ও একটী পুত্রও প্রসব করিল। তখন প্রকাশভয়ে শিশুটীকে পরিজনের হাত দিয়া ক্রীড়াপর্ব্বতে ফেলিয়া দিলাম। তথা হইতে

এক শবরী তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিল। ফিরিয়া আসিবার সময় অধিক রাত্রিতে প্রহরীরা রাস্তায় তাহাকে আটকাইল ও ভয় দেখাইয়া সব কথা জানিল।

তখন আমি পরমানন্দে ঘুমাইতেছি। এদিকে রাজার আদেশে আমাকে ধরিয়া বধ্য স্থানে আনিল, কিন্তু দৈববলে তখন তথা হইতে পলাইয়া বাঁচিলাম। আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঘুরিতে লাগিলাম। একদিন এক বনে পরম সুন্দরী এক কন্যার সহিত দেখা হইল। সে আমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—বালিকে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, আর কেনই বা আমার প্রতি এত প্রসন্না হইতেছ? তখন সেই কন্যা মধুরবচনে বলিল, মহাশয়! আমি যক্ষেশ্বর মণিভদ্রের কন্যা, আমার নাম তারাবলী। একদিন অগস্ত্যমুনির পত্নী লোপামুদ্রাকে প্রণাম করিয়া মলয়াচল হইতে ফিরিতেছি, এমন সময় কাশীধামের শ্মশানে একটী সদ্যোজাত শিশু কাঁদিতেছে দেখিলাম। আমি স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া শিশুটীকে আমার পিতা মাতার কাছে আনিলাম। পিতা আমার শিশুটীকে পাইয়াই অলকাপতির নিকট যাইলেন। তখন কুবের আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, বাছা! এই শিশুতে তোমার কিরূপ ভাব? আমি উত্তরে আমার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় ইহার প্রতি স্নেহ হইতেছে, ইহা জানাইলে 'বেটী ঠিক বলিয়াছে," বলিয়া তন্মূলক যে বৃহৎ কথা তিনি শুনাইলেন, তাহাতে আমি এই মাত্র জানিয়াছি যে, তুমিই এক জন্মে শৌনক ও অপর জন্মে শূদ্রক ছিলে, কাশীরাজনন্দিনী কান্তিমতী এক জন্মে বন্ধুমতী ও অন্য জন্মে বিনয়বতী নাম্নী রমণী, আর আমিই পূর্ব্ব দুই জন্মে বেদীমতী ও আর্য্যদাসী ছিলাম। তুমি

যখন শৌনক, বেদিমতী এবং বসুমতী তখন তোমার পত্নী। তুমি যখন শূদ্রক আর্য্যদাসী ও বিনয়বতী তখন তোমার পত্নী, সেই শিশু সন্তান—পূর্ব্বে শূদ্রকের ঔরসে আর্য্যদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন বিনয়াবতী তাহাকে বড় যত্ন করিত। তাই সেই বালক বিনয়বতীর বর্ত্তমান কান্তিমতী অবস্থায় আর শূদ্রকের কামপাল-অবস্থায় জন্মিয়াছে।" সুতরাং মৃত্যুমুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত এই বালককে আমি দৈবাৎ পাইয়া তাহার প্রতি বড়ই স্নেহসম্পন্ন হইয়াছিলাম। আমি তখন কুবেরের আদেশে রাজহংস ও বসুমতীর হাতে তাঁহাদের পুত্র ভাবিসম্রাট্ রাজবাহনদেবের সেবার জন্য অর্পণ করিয়া পিতা মাতার সম্মতি অনুসারে তোমার চরণ সেবার জন্য আসিয়াছি। তখন তাহাকে জন্মান্তরের সহচরী জানিয়া তাহারই সম্মতিতে উভয়ে এক গৃহে থাকিয়া অনুক্ষণ পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকিলাম।

প্রেয়সী আমার যক্ষকন্যা বলিয়া অমানুষশক্তিসম্পন্না ছিল; তাহা জানিয়াই এক দিন তাহাকে অপকারী চণ্ডসিংহের প্রত্যপকার-বাসনার কথা জানাইলে সে আমাকে অর্দ্ধরাত্রে রাজান্তঃপুরে নিদ্রিত রাজার শিরোদেশে রাখিয়া আসিল। আমি তখন অসিহস্তে রাজাকে জাগাইয়া বলিলাম,— মহারাজ! আমি আপনার জামাতা। আপনার বিনানুমতিতে কন্যা-দূষণ-দোষে দোষী থাকায় সেই দোষ মার্জ্জনার জন্য আসিয়াছি। তিনি তখন ভীত হইয়া আমাকে বলিলেন,— আমিই বাপ্ তোমার কাছে অপরাধী। যেহেতু আমার কন্যার সংসর্গ করিয়া অনুগ্রহ করিলেও আমি সদাচার ত্যাজিয়া তোমারই বধাজ্ঞা দিয়াছিলাম; তা কান্তিমতী ত সামান্য কথা, এই রাজ্য অধিক কি, আমার

জীবনও আজি হইতে তোমারই আয়ত্ত। পর দিন রাজসভায় প্রজাবর্গকে ডাকাইয়া কান্তিমতীর সহিত আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ দিলেন। তারাবলীর মুখে কান্তিমতী পুত্রবৃত্তান্ত শুনিল। তখন আমি রাজার মন্ত্রিপদ ব্যপদেশে যুবরাজ-পদে থাকিয়া অনন্ত সুখ ভোগ করিতে থাকিলাম।

কিছুকাল পরে সর্ব্বভূতের পরম বন্ধু আমার সেই শ্বশুর স্বর্গত হইলে আর পিতৃমরণের পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠ শ্যালক চণ্ডঘোষ নিজ দৌরাত্ম্যে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইলে, পঞ্চম বর্ষীয় কনিষ্ঠ শ্যালককে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। ক্রমে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, কতকগুলি দুর্ম্মতী জুটিয়া তাহাকে পরামর্শ দিল যে, এই লম্পট কামপাল বলপূর্ব্বক তোমার ভগিনীকে নষ্ট করিয়াছিল। অনন্তর নিদ্রিত রাজাকে মারিতে উদ্যত হইলে তিনি জাগিয়া ভয়ে কন্যাদান করিয়াছিলেন এবং তোমার জ্যেষ্ঠকে বিষান্ন খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। তুমি বালক, কিছু করিতে পারিবে না বলিয়াই আজিও রাখিয়াছে; পরে তোমাকেও মারিবে। অতএব ইহাকে যমালয় পাঠাইবার চেষ্টা কর। কিন্তু তখন সে অজ্ঞতাবশতঃ তাহাদের কথা ঠিক বলিয়া বুঝিলেও যক্ষকন্যার ভয়ে কিছু করিতে পারিল না। এক দিন রাজমহিষী কান্তিমতীর বিরসবদন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিল যে, স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া যক্ষকন্যা পলাইয়াছে, সে জন্য উহারা দুঃখিত আছে। রাজমহিষী ইহা জানিয়াই স্বামীকে বলিল যে, যক্ষকন্যা নাই। তখন সেই পাপী নির্ভয় হইয়া একদিন হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে নির্জ্জনে উপবিষ্ট দুঃখিত কামপালকে পূর্ব্বসংগৃহীত লোক দিয়া বাঁধিয়া

ফেলিল এবং স্থানে স্থানে তাঁহার দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছে যে, এই অকৃতজ্ঞ কামপালের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া বিচিত্র বধ করা হইবে। সুতরাং আমি সেই আমার অকারণ-বন্ধুবর কামপালের উদ্দেশে নির্জ্জনে অশ্রুমোচন করিতেছি ও প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি।

দেব! আমিও পিতার সেই বিপদ শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, ওহে তোমাকে আর গোপন করিয়া কি ফল; কামপালের যে শিশুটীকে যক্ষকন্যা, বসুমতী দেবীর হস্তে দিয়াছিলেন, আমিই সেই। আমি সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে পরাভব করিয়া পিতাকে মোচন করিতে পারি, কিন্তু এই ভয়, পাছে সেই তুমুল সমরে রাজাজ্ঞায় যদি কেহ পিতার অঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগ করে, তবেই ত আমার সকল যত্ন বিফল হইবে। এই আমি কথা বলিতেছি, এমন সময় প্রাচীরের ছিদ্র হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প নির্গত হইল। আমি মন্ত্র ও ঔষধির শক্তিতে তাহাকে লইয়া পূর্ণভদ্রকে বলিলাম,—ভাই! আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, আমি অন্যের অলক্ষ্যে এই সাপটী ফেলিয়া পিতাকে দংশন করাইব ও মন্ত্রবলে তাঁহার দেহে বিষ স্তম্ভন করিয়া মৃতবৎ করিব; তুমি এদিকে গোপনে আমার জননীর নিকট আমার পরিচয় দিয়া বলিবে যে, আপনি স্বামীর সর্পদংশনে মৃত্যু শুনিয়া রাজাকে বলুন যে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে আমি সহমরণে যাইব। আপনি অনুমতি দিন। অনন্তর রাজাজ্ঞা পাইয়া, স্বামীর মৃতবৎ দেহ লইয়া নির্জ্জনে নিজ ভবনেই থাকিবেন, পরে আপনার পুত্র পরকর্ত্তব্য করিবেন। পূর্ণভদ্র আমার কথামত কার্য্য করিলে, আমিও ঘোষণা-স্থানে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত সর্প নিক্ষেপ করিলাম। সর্প প্রথমে পিতাকে, পরে ঘাতককেও দংশিয়া পলাইল

এদিকে আমার জননী রাজার অনুমতি লইয়া সহমরণের নিমিত্ত নির্জ্জনে আনীত পিতৃদেহের নিকটে আসিলেন। আমি তাহার পূর্ব্বেই মন্ত্রবলে পিতার শরীর নির্ব্বিষ করিয়াছি। মাতা আসিয়া স্বামীকে জীবিত দেখিয়া, প্রথমে আমাকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বাপ! এই পাপীয়সী তোমাকে জন্মিবামাত্র ফেলিয়া দিয়াছিল, তবে কেন এই নির্দ্দয়াকে দয়া করিলে? তবে তোমার পিতা নির্দ্দোষী, ইঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে আনয়ন করা উচিত হইয়াছে; আর সেই তারাবলী বড় নির্দ্দয়া, কারণ সে কুবেরের নিকট হইতে তোমাকে লইয়া আমার হাতে না দিয়া বসুমতীর হাতে কেন দিয়াছিল? অথবা বসুমতীর ন্যায় সৌভাগ্যবতী নারী ভিন্ন আমার ন্যায় হতভাগিনী পাপিনী রমণী কখনই তোমার মধুর কথামৃত পান করিবার পাত্র নহে বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছিল। এই বলিয়া মা আমাকে বারংবার চুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ ও ক্রোড়ে বসাইতে লাগিলেন এবং পিতা আমার নরক হইতে স্বর্গগমনের ন্যায় তাদৃশ মৃত্যুমুখ হইতে জীবনলাভ করিয়া ও পূর্ণভদ্রের মুখে আমার তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, (আপনাকে ইন্দ্রাপেক্ষা ভাগ্যবান্ বুঝিয়া) অপার আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। আমি তখন তাঁহাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে আপনারা অতঃপর কর্ত্তব্য কি ভাবিয়াছেন?

পিতা আমায় বলিলেন,—বৎস! আমাদের এই বাড়ীটীও চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চপ্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার অস্ত্রাগার অক্ষয় ও ইহাতে গুপ্তগৃহ আছে, আর অনেক সামন্ত রাজা আমার নিকট উপকৃত আছে, অনেক প্রজারাও আমার বিপদে সুখী নহে। অতএব কিছুদিন এই স্থানে থাকিয়াই রাজার বহিরঙ্গ

ও অন্তরঙ্গ কোপ জন্মাইয়া দিই এবং কুপিতদিগকে ও রাজার সহজ শত্রুদিগকে সংগ্রহ করিয়া, এই দুর্দ্দান্ত রাজাকে উচ্ছেদ করিব। আমি তাহাতেই সম্মতি দিলাম ও তদবধি আমরা তাহাই করিতে থাকিলাম। এই সময়ে আমি পূর্ণভদ্রের মুখে রাজার শয়নগৃহের অবস্থান জানিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া নিজ গৃহ হইতে সুড়ঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলাম, সুড়ঙ্গ এমন এক স্থানে পৌঁছিল যে, তাহা ভূমণ্ডলে স্বর্গতুল্য। তথায় কেবল কতকগুলি রমণী রহিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একটী পরমাসুন্দরী রমণী; বিবেচনা হয়, কামের পত্নী রতিই বুঝি পাতালে আসিয়াছেন, কিংবা রাজলক্ষ্মী দুষ্ট রাজার সংসর্গভয়ে ভূগর্ভে ঢুকিয়াছেন। কিন্তু সে আমাকে দেখিয়া মলয়ানিল স্পর্শে চন্দনলতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। তখন তাঁহাদের মধ্যে এক প্রাচীনা রমণী আমার নিকট আসিয়া প্রণাম করত বলিল, প্রভো! এই অবলাদিগকে অভয় দান করুন। আপনি কি কোন দেবতা, অসুরনাশের জন্য রসাতলে আসিয়াছেন, কিম্বা অন্য কেহ? আপনি কি জন্য আসিয়াছেন? তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমাদের ভয় নাই। আমি ব্রাহ্মণ কামপালের ঔরসে কান্তিমতীর গর্ভে জন্মিয়াছি। কোন প্রয়োজন বশতঃ সুড়ঙ্গ করিতে করিতে দৈবযোগে এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে বল, তোমরা কে কি জন্যই বা এখানে রহিয়াছ।

তখন সে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, হে মহাভাগ! আমরা মহাভাগ্যবতী; যেহেতু এই চক্ষুতে আজি তোমাকে দেখিলাম। তবে শুন, তোমার মাতামহ চণ্ডসিংহের ঔরসে লীলাবতী দেবীর গর্ভে চণ্ডঘোষ ও কান্তিমতী দুই সন্তান হয়। চণ্ডঘোষ যখন

মরেন, তখন তাঁহার পত্নী আচারবতী গর্ভবতী ছিলেন। তিনিও পরে এই কন্যা মনিকর্নিকাকে প্রসব করিয়াই প্রসববেদনায় কাল-মুখে পতিত হন। অনন্তর মহারাজ চণ্ডসিংহ গোপনে আমায় ডাকিয়া বলিলেন,—বুদ্ধিমতি! এই কন্যাটী বড়ই সুলক্ষণাক্রান্ত; তা ইহাকে বাড়াইয়া মানসার-তনয় দর্পসারকে সম্প্রদান করিব; আর কান্তিমতীর বৃত্তান্ত অবধি কন্যাদিগের প্রকাশ্যভাবে অবস্থানে ভয় পাই, কি জানি যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে। অতএব আমাদের ভূগর্ভ মধ্যে যে বাড়ী আছে, সেইখানে তুমি ইহাকে লইয়া গিয়া প্রতিপালন করিতে থাক। সেখানে শতবর্ষ জীবনধারণোপযোগী খাদ্য দ্রব্যাদি আছে। এই বলিয়া তিনি নিজের শয়নগৃহের ভিত্তি-কোণে অঙ্গুলিদ্বয়-পরিমিত একটী খিল খুলিয়া দ্বার বাহির করি-লেন। ঐ দ্বার দিয়া আমাদিগকে এখানে প্রবেশ করাইয়াছেন। সেই অবধি আমরা এখানে আছি। সে আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। এই মণিকর্ণিকাও যুবতী হইয়াছে; আজিও রাজা আমাদিগকে স্মরণ করিতেছেন না। আর ইহার পিতামহ দর্প-সারকে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু এ যখন গর্ভস্থ, তখন তোমার মাতা দ্যূতক্রীড়ার পণে ইহাকে জিতিয়া তোমারই পত্নীত্বে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন; এ বিষয়ে যা কিছু কর্ত্তব্য, তা তুমিই বিবেচনা কর।

আমি তাহাকে বলিলাম, আজই আমি রাজভবনে কোন কার্য্যসাধন করিয়া আবার আসিতেছি, পরে যাহা হয় বিবেচনা করিব। এই বলিয়া আমি বৃদ্ধার কথিত পথে দ্বার-সন্নিধানে যাই-লাম, ও বলে কৌশলে দ্বার খুলিয়া রাজার শয়ন গৃহে ঢুকিলাম, ঢুকিয়াই নিদ্রিত সিংহঘোষকে বাঁধিয়া সুড়ঙ্গপথে নিজভবনে

আনিয়া পিতা মাতাকে দেখাইলাম ও পাতাল-গৃহের বৃত্তান্ত তাবৎ জানাইলাম। তখন তাঁহাদের পরামর্শে পাপিষ্ঠকে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিলাম। অনন্তর পিতামাতা পরমানন্দিত-চিত্তে মণি-কর্ণিকার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। তখন ঐ অরাজক রাজ্য আমার করগত হইল।

দেব! আমরা এই অবস্থায় সুখোপভোগ করিতেছি। এই অঙ্গরাজ সিংহবর্ম্মা শত্রুপীড়িত জানিয়া ইঁহার উপকারার্থ এখানে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া আপনার সাক্ষাৎকার লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে পাপাত্মা সিংহঘোষ আপনার চরণে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক।

রাজবাহন অর্থপাল-বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, 'সখে! বড়ই বিক্রম দেখাইয়াছ, বুদ্ধিও তোমার স্থানে স্থানে বিশেষ বিকাশ পাইয়াছে; এক্ষণে তোমার শ্বশুরকে বন্ধন-মুক্ত কর, তিনি হৃষ্ট-চিত্তে আমাকে দর্শন করুন।" এই বলিয়া সহাস্যমুখে প্রমতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আদেশ করিলেন, এক্ষণে তুমি নিজ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ কর।

মধ্যখণ্ডে চতুর্থ উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

প্রমতিচরিত।

(বক্তা প্রমতি।)

অনন্তর রাজনন্দন সহাস্য-বদনে প্রমতিকে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে বলিলে, প্রমতি সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন :—"দেব শ্রবণ করুন ;—আপনার অন্বেষণে কোন দিকে যাইব স্থির করিতে না পারিয়া চারিদিগে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন বিন্ধ্যাচলের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের দৃশ্য,—ভয়ঙ্কর অথচ রমণীয়। পর্ব্বতের পাদদেশে বনস্পতিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উন্নত কিসলয়-শোভিত শাখাদ্বারা যেন গগন স্পর্শ করিতে যাইতেছে,—কিন্তু পারিতেছে না ; মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতগুহায় বন্য জন্তুগণ স্ব স্ব শব্দের প্রতিধ্বনিতে কুপিত হইয়া পুনরায় ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। অবিরাম হিংস্র জন্তুগণের বিকট রব গভীর আকাশে মিশাইয়া যাইতেছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা। অস্তগমনোন্মুখ দিনকর পশ্চিম দিগ্‌বধূর কমনীয় কপোলদেশে নবকিসলয়ের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন। আমি তখন একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ে আচমনাদি করিয়া সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিলাম। ক্রমে চারিদিক্ তিমিরাচ্ছন্ন হইল। নিম্নোন্নত ভূমিবিভাগ সমতল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। শরীরও অবসন্ন হইয়া আসিল। তখন একটী বনস্পতির তলদেশে কিসলয় দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম,—"এই ত হিংস্রজন্তু-সমাকুল ভীষণ কান্তার, গাঢ় অন্ধকারে গিরিগহ্বর আবদ্ধ

ভীষণ হইয়াছে, নিদ্রাও আমাকে অভিভূত করিতেছে। হায়! আমি একাকী। বনদেবতে! আমি আপনার শরণাগত হইলাম।" এই বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে বামহস্তে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। বামহস্তই তখন উপাধানের কার্য্য সম্পাদন করিল। অকস্মাৎ কি যেন অপার্থিব স্পর্শে আমার শরীর কণ্টকিত হইল—দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল,—সে স্পর্শ সুখ অনির্ব্বচনীয়—ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত—অন্তঃকরণ মুগ্ধ হইল।

বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম—উপরিদেশে শুভ্রবস্ত্রের চন্দ্রাতপ,—বোধ হইল যেন নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ একত্রিত হইয়া ঝুলিতেছে। বামভাগে সৌধভিত্তির নিকটে বিচিত্র শয্যায় কতকগুলি সুন্দরী নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতেছে। দক্ষিণপার্শ্বে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় একটি লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি অন্তঃসুপ্ত ভ্রমরা নলিনীর ন্যায় নিদ্রিতা। নিদ্রাবেশে এই ললনার লাবণ্য আরও মনোহর হইয়াছে। সুন্দরীর স্কন্ধ হইতে শুভ্র উত্তরীয় বিগলিত—বক্ষঃস্থলের আবরণ ঈষৎ স্রস্ত হওয়াতে কুচযুগ্মপঙ্কজ-কোরক অর্দ্ধ প্রকাশিত। লাবণ্যময়ীর অধরকিসলয় সুরভি নিশ্বাসবায়ুতে ঈষৎ বিকম্পিত বোধ হইল,—যেন কামিনী হরকোপানলে স্ফুলিঙ্গাবশিষ্ট মদনকে ফুৎকার দ্বারা পুনর্ব্বর্দ্ধিত করিতেছেন। আহা, যেন কল্পবৃক্ষের কাঞ্চনময়ী মঞ্জরী স্বর্গচ্যুত হইয়া আজ এরূপ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম,—সেই ভীষণ মহারণ্য কোথায় মিশিয়া গেল, আর এই গগনচুম্বী অত্যুন্নত সৌধেই বা কিরূপে আসিলাম। আমার সেই বল্কপত্রনির্ম্মিত শয্যাই বা কোথায়?

এই হংসপক্ষের ন্যায় শুভ্র,—কোমল চন্দ্রকিরণ-বিনিন্দিত

শয্যাই বা কিরূপে আসিল? এই সুখসুপ্ত সুন্দরীগণই বা কে? আহা! ইহাদের দেখিলে বোধ হয়,—যেন অপ্সরোগণ চন্দ্রমণ্ডলে ক্রীড়া করিতে করিতে সহসা সম্মিলিত হইয়া এইস্থানে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আর শারদীয় চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রশয্যায় শায়িতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী এই ললনাই বা কে? যখন এই তরুণী চন্দ্রকিরণ-সেবিতা কমলিনীর ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, তখন কখনই সুরসুন্দরী নহে। নিশ্চয়ই মানবী। রমণীর গণ্ডস্থলে স্বেদবিন্দুর বিকাশ, কুচতটে অঙ্গরাগ যেন যৌবন-বহ্নির উত্তাপেই মলিন। তরুণী নিশ্চয়ই চরিত্রবতী কুমারী। কারণ,—ইহার অবয়ব কোমল, কিন্তু সুসংশ্লিষ্ট,—দেহকান্তি কমনীয়, কিন্তু চল চল,—মুখমণ্ডল সুন্দর, কিন্তু কৃত্রিম রাগশূন্য,—অধর প্রবালের ন্যায় আরক্ত, কিন্তু নৈসর্গিক,—গণ্ডস্থল চম্পক-কলিকার ন্যায় রক্তবর্ণ; কিন্তু পূর্ণ ও নিষ্কলঙ্ক,—কুচযুগ্ম পীন, কিন্তু পদ্মকোরকের ন্যায় উন্নত ও সূক্ষ্মাগ্র। আর অনঙ্গ যে সুন্দরীর হৃদয় এখন পর্য্যন্ত বাণবিদ্ধ করিতে পারেন নাই, তাহা সরল সুখনিদ্রাতেই স্পষ্ট সূচিত হইতেছে। প্রথম দর্শনেই এই তরুণীর প্রতি আমি আসক্ত হইলাম। এরূপ আমার আসক্তি কিন্তু শিষ্টাচার-বিগর্হিত হয় নাই। আমার মনোবেগ রোধ করা তখন দুঃসাধ্য হইলেও নানা কারণে কেবল তাঁহার গাত্রে গাত্র ঈষৎ সংলগ্ন করত নিদ্রাচ্ছলে শয়ন করিয়া রহিলাম। তখন আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ ও ভয়ের সঞ্চার হইল। স্পর্শসুখে সেই তরুণীরও বামপার্শ্ব কণ্টকিত ও কম্পিত হইল। মন্দ মন্দ গাত্রভঙ্গে তাহার অঙ্গলাবণ্য যেন উছলিয়া উঠিল। উপরিভাগের অক্ষিপক্ষ্ম ঈষৎ চঞ্চল হইল। ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিল।

তখনও তারকার অলস অপাঙ্গ-ভাগের রক্তিমা নিদ্রার অপরুতা সূচিত করিতেছিল। আহা!—মনের কি অপূর্ব্ব মহিমা! সহসা আমাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া যুগপৎ ত্রাস, বিস্ময়, হর্ষ, রতি, শঙ্কা, বিলাস বিভ্রম ও লজ্জার উদয়ে তরুণী এক অভিনব অবস্থা অনুভব করিতে লাগিল। অঙ্গে স্বেদবিন্দু দেখা দিল—নিজ সখীজনকে ডাকিতে উদ্যতা হইল; কিন্তু আবার কি ভাবিয়া ডাকিল না। অতি কষ্টে আপনার মদন-পরবশ হৃদয়কে দমন করিল। পরে দেহের পূর্ব্বভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া অপাঙ্গ আকুঞ্চিত করত সস্পৃহলোচনে আমাকে দেখিতে দেখিতে সচকিতভাবে পুনরায় সেই শয্যাঙ্কে (আমার দক্ষিণ পার্শ্বে) শয়ন করিল। তখন আমি কামার্ত্ত হইলেও কি যেন এক মোহিনী নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। পুনরায় অপ্রীতিকর স্পর্শে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলাম—হায়! সেই ভীষণ মহারণ্য—সেই তরুতল—সেই পত্রশয্যা। রাত্রিও প্রভাত হইল। স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ কি স্বপ্ন? তাহাই বা কি করিয়া বলি, সেই জীবন্ত মোহিনী প্রতিমা, সেই অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখ এখনও হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। তবে কি কাহারও ছলনা? নিশ্চয়ই আমি কোন দৈবী অথবা রাক্ষসী মায়ায় প্রতারিত হইয়াছি। যাহাই হউক, আমি ইহার তথ্য না জানিয়া ভূমিশয্যা পরিত্যাগ করিব না—যতক্ষণ এ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট 'ধন্না' দিয়া পাড়িয়া থাকিব। এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া সেই তরুতলে—সেই পত্রশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলাম।

আমার হৃদয়ে তখন প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল—সে বাতাসে

কত সুখের ছবি—কত আশার কুসুম ছিন্নভিন্ন হইয়া নিরাশার গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গেল—নিরাশার ভীষণ অন্ধকারে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—আমি চমকিয়া উঠিলাম—সুখের নেশা ছুটিয়া গেল—চাহিয়া দেখিলাম—সম্মুখে এক দেবীমূর্ত্তি। তাঁহার অঙ্গযষ্টি তপনকিরণে মলিনা নলিনীর ন্যায় ম্লান অথচ প্রফুল্ল। তাঁহার বসন ও উত্তরীয় জীর্ণ;—বিবর্ণ,—ইঁহার রাগশূন্য অধর-যুগলে কালিমার ছায়ায়, কজ্জল-বিরহিত নয়নযুগলে রক্তিমার আভায়, পৃষ্ঠদেশে ফণীর ন্যায় দোদুল্যমান সংস্কারহীন বেণীতে দেহের কৃশতায় যেন স্পষ্টই প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। অহো! যেন আজ আমার সম্মুখে মূর্ত্তিমতী বিরহব্যথা আবির্ভূতা হইলেন। দিব্য জ্যোতিঃপূর্ণ সেই দেবীমূর্ত্তি দর্শনে আমার হৃদয় ভক্তি-রসে পূর্ণ হইল; আমি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তখন সেই দেবী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাকে আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন করিয়া বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! বিস্মিত হইও না—আমি তোমাদিগের হতভাগিনী জননী—তোমার প্রাণসখা অর্থপাল আমারই পুত্র। আমি যক্ষরাজ মণি-ভদ্রের কন্যা, আমার নাম তারাবলী। আমি অকারণ স্বামীর উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাই—হায়! সেই অবধি তাঁহার চরণযুগল আমার দুর্লভ হইয়াছিল। অনু-তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে স্বপ্নে এক ভয়ানক রাক্ষসমূর্ত্তি আসিয়া আমাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিল "তুই বড় কোপন-স্বভাবা, আমি তোতে আবির্ভূত হইলাম, তুই এক বর্ষ দুঃসহ প্রবাস-দুঃখ অনুভব কর্। আতঙ্কে আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। কিন্তু হায়! সেই রাক্ষস আমাতে

আগেই প্রবেশ করিয়াছিল। সেই এক বৎসর আমার পক্ষে যুগ-যুগান্তর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—সম্প্রতি আমার শাপাবসান হইয়াছে। 'শ্রাবস্তী নগরীতে শিবোৎসব দর্শন করিয়া এবং সেই স্থানেই আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বামীর চরণোদ্দেশে গমন করিব' এইরূপ স্থির করিয়া গত রজনীতে শ্রাবস্তী নগরীতে যাইতে উদ্যত হইয়াছি,—এমন সময়ে শুনিলাম,—কে যেন বলিল,—"বনদেবতে! আমি তোমার শরণাগত হইলাম।" আসিয়া দেখিলাম—"তুমিই সেই শরণ-প্রার্থী—একাকী ও নিদ্রিত।" কিন্তু বৎস! আমার হৃদয় তখন এত উদ্বিগ্ন ছিল যে, তোমাকে আদৌ চিনিতে পারিলাম না। রাত্রিকালে সেই ভীষণ অরণ্যে নিদ্রিত শরণাগত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া যাওয়া মহাপাপ। কি করি, তোমাকে নিদ্রিতাবস্থায় শ্রাবস্তী-নগরেই লইয়া গেলাম। কিন্তু দেবমন্দিরের নিকটে গিয়া 'এ অবস্থায় এই নবীন যুবকের সহিত উৎসবক্ষেত্রে কেমন করিয়া বা যাই, এইরূপ চিন্তা করিতেছি,—এমন সময়ে সহসা শ্রাবস্তীশ্বর ধর্ম্মবর্দ্ধনের কন্যান্তঃপুরের সৌধ আমার নয়ন-পথে পতিত হইল। দেখিলাম,—গ্রীষ্মকালোচিত সুকোমল ও প্রশস্ত শয্যায় রাজনন্দিনী নবমালিকা শয়ন করিয়া রহিয়াছে—আমার চিন্তা দূর হইল। 'রাজকুমারী নিদ্রিতা;—কি সহচরীগণ, কি পরিজন, সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। 'ক্ষণকালের জন্য এ দ্বিজকুমারকে এই স্থানেই শোয়াইয়া আমি উৎসব দর্শন করিয়া আসি' এইরূপ স্থির করিয়া তোমাকে সেই স্থানে শোয়াইয়া উৎসব-দর্শনে চলিয়া গেলাম। তথায় আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া উৎসব-শোভা দর্শন করিতে করিতে দেবমন্দিরে

উপস্থিত হইলাম। আমি স্বামিচরণে অপরাধিনী বলিয়া ভয়ে ভয়ে ভক্তিভাবে হরগৌরীকে নমস্কার করিলাম। পার্ব্বতী সহাস্য-বদনে 'বৎসে! ভয় কি, তুমি এখনই স্বামীর সহিত মিলিতা হইবে। তোমার শাপ বিমোচন হইয়াছে' এই বলিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। ভগবতীর প্রসাদে আমার সেই পূর্ব্বের লাবণ্য—সেই আনন্দময় হৃদয় যেন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া পাইলাম। পরে তিরস্করিণী মায়ায় অলক্ষিতভাবে পুনরায় কন্যান্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম। মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিলাম—"হায় আমি কি নিষ্ঠুরা—বৎস অর্থপালের প্রাণসখা প্রমতিকে আমি চিনিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি, কুমার প্রমতি ও রাজনন্দিনী উভয়েই পরস্পরের প্রতি আসক্ত—কারণ উভয়েই নিদ্রার ভান করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ইচ্ছা বলবতী হইলেও ভয়ে ও লজ্জায় উভয়ে পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু আবার আমিও চাতকিনীর ন্যায় প্রিয়দর্শনের জন্য ব্যাকুলা। একটি সুবিধা এই যে,—রাজকুমারী নিশ্চয়ই এই ঘটনা লুকাইয়া রাখিবার জন্য কি সহচরীগণ কি পরিজন, কাহাকেও ডাকে নাই। তবে এখন কুমারকে লইয়া যাই। পরে অবসর বুঝিয়া কুমারই স্বয়ং স্বকার্য্য সাধন করিতে পারিবে।' এই ভাবিয়া তোমাকে মায়ানিদ্রায় অভিভূত করিয়া তথা হইতে আবার এই অরণ্যে আনয়ন করিয়াছি। বৎস! এখন বুঝিলে; যাও স্বকার্য্য-সাধন কর—এখন বিদায় দাও—আমি পতিচরণোদ্দেশে চলিলাম।" এই কথা বলিয়া যক্ষরাজ-দুহিতা গমনোন্মুখী হইলে আমি করযোড়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনিও সস্নেহে আমাকে বারম্বার

আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমিও প্রবৃত্তি-প্রেরিত হইয়া শ্রাবস্তী রাজধানী-অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

পথিমধ্যে সহসা কুক্কুট-যুদ্ধের উচ্চ কোলাহল শুনিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মিল। সেই গ্রামে বণিকদিগের বাস। জনতার মধ্য দিয়া অতিকষ্টে রঙ্গভূমির সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমি সেই কুক্কুট-যুদ্ধ দেখিয়া একটু হাসিলাম। আমার নিকটে কুক্কুটযুদ্ধের অন্যতর পক্ষভুক্ত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিল। সে আমাকে হঠাৎ হাসিতে দেখিয়া বলিল "মহাশয়! আপনি হঠাৎ হাসিলেন কেন?" আমি বলিলাম, "মহাশয়! হাসাইলে আর হাসিব না? নারিকেলজাতি কুক্কুটের অপেক্ষা বলাকাজাতি কুক্কুট বলে ও আকারে শ্রেষ্ঠ। না বুঝিয়া তাহাদের যুদ্ধরঙ্গে নামান হইয়াছে বলিয়া হাসিয়াছি।" বৃদ্ধ,—কুক্কুটদিগের জাতীয় ভেদ জানিত। সে বলিল—"মহাশয়! মূর্খের কাণ্ডকারখানাই এই রকম। উহাদিগকে আর বলিয়া কি করিবেন,—এরূপস্থলে মৌনবৃত্তি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।" এই বলিয়া হস্তস্থিত ডিবা হইতে কর্পূরবাসিত তাম্বূল লইয়া আমাকে প্রদান করিল। তার পর আমার সহিত নানাবিধ মধুর আলাপনে প্রবৃত্ত হইল। পক্ষিদ্বয় যুদ্ধে মাতিয়া উঠিল। পরস্পর পরস্পরকে বিকট রব করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই দলের লোক "হো! হো! হা হা" ইত্যাকার শব্দে সেই চীৎকার আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। শেষে বলাকা-জাতি কুক্কুটই যুদ্ধে জয়লাভ করিল। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজের পক্ষের কুক্কুটের জয়লাভে আনন্দিত হইয়া ভবিষ্যদ্-বক্তা আমাকে বন্ধুর ন্যায় নিজের বাড়ী লইয়া গেল। স্নান-ভোজনাদি করাইয়া সে দিবস আর যাইতে দিল না।

সকল নিয়মের ব্যভিচার আছে। যুবার সহিত বৃদ্ধের সখ্যত্ব স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও আমাতে তাহার ব্যভিচার হইল। পর দিবস বন্ধুর ন্যায় কিছু দূর আমার অনুগমন করিয়া সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময়ে বলিল,—"মহাশয়। সময়ে আমাকে মনে করিবেন।" আমিও সম্মতিসূচক মধুর বচনে তাহাকে আপ্যায়িত করিলাম। তখন মনোরথ আশাপথে প্রবল-বেগে চলিল। মনোরথের সহিত পদব্রজে গমন করা মানবের সাধ্য নহে। কিন্তু শীঘ্রই শ্রাবস্তী নগরীতে উপনীত হইলাম, পথ-শ্রান্ত হইয়া রাজোদ্যানের একদেশে একটি লতামণ্ডপে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য শয়ন করিলাম। উপবনের লতাগুলিও যেন অতিথি সৎকারে নিপুণ। পূর্ব্বেই সুখকর ছায়াসন প্রদান করিয়াছিল—এখন বিবিধরঙ্গে নবপল্লব সঞ্চালন করিয়া আমার স্বেদবিন্দু দূর করিতে লাগিল। তাহাদের সেই অকৃত্রিম যত্নে ক্ষণকালের মধ্যে আমার তন্দ্রা আসিল। সহসা হংসরবে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলাম,—এক যুবতী ধীরপদ-বিক্ষেপে আমার দিকে আসিতেছে। তাহার চরণ-নূপুরের শ্রুতি-মনোহর "রুণু রুণু" ধ্বনিতে হংসগণ ঈর্ষ্যাবশতই যেন ডাকিয়া উঠিয়াছিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম,—যুবতীর হস্তে একটি চিত্র; চিত্রটীর প্রতি সে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে আমাকে দেখিতেছে। এক এক বার তাহার ললাট দেশ আকুঞ্চিত হইতেছিল—তাহাতে তাহার মনে যে বিষম বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। যুবতী আমার সমীপবর্ত্তিনী হইল। ইহাকে যেন আর কোথাও দেখিয়াছি—কিন্তু কোথায় কি ভাবে দেখিয়াছি,—স্মরণ হইল না।

যুবতীর অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইল, যেন সে আমাকে কি বলিতে যাইতেছে—লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না। আমার কৌতূহল জন্মিল,—আমি বলিলাম,—"সুন্দরি! এই উপবন সাধারণের উপভোগ্য; এতক্ষণ দাঁড়াইয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছ কেন—এই স্থানে বসিতে যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে—উপবেশন কর। রমণী একটু হাসিতে হাসিতে "অনুগৃহীতা হইলাম" এই বলিয়া লতা-মণ্ডপের এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। উভয়েই অনেক দেশ-বিদেশের গল্প করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে আমি অলক্ষিতভাবে চিত্রটি নিরীক্ষণ করিতে ছিলাম। চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তির সহিত আমার সৌসাদৃশ্য দর্শনে আমি চমকিয়া উঠিলাম, যুবতী তাহা বুঝিতে পারিল না। সে আমাকে দেখিয়া,—কেন বিস্মিত হইয়াছিল, তাহা এখন বুঝিতে পরিলাম। কথা-প্রসঙ্গে চিত্রটির কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্তত করিতেছি—এমন সময়ে যুবতী—আমাকে বলিল "মহাশয়! আপনি পথিক—আপনাকে দেখিয়া পথশ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে—যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলে বড় সুখী হইব।" আমি ভাবিলাম, এই আমার আশাবীজ-রোপণের প্রকৃত অবসর। তখন, আমি বলিলাম—"সে কি—ইহাতে আর আপত্তি কি, বরং অনুগৃহীত হইলাম।" সে যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—"তবে আসুন"। আমি তাহার সহিত তাহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। স্নানাদি করিয়া রাজভোগ্য আহারে রসনা ও উদরের তৃপ্তিসাধন করত বিশ্রাম করিতেছি—এমন সময়ে যুবতী একাকিনী আমার গৃহে প্রবেশ করিল। কথায় কথায় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়! আপনি ত

বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন—কখন কি কোন অমানুষিক ব্যাপার দেখেন নাই? প্রশ্নকারিণীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিলাম,—'এ নিশ্চয়ই নবমালিকার একজন সখী; আর এই চিত্র-পটে সেই শুভ্রচন্দ্রাতপ-শোভিত কক্ষান্তলে সেই শারদীয় মেঘখণ্ডের ন্যায় শুভ্র শয্যায় আমারই সেই নিদ্রাবিহ্বল প্রতিকৃতি। বোধ হয় সখীগণ রাজকুমারীকে তাঁহার আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ বারম্বার জিজ্ঞাসা করায় রাজকুমারী কৌশলে আমার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া সদুত্তর প্রদান করিয়াছে। আমিও রাজনন্দিনীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া এই চতুরা সখীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করি।' আমি তাহাকে বলিলাম,—"উপবনে তোমার হস্তে একটি চিত্র দেখিয়াছিলাম, সেই চিত্রটি আমাকে আর একবার দেখাও, আমার একটি অলৌকিক ঘটনা মনে পড়িতেছে।" তাহার নিকটেই চিত্রটি ছিল। সে আমাকে তৎক্ষণাৎ প্রদান করিল। আমি তখন আমার প্রতিকৃতির পার্শ্বে নবমালিকার সেই মদনবিহ্বল কপটনিদ্রিত অর্দ্ধশয়িত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহাকে বলিলাম,—"একদিন আমার ভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইল; আমার শরীরও অবসন্ন হইয়াছিল, একটি তরুতলে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখিলাম,—যেন এইরূপ একটী পুরুষের পার্শ্বে এইরূপ একটি যুবতী শয়ন করিয়া রহিয়াছে।" তরুণী একটু হাসিয়া বলিল, "এইরূপ একটি পুরুষের পার্শ্বে কেন—বলুন আমার পার্শ্বে এইরূপ একটি যুবতী শয়ন করিয়া রহিয়াছে।" চতুরা সখীর নিকট আমি পরাজিত হইলাম; আমার আশাবীজ রোপিত হইল। একটু লজ্জিত হইয়া রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করিলে সে বিস্মিত হইয়া

আমার বিরহে নিজ প্রিয় সখীর সেই সেই অবস্থা বর্ণন করিল। আমি বলিলাম,—"তোমাদের সখী যখন আমার প্রতি এতই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তখন আরও কতিপয় দিবস অপেক্ষা করিতে বলিও—ইতিমধ্যে আমি কন্যান্তঃপুরে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার উপায় দেখিতেছি; আর রাজকুমারীকে বলিও,—আমাদের বিরহ যথার্থই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পরস্পরের মনের আবেগ অস্বাভাবিক,—মিলনও অস্বাভাবিক হইবে।"

সখীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করত অতিকষ্টে তাহার নিকট বিদায় লইয়া সেই কুক্কুটযুদ্ধপ্রিয় বৃদ্ধবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে গ্রামটি ও বন্ধুর নাম করিয়া রাখি।—গ্রামটির নাম খর্বট ও বন্ধুর নাম পাঞ্চালশর্ম্মা। বৃদ্ধ আমাকে এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। যথাসময়ে স্নানভোজনাদি করাইয়া আমাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, এত শীঘ্র যে ফিরিয়া আসিলে।" আমি বলিলাম "কেন, সময়েই আপনাকে মনে করিয়াছি, শুনুন,—কেন এত শীঘ্র আসিয়াছি,—শ্রাবস্তীনগরীর রাজা ধর্ম্মবর্দ্ধনের একটি কন্যা আছে। তাহার নাম নবমালিকা। তাহার নামটি যেমন, রূপটি তেমনই অসাধারণ। আহা! যেন সাক্ষাৎ রতি।

দৈবাৎ একদিন রাজকুমারী আমার নয়নপথে পতিত হন। তাঁহার কটাক্ষরূপী কন্দর্পবাণ আমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। সে শর তুলিয়া ফেলি, এমন সামর্থ্য আমার নাই। তাই আপনার নিকট এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছি। এ বিষয়ে আপনার ন্যায় ধন্বন্তরি বৈদ্য আর কে আছে? আমি ইহার এক ঔষধ স্থির করিয়াছি; কিন্তু আপনাকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।"

পাঞ্চালশর্ম্মার আকুঞ্চিত ললাটদেশ আরও আকুঞ্চিত হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল "তুমি ত নিজে মজিয়াছ, আমাকেও মজাইবে দেখ্‌ছি। বল, কি উপায় ঠিক করিয়াছ।" তখন তাহাকে আমার কল্পিত উপায় বলিলাম। পাঞ্চালশর্ম্মার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল; কিন্তু শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, এ অতি উত্তম ঔষধ, একেবারে সর্ব্ববিকার কাটিয়া যাইবে; কিন্তু খুব সাবধান,—নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই সর্ব্বনাশ। আমি বলিলাম,—"সে বিষয়ে আমি অতি চতুর। এখন আপনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রস্তুত করিলেই হইবে।" বৃদ্ধ বলিল, "ভাল, কল্যই আরম্ভ করিব।" দিবস এইরূপে কাটিয়া গেল, সে রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হইল না—(বৃদ্ধবন্ধুর কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভগবানই জানেন) পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই বেশভূষায় ব্যস্ত হইলাম। বেশভূষায় আমার মূর্ত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল; কিন্তু এ মূর্ত্তি কৃত্রিম যৌবনের ভরা জোয়ারে টল টল—কন্যামূর্ত্তি। দর্পণে ভাল করিয়া দেখিলাম,—আমার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। আমি এখন একটি সুন্দরী যুবতী। তখন সেই বেশে পাঞ্চালশর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধ যেন চমকিত হইল। বলিল "বাঃ! তোমাকে যে আর চিনিতে পারা যায় না—বিধাতা তোমাকে এ ভাবে সৃজন করিলে তাঁহার রমণী-সৃজনের সার্থকতা হইত"। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'তবে এখন চলুন, রাজসভায় গমন করা যাউক।' পাঞ্চাল-শর্ম্মা অতিচতুর ব্যক্তি, যথাসময়ে আমাকে লইয়া মহারাজ ধর্ম্মবর্দ্ধনের রাজসভায় উপস্থিত হইল। রাজা অতিধার্ম্মিক; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিয়া স্বয়ং অভিবাদন করিয়া বসিতে দুইটী আসন প্রদান করিতে বলিলেন। আমরা

উভয়ে উপবেশন করিলাম। তখন ধর্ম্মবর্দ্ধন পাঙ্কালশর্ম্মাকে বলিলেন, "আর্য্য! আপনি কি মনে করিয়া অদ্য আমার পুরী পবিত্র করিলেন,—আর আপনার অনুগামিনী ঐ তরুণীই বা কে?"

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতেই পাঙ্কালশর্ম্মা বলিল,—"মহারাজ। আপনার জয় হউক। আপনার ভুজাশ্রিত প্রজাগণ সর্ব্বসুখে সুখী। আমি এই তরুণীর জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। এটি আমার একমাত্র কন্যা। এই কন্যা আজন্ম মাতৃহীনা। আমিই ইহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে লালন পালন করিয়াছি। একটি উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণকুমারের সহিত অতি শৈশবকালেই ইহার সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সেই ব্রাহ্মণকুমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য উজ্জয়িনীনগরীতে গমন করিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে না। এদিকে আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে। যাহাকে বাগ্‌দান করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অপর কাহাকেও কন্যা দান করিলে মহাপাপে লিপ্ত হইব। আবার মাতৃহীনা যুবতী কন্যাকে অবিবাহিতা রাখাও অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বিশেষতঃ আমরা ব্রাহ্মণ জাতি, স্বভাবতই সরলাত্মা। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। এখন আপনি দয়া করিয়া কিছুদিন আমার কন্যাকে যদি নিজের বিমল ভুজচ্ছায়ায় আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা করেন,—তাহা হইলে আমি স্বয়ং উজ্জয়িনীতে গমন করিয়া আমার ভাবী জামাতাকে লইয়া আসিতে পারি। কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধোচিত সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করত জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। নরনাথ! আপনি আমার সে আশা পূর্ণ করুন। ধর্ম্মবর্দ্ধন বিনীতভাবে পাঙ্কালশর্ম্মার প্রস্তাবে

অনুমোদন করিলেন। আমার আশালতা অঙ্কুরিত হইল। আমার নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু কৃত্রিম অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া কুচযুগে পতিত হইল।

পাঞ্চালশর্ম্মা বুঝিতে পারিয়া বলিল,—বৎসে! রোদন সম্বরণ কর,—তোমার ভালর জন্যই এরূপ করিলাম। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব—এই দীনবৎসল স্নেহময় নরপতিকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিও। এই বলিয়া পরে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজাও আমাকে কন্যান্তঃপুরে লইয়া যাইতে প্রতীহারীকে অনুমতি প্রদান করিলেন। আমি কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম—রাজকুমারী সস্পৃহলোচনে আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল—যেন চিনি চিনি করিয়া চিনিতে পারিল না। সকলেই আমাকে আদর করিয়া স্নানভোজনাদি করাইল। আমি কন্যা-সুলভ লজ্জা ও অপরিচিতার ন্যায় কুণ্ঠিতভাব দেখাইলাম। দেখিলাম, কেহই আমার প্রতি সন্দিহান হইল না। তখন রাজকুমারীর মনে কি হইল, বলিতে পারি না—কিন্তু তাহার শয্যায় আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। দুই এক দিন এইরূপে কাটিয়া গেল। কেহই চিনিতে পারিল না। আমি রাজকুমারীকে পরীক্ষা করিবার জন্য আত্মপরিচয় দিলাম না। এক দিন নিদ্রিতাবস্থায় বোধ হইল, যেন কে আমার গলদেশ গাঢ়ভাবে বেষ্টন করিয়া বক্ষস্থলে মুখ রাখিয়া অস্ফুটস্বরে রোদন করিতেছে, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। চাহিয়া দেখিলাম,—সত্য-সত্যই নবমালিকা আমার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। আমি বুঝিতে পারিলাম, আমি ধরা পড়িয়াছি—তথাপি আস্তে আস্তে বলিলাম,—"রাজনন্দিনি! এ কি কাঁদিতেছ কেন?

নবমালিকা উত্তর দিল না—তাহার নয়নযুগল হইতে বারিধারা আরও প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। আমি তখন তাহাকে গাঢ়-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম,—"প্রেয়সি! তোমাকে আত্ম-পরিচয় না দিয়া তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়াছি, নিজগুণে আমাকে ক্ষমা কর।"

মধুর বচনে তাহার হৃদয়ক্ষোভ দূর করিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিলাম। তখনই আমাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইল, নানা আমোদে সে রজনী যেন শীঘ্রই প্রভাতা হইল। যে সখী রাজো-দ্যানে আমার চিত্র দেখাইয়াছিল, সে ভিন্ন আর কেহ ত আমাকে জানিতে পারিল না। আমি যথাসুখে সেই কন্যান্তঃ-পুরে সেই ভাবেই রহিলাম। ফাল্গুনমাসে শ্রাবস্তীনগরীতে তীর্থযাত্রা বলিয়া একটি উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসব গঙ্গা-তীরে; রাজান্তঃপুরনারীগণ বৎসরান্তে এই উৎসবের দিনে জলক্রীড়া করিয়া থাকে। সেই উৎসবের দিনে যে উপায়ে কন্যান্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া পুনঃ সম্মিলিত হইব, নির্জ্জনে রাজকুমারীকে তাহা বলিলাম। রাজকুমারী আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—"নাথ! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।" সে দিন উৎসবে সকলেই মত্ত। রাজনন্দিনী সখীগণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমি সহসা এক ডুবে তীরে উঠিয়া অনতিদূরবর্ত্তী একটি মন্দিরে প্রবেশ করিলাম—মন্দিরটির নাম কার্ত্তিকেয়। এ স্থানে কেহই ছিল না, কেবলমাত্র এক জন ছিল—এ আর কেহই নহে,—পাঞ্চালশর্ম্মা। তৎক্ষণাৎ কন্যা বেশ পরিত্যাগ করিলাম। এবার যে বেশে সাজিলাম—সেটি বড় সাধের বেশ—বর-বেশ। তখন মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া

দুই বন্ধুতে পুনরায় রাজসভা-অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। আমার আশা-লতার ফুল ফুটিল।

এ দিকে উৎসব সমাজে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই,—"আমি জলমগ্ন হইয়াছি"—স্থির করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। "তাহাকে আনিয়া না দিলে আমি জলগ্রহণ করিব না।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নবমালিকা কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা ও মন্ত্রিগণ বিপদে পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। এ দিকে পাঞ্চালশর্ম্মা আমাকে বরবেশে সজ্জিত করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। রাজা ও মন্ত্রিগণ স্তম্ভিত হইলেন। পাঞ্চালশর্ম্মা বলিল,—নরনাথ! এই সেই আমার জামাতা—ইনি চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী—চৌষট্টি-রাগ রাগিণীযুক্ত সঙ্গীত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য—যুদ্ধশিক্ষায় অদ্বিতীয়, পুরাণ ইতিহাস ইঁহার নখদর্পণ—ইনি গুণপক্ষপাতী—সুহৃদগণের বিশ্বাসস্থল, প্রিয়বাদী, ক্ষতিষ্ণু ও আত্মশ্লাঘা রহিত। এমন সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ সর্ব্বগুণাধার ব্রাহ্মণকুমারকে কন্যা দান করিয়া আমি যে কৃতার্থ হইব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহারাজ! আজ আমার বড় সুখের দিন—আপনার সমক্ষেই আমার কন্যার বিবাহ দিয়া আরও কৃতার্থ হইব। এই কথা শুনিয়া রাজার বদনমণ্ডল বিবর্ণভাব ধারণ করিল। রাজা সজলনেত্রে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য! সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আপনার দুহিতা (আমার কন্যার প্রাণসখী) আজিকার উৎসবদিনে জলক্রীড়া করিতে করিতে জলমগ্না হইয়াছে। অনেক অন্বেষণ করিয়াও কোথাও পাওয়া গেল না। সকলই দৈবেরই অধীন। আমার অপরাধ কি, আমাকে ক্ষমা করুন। পাঞ্চালশর্ম্মা এই কথা

শুনিয়াই আর্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। স্বভাবের অনুকরণ করিতে বৃদ্ধ অতিনিপুণ। মন্ত্রিগণ সকলেই সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। পাঞ্চালশর্ম্মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"হায়! আমার কন্যা যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে চলিলাম। যে রাজসভায় আমার সাশ্রুমুখী কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেই স্থানেই চিতানলে এ পাপ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিব।" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় কাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে লাগিল। পাঞ্চালশর্ম্মা বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—হায়! এই ব্রাহ্মণকুমার; যাহাকে এত ক্লেশ দিয়া উজ্জয়িনী হইতে আনিলাম—তাহার—সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজঃস্বরূপ এই ব্রাহ্মণকুমারের মনস্তাপে আমার পরলোকেও সদ্গতি হইবে না। মহারাজ, মহারাজ! আমি চলিলাম, কিন্তু এই ব্রাহ্মণকুমারকে আপনি তুষ্ট করিবেন। সে সময়ে পাঞ্চাল-শর্ম্মার কৃত্রিমতা কেহই বুঝিতে পারিল না। আমি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, সান্ত্বনাও করিলাম, কিন্তু যেন পারিলাম না। তখন ধর্ম্মবর্দ্ধন ব্রাহ্মণহত্যার ভয়ে তাঁহার চরণ-যুগল ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য! স্থির হউন, অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়। আমার কন্যা নবমালিকা আপনার কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, সেও আপনার কন্যাস্থানীয়। অতএব আপনি তাহার সহিত এই সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণকুমারের বিবাহ দিয়া অভিলাষ পূর্ণ করুন। আমি যৌতুকস্বরূপ ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। পাঞ্চাল-শর্ম্মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সকলই সত্য। হায়! আজ আমার হরিবে

বিষাদ—অদৃষ্টলিপি কে মুছিতে পারে? হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হা বিধাতঃ! সকলই তোমার ইচ্ছা। রাজন! আপনার ন্যায় স্নেহময় আর কে আছে? এ ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য নিজকন্যা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এ শোকের সময়ও আপনার আচরণে আমি বিস্মিত হইয়াছি।' তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—বৎস! তুমি বিদ্বান, দেখিলে ত আজ আমার কি সর্বনাশ হইল। আমার কন্যা ও রাজনন্দিনী উভয়েই একাত্মা—দেহমাত্র ভিন্ন। অতএব রাজ-আজ্ঞায় রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে আমার প্রাণ কিয়ৎপরিমাণে শীতল হইবে। তোমাকে সুখী দেখিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করত জীবনের শেষ ভাগ এক রকমে অতিবাহিত করিব। আমি বলিলাম,—"আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।" তখন রাজা দুঃখাকুলান্তঃকরণে পাঞ্চালশর্ম্মা ও আমাকে লইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। সে শোকের ঢেউ থামিয়া গেল। বিবাহোৎসবের আনন্দ-জোয়ার নগরী ভাসাইয়া দিল। মহাসমারোহে নবমালিকার সহিত আমার পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। পাঞ্চালশর্ম্মা সত্য সত্যই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। সেই বৃদ্ধ আমার যথার্থ বন্ধু ও প্রকৃত সাধু ব্যক্তি। হে রাজকুমার! তখন আপনার অন্বেষণের ইচ্ছা পুনরায় বলবতী হইল। আপনার অন্বেষণে সসৈন্যে বাহির্গত হইলাম। দৈববশাৎ চম্পায় উপস্থিত হইয়া আজ আপনার দর্শন-সুখের অধিকারী হইয়াছি। রাজবাহন প্রমতির এই আশ্চর্য্য আত্মবৃত্তান্ত শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি কার্য্য-সাধনের জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা বুদ্ধি-

মান ব্যক্তিদিগের আশ্রয়ণীয়। তোমার সাধ্য—বিলাসপূর্ণ; সাধন—কোমলতাপূর্ণ; তুমি যথার্থই প্রেমিক। অনন্তর রাজবাহন মিত্রগুপ্তের প্রতি চাহিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত বলিতে আদেশ করিলেন।

মধ্যখণ্ড পঞ্চম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

মিত্রগুপ্ত-চরিত।

(বক্তা মিত্রগুপ্ত।)

(১)

মিত্রগুপ্ত নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—"দেব! আমি ইঁহাদের ন্যায় আপনার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সুহ্মদেশে গিয়া পড়িলাম। তথাকার রাজধানী দামলিপ্ত নগরী। ক্রমে আমি রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া এক দেবমন্দির দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, বহুতর লোক সেই দেবমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইল, কোন উৎসব আছে, তাই এত লোক মিলিত হইয়াছে। অনন্তর দেখিলাম, মন্দিরের এক পার্শ্বে নির্জ্জনে এক যুবাপুরুষ বিষণ্ণবদনে একাকী বসিয়া বীণা বাজাইতেছে। সকল লোকেই উৎসবে উন্মত্ত, কেবল সেই ব্যক্তি বিষন্নভাবে একপার্শ্বে বসিয়া আছে দেখিয়া তাহার পরিচয় জানিবার জন্য

আমার কৌতূহল হইল। তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়। আজি এখানে কিসের উৎসব? আপনিই বা উৎসবে যোগ না দিয়া এরূপ বিষণ্নমনে বসিয়া আছেন কেন?" আমি আগ্রহ সহকারে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই যুবা পুরুষটী কহিল,—"মহাশয়! আপনি দেখিতেছি বিদেশী, আপনি এদেশের কিছুই অবগত নহেন; সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, আপনাকে অনেক কথা বলিতে হয়। আপাততঃ আমি আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।" আমি তাহাকে নিজের সমুদয় পরিচয় প্রদান করিলাম।

যুবা পুরুষটী পরিচয় শ্রবণে আমার উপর সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল,—"আপনি যে দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, এই দেশের রাজার নাম তুঙ্গধন্বা, এই দামলিপ্ত নগরী তাঁহার রাজধানী। আর এই যে দেবমন্দির দেখিতেছেন,—ইহাতে ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি জাগ্রত দেবতা বলিয়া এখানকার লোকে ইহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা দেয়। কোন কামনা করিয়া ইঁহার নিকট "ধর্ণা" দিলে ইনি তাহা পূরণ করেন। রাজা তুঙ্গধন্বা বহুদিন অপুত্রক ছিলেন, শেষে এই ভগবতীর নিকটে "ধর্ণা" দেওয়াতে রাজার একটী পুত্র ও কন্যা সন্তান লাভ হইয়াছে—তাঁহার পুত্রের নাম ভীমধন্বা, কন্যার নাম কন্দুকাবতী। পুত্র কামনায় তুঙ্গধন্বা যখন ভগবতীর নিকটে "ধর্ণা" দেন, তখন ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন,—"তোমার এক কন্যা ও একপুত্র হইবে। তোমার সেই কন্যার উপরে এক আদেশ থাকিল, সে যেন সপ্তম বর্ষ বয়স হইতে প্রতিমাসের কৃত্তিকানক্ষত্রে গুণবান পতির কামনায় আমার নিকটে

আসিয়া কন্দুকক্রীড়া করে এবং ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা দেয়। যতদিন বিবাহ না হয়, তাবৎকাল সে যেন এইরূপে আমার আরাধনা করে। সে নিজের ইচ্ছায় যাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকেই যেন কন্যা প্রদান করা হয়। পরন্তু তোমার পুত্র ভগিনীপতির অধীন হইয়া থাকিবে।"

বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর উক্ত আদেশে রাজা হৃষ্টচিত্তে গৃহে আগমন করেন। তাহার পরে তাঁহার পুত্র ও কন্যা হয়। সেই কন্যা এক্ষণে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছে; প্রতিমাসের কৃত্তিকা নক্ষত্রে এই স্থানে কন্দুকক্রীড়া করিয়া থাকে। অদ্য তাহার ক্রীড়া করিবার দিন, তাই এত লোক সমবেত হইয়াছে। কন্দুকক্রীড়ায় রাজপুত্রীর অসাধারণ ক্ষমতা; দেশ দেশান্তর হইতে তাঁহার ক্রীড়া দেখিবার জন্য লোক উপস্থিত হয়। তাঁহার কন্দুকক্রীড়ার দিন এখানে এক মহোৎসব উপস্থিত হয়।

এই ত উৎসবের পরিচয় শুনিলেন, এক্ষণে আমার পরিচয় শ্রবণ করুন। আমার নাম কোশদাস। আমি জাতিতে বণিক্। রাজপুত্রী কন্দুকাবতীর চন্দ্রসেনা নাম্নী এক সহচরীর সহিত আমার প্রণয় হয়। কিয়দ্দিন সেই রমণীর সহিত পরম সুখে কালযাপন করি। ভাগ্যদোষে রাজপুত্র ভীমধন্বা আমার সেই সুখের অন্তরায় হইয়াছেন। আজ কয়েকদিন হইল তিনি চন্দ্রসেনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক আটক করিয়া রাখিয়াছেন। প্রবলপ্রতাপ রাজপুত্রের নিকট হইতে তাহাকে পাওয়া আমার ন্যায় দুর্ব্বলের পক্ষে সুকঠিন। তাই হতাশ হইয়া বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছি।"

যুবা পুরুষ আমার নিকটে এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান

করিতেছে। এমন সময়ে এক রমণী তথায় উপস্থিত হইল। যুবা পুরুষ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল এবং আমার নিকটে তাহার পরিচয় দিয়া কহিল—"ইনি আমার সেই প্রিয়তমা; ইহার বিরহানলে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি। সাক্ষাৎ কৃতান্তোপম রাজপুত্র ভীমধন্বার হস্ত হইতে ইহাকে কাড়িয়া লওয়া আমার ন্যায় লোকের পক্ষে অতি কঠিন কার্য্য। কিন্তু ইহার বিরহে আমার জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন। আত্মহত্যা করিয়া আমি ইহার বিচ্ছেদযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করি।"

এই বলিয়া যুবা পুরুষ শোকের আবেগে কাঁদিয়া আকুল হইল। সেই রমণী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল,—'নাথ! এমন কার্য্য কেন করিবে? তুমি মনেও স্থান দিও না যে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব। তুমি আমার জন্য লোক-নিন্দা ও কুলাচারে জলাঞ্জলি প্রদান করিলে, আর আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রের বশবর্ত্তিনী হইব। তুমি অদ্যই আমাকে লইয়া বিদেশে পলায়ন কর। নতুবা অন্য কোন উপায় দেখি না।

সেই যুবা পুরুষের সহিত আমার সাতিশয় সদ্ভাব হইয়াছিল। কোশদাস এই রমণীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়! আপনি ত অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, বলুন দেখি, কোন দেশ ধনধান্যাদি ও ভদ্রলোকে পূর্ণ?"

আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলাম,—ভদ্র! বিশাল পৃথিবী; কত উত্তম দেশ, কত উত্তম জনপদ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! কিন্তু আমার কথা এই যে, এই দেশে যাহাতে উভয়ে সুখে থাকিতে পার, তাহার উপায় দেখিতেছি—যদি উপায় না পাই,

আমিই তোমাদিগের বাসযোগ্য উত্তম দেশের পথ দেখাইয়া দিব। এ কথার উত্তর পাইবার অগ্রেই অদূরে রত্ননূপুরের উচ্চ মধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। চন্দ্রসেনা সসম্ভ্রমে বলিলেন,—আর আমার দাঁড়াইবার সময় নাই—রাজকন্যা দেবীমন্দিরে আসিতেছেন, আমি চলিলাম,—তোমরাও এস; আহা চর্ম্মচক্ষু সার্থক কর; আজ এ উৎসবে রাজকন্যার দর্শন অবারিত; একবার সে অপূর্ব্ব রূপমাধুরী অবলোকন কর।

চন্দ্রসেনা দ্রুতপদে চলিল,—আমরা কথা কহিবার অবসর পাইলাম না,—কিন্তু তৎক্ষণাৎ চন্দ্রসেনার অনুবর্ত্তী হইলাম।

অধিক দূর যাইতে হইল না, চরণ—মন, দৃষ্টি দেহ এককালে সব স্থির হইল, অদূরে সেই অনিন্দ্য সুন্দরীকে অপূর্ব্ব আসনে আসীনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম—ভাবিলাম এ কি! ইনি কি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী? না, না; তা কেন? লক্ষ্মীর হস্তে পদ্মপুষ্প থাকে আর ইঁহার হস্তই যে পদ্মপুষ্প। দেব! আরও কত কি ভাবিলাম, কত কল্পনা, কত সুখ, কত দুঃখ, মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে জাগিয়া উঠিল, তাহা বলিতে পারি না। আমি ক্ষণে স্থির, ক্ষণে চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কেন, সহসা এত উন্মাদ কেন?—জিজ্ঞাসা করিবেন না—রাজকন্যা কন্দুকাবতীর সেই কন্দুকক্রীড়া, সেই করচরণের অপূর্ব্ব স্পন্দন—সেই চটুল নয়নের কুটিল দৃষ্টি, তুচ্ছ আমি, আত্মসম্বরণে অসমর্থ এবং অনিচ্ছুক হইলাম। রাজকন্যা আমাকে ফাঁদে ফেলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকেও ফাঁদে পড়িতে হইল। তাঁহার কন্দুকক্রীড়া সমাপন হইল, দেবীকে প্রণাম করিয়া সপরিজনে ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি বারবার পশ্চাতে পড়িতে লাগিল। আমি বীরপুরুষ সেই কটাক্ষ-বাণ

হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিতে লাগিলাম। রাজকন্যা আমার নিকট হইতে তাঁহার মন ফিরিল কি না বুঝি পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু কতক্ষণ, মুহূর্তের সুখ মুহূর্তেই লীন হইল—কন্দুকাবতী মুহূর্তমধ্যে কুমারীপুরে প্রবেশ করিলেন; উৎসবময় জনতাপূর্ণ প্রান্তরভূমি মুহূর্তমধ্যে নীরুৎসব জনমানব-শূন্য হইল।

সায়ংকাল, আকাশে চন্দ্র এবং কোশদাসের আলয়ে চন্দ্রসেনা উদিত হইলেন। চন্দ্রসেনা প্রণয়ীর স্কন্ধে আপন স্কন্ধ রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। কোশদাস রোমাঞ্চিত শরীরে বলিলেন,—"চিরজীবন যেন এই ভাবেই যায়!" আমি বলিলাম,—সখে! অবশ্যই যাইবে। কোশদাস বলিলেন, যদি ভীমধন্বা বাধা না দেয়।

আমি বলিলাম, সে ভয় কিছুই নাই। আমি এক প্রকার অঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি, সেই অঞ্জন পরিয়া চন্দ্রসেনা ভীমধন্বার নিকটে উপস্থিত হইলে, ভীমধন্বা ইহাকে বানরীর মত দেখিবে। তাহা হইলেই ত্যাগ করিবে। সুতরাং কোন চিন্তা নাই।

চন্দ্রসেনা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, প্রভু! ক্ষমা করিবেন, "ভাল করিতে পারি না, মন্দ করিতে পারি" মানুষকে বানর করিয়া দিবেন। মহাশয়! অঞ্জনে প্রয়োজন নাই, আমাদের দুঃখ রজনী অচিরেই যে প্রভাত হইবে, এমন সুযোগ আসিয়াছে। কোশদাস উৎকণ্ঠার সহিত বলিল, কি, কি সুযোগ প্রিয়তমে।

চন্দ্রসেনা বলিল, তবে বলি শুন; তোমার সখাকে দেখিয়া রাজকন্যা একেবারেই পাগল হইয়াছেন। তিনি ইহাকেই বিবাহ করিবেন। এ সংবাদ আমার মুখে শুনিয়া আমার জননী রাজ-মহিষীকে জানাইবেন, রাজমহিষী রাজাকে বলিবেন, তখন আর

কোন চিন্তা থাকিবে না; কন্যার অভিমত পাত্রকেই জামাতা করিয়া মহারাজ কৃতার্থ হইবেন। তোমার সখা দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজজামাতা হইবেন। রাজ্য— জামাতারই বশবর্ত্তী হইবে। যুবরাজ ভীমধন্বা ভগিনীপতির একান্ত আশ্রিত হইয়া পড়িবেন; এইরূপই দেবতার আদেশ। প্রিয়তম। তোমার সখা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলে, ভাব দেখি একবার, "তখন তুমিই বা কে, আর রাজাই বা কে? তখন ভীমধন্বা তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিবে না, আমরা নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগে কালযাপন করিতে পারিব। আর দুই চারি দিন অপেক্ষা কর।"

চন্দ্রসেনা আর বিলম্ব করিতে পারিল না। যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া আমাদের নিকট বিদায় লইল।

আমাদের সে রাত্রি নিদ্রা হইল না, দুই বন্ধুতে কত আশা, কত কল্পনা করিয়া নানা কথায় রাত্রি যাপন করিলাম।

দেব! দুঃখের আশঙ্কা ও সুখের আশা এ দু'য়ের মধ্যে সুখের আশাই অধিকতর যন্ত্রণাপ্রদ। মানুষকে এমন অধীর করিতে, অপদার্থ করিতে, প্রতিপদে দুঃখের অধীন করিতে, সুখের আশার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ জগতে নাই। আমি সেই সুখের আশায় বিহ্বল; এক এক মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে এক এক দীর্ঘ যুগ; কোন দিকেই মন স্থির হয় না; আমি তখন মনোবিনোদনের জন্য কন্দুকাবতীর উৎসব-উদ্যানে গমন করিলাম। কিয়ৎক্ষণের পর রাজপুত্র ভীমধন্বাও তথায় উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিবামাত্র রাজপুত্র অগ্রসর হইয়া অতিপ্রীতির সহিত আমার সহিত কথোপকথন করিলেন। তাঁহার অনুরোধে— তাঁহারই উদ্যান-ভবনে সে দিন আমার রাজোপচারে স্নানাহার

হইল. আহারান্তে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর এই সুখ-শয্যা, রাজপুত্রের ব্যবহারে আশার উৎকণ্ঠাও অনেকাংশে প্রশমিত; অবিলম্বেই নিদ্রাভিভূত হইলাম। স্বপ্ন দেখিলাম, প্রণয়সঙ্গিনী প্রিয়তমা কোমল বাহুলতায় আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। আনন্দের আতিশয্যে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বুঝিলাম, আমি সত্য সত্যই আলিঙ্গিত, কিন্তু এ আলিঙ্গন কোমল বাহুলতার কমনীয় বন্ধন নহে, কঠোর লৌহ-শৃঙ্খলের ভীষণ বন্ধন। ভীমরথ সম্মুখে দণ্ডায়মান। রোষকষায়িত-নয়নে ভীমরথ বলিল,—"অরে দুর্বৃত্ত! আমার গুপ্ত দূতী, চন্দ্রসেনার সকল কথাই শুনিয়াছি, কেমন তুই না আমার ভগিনীপতি হইবি, আমি তোর অধীন হইয়া থাকিব। আর তোর আদেশে চন্দ্রসেনা আমার হস্ত-বহির্ভূত হইবে। এখন শমন-ভবনে গিয়া বিবাহের বাসর কর।" আমাকে এই কথা বলিয়া প্রহরিগণকে বলিল,—অবিলম্বে ইহাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ কর। আমি অমন অতর্কিত বিপদে পতিত। প্রহরিগণ হৃষ্টচিত্তে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমি নীত হইয়া অবিলম্বে সমুদ্রগর্ভে মজ্জিত হইলাম।

---

(২)

দেব! কি বিপৎসঙ্কুল জীবনই কাটিয়াছে। এই এক বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হই, পরক্ষণেই অন্য বিপদ উপস্থিত হয়। কিন্তু করুণাময়ের অসীম করুণা—নতুবা সেই দুস্তর সমুদ্রগর্ভে সেই লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ অবস্থায় জীবন রক্ষা করা অসম্ভব। আমি

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবানের কৃপায় একখানি 'তক্তা' পাইলাম। ভাসমান তক্তায় ভর দিয়া আমার একমাস কাটিল। কিন্তু আর জীবন থাকে না,—সর্ব্বাঙ্গ অবশ ও চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। এমন সময়ে এক বাণিজ্যগামী জাহাজের কাপ্তেন আমাকে দেখিতে পাইয়া জাহাজে তুলিয়া লইল; বিস্মিত আমার শুশ্রূষা করিল। কিন্তু অপরাধী বোধ করিয়া আমার লৌহ শৃঙ্খল উন্মোচন করিল না। যা হউক, সে যাত্রা আমার প্রাণরক্ষা হইল। জাহাজ অধিক দূর যাইতে না যাইতে একদল জলদস্যু দ্রুতগামী সামুদ্রিক ক্ষুদ্র তরণী যোগে আসিয়া জাহাজ আক্রমণ করিল, দস্যুদলের আক্রমণে জাহাজের রক্ষী ও আরোহিগণ ভয়বিহ্বল হইল। তখন আমি কাপ্তেনকে বলিলাম —"মহাশয়! আমার শৃঙ্খল বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিন, আমি দস্যুদলকে পরাস্ত করিব।" কাপ্তেন আমার বন্ধন উন্মোচন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আমি বন্ধনমুক্ত হইলাম। কাপ্তেনের আদেশে জাহাজের রক্ষকগণ আমার অনুবর্ত্তী হইল। আমি অস্ত্র শস্ত্র ও কতিপয় রক্ষকে পরিবৃত হইয়া প্রচণ্ডবেগে দস্যুদলের প্রতি পতিত হইলাম। দস্যুদল আমাদের বেগ সহ্য করিতে পারিল না, পলায়নে বাধ্য হইল —আমি তখন দস্যু দলপতিকে ধরিয়া ফেলিলাম। জাহাজে আমার জয়ধ্বনি উঠিল; স্বয়ং কাপ্তেন আমাকে অত্যন্ত সম্মান করিতে লাগিলেন। এই দস্যুদলপতি আর কেহ নহে, সেই রাজপুত্র স্বয়ং ভীমধন্বা। ভীমধন্বা আমাকে চিনিতে পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল। আমি বলিলাম,—"কেমন হে রাজপুত্র! ভগবানের লীলা বুঝিলে কি? ভীমধন্বা সেই আমার বন্ধনশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া

রহিল। বায়ুবেগে জাহাজ ছুটিতে লাগিল। পালভরা জাহাজ—কাপ্তেন সামলাইতে পারিলেন না—বায়ুর জোরে ছুটিয়া এক দ্বীপে উপস্থিত হইল। অনেক দিনের পর আরোহিগণ—স্থল দেখিতে পাইয়া আনন্দ করিয়া উঠিল। জাহাজ লাগান হইল। অনেক আরোহীই দ্বীপে অবতরণ করিল, আমিও অবতরণ করিলাম; সেই দ্বীপ অতিমনোহর, নিকটেই পর্ব্বত—সুন্দর লতাপুষ্প ফলভারাবনত বনস্পতি, একটু ভ্রমণের ইচ্ছা হইল। সৌন্দর্য্যদর্শনে সময় জ্ঞান থাকিল না, পথের দিকেও লক্ষ্য রহিল না, একটু একটু করিয়া পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া পড়িলাম। তথায় গিয়া দেখি এক অপূর্ব্ব সরোবর। সরোবরে স্নান অনেক দিন ঘটে নাই—পরম আনন্দে সরোবরে স্নানাহ্নিক করিয়া একটু আধটু মৃণাল চর্ব্বণ করিলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ এই অব্যাহত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সুখ ভোগ করিতে হইল না। ক্ষণপরেই বিকটাকার ব্রহ্মরাক্ষস আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "কে তুই? কোথা হইতে আসিয়াছিস্?" আমি নির্ভীকচিত্তে বলিলাম, আমি ব্রাহ্মণ, এক শত্রু আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, এই বলিয়া তাহার পর যেরূপে প্রাণ রক্ষা হয়, ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত ব্রহ্মরাক্ষসকে বলিলাম।

ব্রহ্মরাক্ষস বলিল, তা যাই হউক, আমি চারিটী প্রশ্ন করিব, যদি তুমি তাহার উত্তর না দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।

আমি বলিলাম—জিজ্ঞাসা কর, দেখা যাক্ কি হয়।

ব্রহ্মরাক্ষস বলিল,—

১ম প্রশ্ন। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ক্রুর কি?

উত্তর। আমি বলিলাম, রমণীর মন।

২য় প্রশ্ন। কোন বস্তু গৃহস্থের প্রিয় ও হিতকর।

উত্তর। গৃহিণীর গুণ।

৩য় প্রশ্ন। কাম কাহাকে বলে?

উত্তর। মনের বিশ্বাস।

৪র্থ প্রশ্ন। অসাধ্য সাধনের উপায় কি?

উত্তর। বুদ্ধি।

ব্রহ্মরাক্ষসকৃত চারি প্রশ্নের উত্তর করিয়া আমি বলিলাম, ধূমিনী, গোমিনী, নিম্ববতী এবং নিতম্ববতীর বৃত্তান্ত এ বিষয়ের প্রমাণ।

ব্রহ্মরাক্ষস বলিল, তাহাদের বৃত্তান্ত কিরূপ বল

আমি বলিতে লাগিলাম,—ত্রিগর্ত্ত দেশের কোন গণ্ডগ্রামে তিন ভ্রাতা সপরিবারে একত্র বাস করিত। তাহাদের অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল। সেই সময় দৈবনিগ্রহে সে দেশে উপর্য্যুপরি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইল। সেই অনাবৃষ্টিতে দেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ। জলাশয়ে জল নাই, ক্ষেত্রে শস্য নাই, বৃক্ষে ফল নাই, উদ্যানে বৃক্ষ নাই। সেই ঘোরতর দুর্ভিক্ষে,—বন মরুভূমি, উদ্যান মরুভূমি, জলাশয় মরুভূমি, গ্রাম মরুভূমি হইল। মানব রাক্ষসপ্রকৃতি হইল, অনাহারে পিপাসায় নৈরাশ্যে অধীর হইয়া মানব মানবের রক্তমাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল, পতি পত্নীর মাংসশোণিতে দগ্ধ-উদরানল নির্ব্বাণে প্রবৃত্ত হইল। আমার বর্ণিত তিন ভ্রাতারও সেই দুর্দ্দশা, তাহাদের স্বচ্ছল অবস্থা বহুদিন ঘটিয়াছে, তৃণপর্য্যন্ত যতদিন ছিল, ততদিন তাহারা তাই ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আর চলিল না; পরিণামে তাহারাও রাক্ষস ভাব ধারণ করিল, পর্য্যায়ক্রমে এক এক ভ্রাতা পত্নীর মাংসশোণিত

ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী এবং মধ্যম ভ্রাতৃপত্নী উদরসাৎ হইলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপত্নী পরদিনের ভক্ষ্য বস্ত হইয়া রহিল।

কনিষ্ঠ প্রণয়ী প্রণয়িনীর এইরূপ বিপত্তি তিনি মনে করিতে পারিলেন না। সেই রাত্রিতেই পত্নীকে লইয়া তিনি পলায়ন করিলেন। কনিষ্ঠের নাম বঙ্কক এবং তদীয় পত্নীর নাম ধূমিনী। ধূমিনী কিয়দ্দূর গিয়াই চলিতে অক্ষম হইল, স্বামী আসন্ন বিপদের শঙ্কা করিয়া পত্নীকে স্কন্ধে করিয়া অতিকষ্টে পথ চলিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন অতিবাহিত হইল, অনাহারে প্রানত্যায় উভয়েই ক্লান্ত; কোথাও একবিন্দু জল নাই। ধূমিনী ক্ষুৎতৃষ্ণায় অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল। পতি নিজের কিঞ্চিৎ মাংস শোণিত দিয়া পত্নীর ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রশমিত করিলেন। কিন্তু এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে হইল না; পর দিনেই এক শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা অরণ্যভূমিতে উভয়ে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে এক ছিন্নপাদ ছিন্নহস্ত ছিন্নকর্ণ ছিন্ননাস অনাহারক্লিষ্ট পুরুষ,—বঙ্ককের কৃপাপাত্র হইল, তাহাকেও স্কন্ধে করিয়া তিনি এই অরণ্যে আনয়ন করিলেন। সেই অরণ্যই তাঁহাদের মনোমত বাসভূমি হইল। ফল-মূল, শাক-সবজী, পশু-পক্ষী, জলাশয়ের মৎস্য সে অরণ্যে অপর্য্যাপ্ত। তাঁহাদের অনাহার-যন্ত্রণা দূর হইল। বঙ্কক সেই আশ্রিত অকর্ম্মণ্য পুরুষকে আহার মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি ইঙ্গুদীফলের তৈল প্রস্তুত করিয়া সেই তৈল তাহার ক্ষতস্থানে লাগাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার ক্ষত শুষ্ক হইল। বঙ্ককের প্রদত্ত অনায়াসলভ্য প্রচুর আহারে সেই অঙ্গহীন পুরুষ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল—শরীর বেশ সতেজ হইল। একদিন বঙ্কক মৃগ অন্বেষণে গমন করিয়াছেন, ইত্যবসরে পাপীয়সী ধূমিনী

সেই অঙ্গহীন পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিল। অঙ্গহীন তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেও পাপীয়সী নিবৃত্ত হইল না। কিন্তু অঙ্গহীনের বাক্যমাত্র সম্বল, ভর্ৎসনা ভিন্ন অন্য উপায় করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। সুতরাং নিস্ফল বাক্যে কিছুই হইল না। বলবতী পাপীয়সীর সবল কৌশলে অঙ্গহীন বাধ্য হইয়া পড়িল। পাপীয়সী অঙ্গহীনকে বলিল,—"দেখ, তুমি যদি এ কথা আমার স্বামীর নিকটে ঘুণাক্ষরেও ব্যক্ত কর, তবে আমি তোমার উপর সমগ্র দোষ অর্পণ করিয়া তোমার দুর্দ্দশার একশেষ করিয়া দিব।"

কিছুক্ষণ পরে ধন্যক শ্রান্তক্লান্ত কলেবরে আসিয়া উপস্থিত। ধন্যক তৃষ্ণার্ত্ত, পানীয় জল পত্নীর নিকটে চাহিলেন। পত্নী শিরোবেদনার ভান করিয়া জল দিতে উঠিল না; কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য রজ্জু ও পাত্র দেখাইয়া দিল। ধন্যক কূপের নিকটে গিয়া অধোবদনে জল তুলিতেছেন, ইত্যবসরে পাপিষ্ঠা ধূমিনী অলক্ষ্যে তাঁহার পিছনে গিয়া সবলে ঠেলিয়া দিল, ধন্যক কূপে নিপতিত হইলেন। তখন ধূমিনী সেই অঙ্গহীন পুরুষকে স্বামী পরিচয় দিয়া স্কন্ধে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিল; এমন সতী আর নাই, এইরূপ ধূমিনীর ধন্য ধন্য প্রশংসা সর্ব্বত্রই হইতে লাগিল। এই প্রশংসাবাদ ক্রমে অবন্তিরাজার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি লোকমুখে জানিলেন, রমণী যথার্থই সতী, এই তরুণ বয়সে অমন অকর্ম্মণ্য অঙ্গহীন পতিকে স্কন্ধে করিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা ভরণপোষণের জন্য এত ক্লেশসহন, আপনার বিলাস বিভ্রমে উপেক্ষা,—কি সামান্য কথা, এ কি সামান্য রমণীর কাজ? এ রমণী যে সাক্ষাৎ সতী-সাবিত্রী।

রাজা পরম যত্নে বহু অর্থ প্রদান করিয়া সেই ধূমিনীকে রাজধানীতে বাস করাইলেন। ধূমিনী পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। ধূমিনী কিছু দিন পরে এক দিন দেখিল যে, তাহার স্বামী ধঙ্গক আহারের জন্য তাহার দ্বারে ভিক্ষার্থী। ধূমিনী ভাবিল, কি বিপদ্ !! ইহার মৃত্যু হয় নাই,—এখন কি করি, এই দুষ্ট আমাকে যদি কোন দিন চিনিতে পারে, তাহা হইলে আমার ত সর্ব্বনাশ করিবে। অতএব ইহার নিপাত সাধনই কর্ত্তব্য।"

রাজা ধূমিনীকে দেবতা জ্ঞান করিতেন। ধূমিনী রাজাকে জানাইল, যে দুরাত্মা আমার স্বামীর (অঙ্গহীন পুরুষের) হস্তপদ প্রভৃতি ছেদন করিয়াছে—সে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত, আমি তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারি। রাজার আদেশে ধূমিনীর নির্দ্দেশ মতে ধঙ্গক ধৃত হইলেন, তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তখন ধঙ্গক উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! অভিযোগকারিণী রমণীর পতিই আমার সাক্ষী, সে যদি বলে, আমি তাহার হস্তপদাদি কর্ত্তন করিয়াছি, তাহা হইলে আমাকে দণ্ড দিবেন। রাজা ধঙ্গকের এই প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। রাজার আজ্ঞায় অঙ্গহীন পুরুষ সাক্ষীর আসনে আনীত হইল। তখন সেই সরলচিত্ত অঙ্গহীন পুরুষ ধঙ্গককে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার পদতলে নিপতিত হইল; অনন্তর রাজসমক্ষে সমগ্র প্রকৃত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া ধঙ্গককে জিজ্ঞাসা করিল—মহাশয়! কূপ হইতে উদ্ধার পাইলেন কিরূপে? ধঙ্গক বলিলেন,—কূপে জল অল্প ছিল, আমি জলমগ্ন হই নাই; কিন্তু অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম; পড়িবার সময় দেখিয়াছিলাম, আমার স্ত্রীই আমাকে ঠেলিয়া দিল—আমি স্তম্ভিত-

ভাবে স্ত্রীচরিত্র ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে উদ্ধারের জন্য আর্তনাদ করিতে লাগিলাম, কিন্তু জনশূন্য অরণ্যে কে আমার কথা শুনিবে? একদিন কাটিয়া গেল; পরদিন একদল বণিক্ আসিয়া আমার উদ্ধার সাধন করিল।

রাজা এই সব কথা শুনিয়া এবং ধন্যকের প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুর্বৃত্তা ধূমিনীর কঠিন শাস্তি প্রদান করিলেন এবং ধন্যকের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন। তাই বলিতেছিলাম,—রমণীর মনই ক্রূর। অতঃপর ব্রহ্মরাক্ষসের জিজ্ঞাসায় গোমিনীবৃত্তান্ত আরম্ভ করিলাম।

দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চীনগরী, শক্তিকুমার কাঞ্চীনগরীর একজন বিখ্যাত বণিক্পুত্র। শক্তিকুমারের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর। শক্তিকুমার মনোমত বিবাহ অভিলাষী হইয়া দৈবজ্ঞের বেশে পাত্রী-অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন,—উত্তরীয়বস্ত্রে এক প্রস্থ ধান্য বাঁধিয়া লইলেন। অনেক দেশ ঘুরিলেন, অনেক কন্যা দেখিলেন, কিন্তু একটীও তাঁহার মনঃপূত হইল না; কেননা স্বজাতীয়া সুলক্ষণা কন্যা দেখিলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন—"ভদ্রে! এই এক প্রস্থ ধান মাত্র লইয়া নিজের অর্থ ব্যয় না করিয়া তুমি আমাকে সোপকরণ অন্ন ভোজন করাইতে পারিবে?" এ প্রশ্নের উত্তরে উপহাস ভিন্ন আর কিছুই তিনি শুনিতে পান নাই।

ক্রমে শক্তিকুমার শিবিদেশে উপস্থিত হইয়া একটী পাত্রী দেখিলেন; পাত্রীটী সুলক্ষণা রূপবতী এবং বনিয়াদী ঘরের কন্যা, তবে তখন কন্যার পিতার অবস্থা মলিন।

পাত্রীর নাম গোমিনী। পাত্রীটি দেখিয়া শক্তিকুমারের পছন্দ

হইল—তখন তিনি পূর্ব্বমত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এক প্রস্থ ধান্যে সোপকরণ অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমাকে আহার করাইতে পার কি না ?'

গোমিনী ভাব ভঙ্গীতে জানাইলেন, তিনি তাহা পারেন। গোমিনী শক্তিকুমারের হস্ত হইতে ধান্য লইয়া, তাঁহাকে পাদ-প্রক্ষালনের জল ও বসিবার আসন দিলেন।

শক্তিকুমার আসনে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগি-লেন। গোমিনী উদূখল মুষলে বা হামান দিস্তায় ধান্য ভাঙ্গাইয়া দাসীকে বলিলেন,—"এই তণ্ডুল এবং এই তুষ বিক্রয় করিয়া যে কড়ি পাইবে তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ, হাড়ী এবং দুইখানি শরা কিনিয়া আন।"

তখনকার কাল খুব সস্তা গণ্ডা, দাসী—তুষ বিক্রয় করিয়া অনায়াসেই ঐ সকল জিনিস লইয়া আসিল।

কন্যা—উপযুক্ত জল দিয়া অন্ন পাক করিলেন। অন্নের মাড় গালিয়া এক খানি নূতন শরায় ঢালিলেন। কএক খানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ জলসেকে নির্ব্বাণ করিয়া 'কয়লা' গুলি দাসীকে দিয়া বলি-লেন,—এই কয়লা বেচিয়া যে কড়ি পাইবে, তাহাতে একটু ঘৃত, কিঞ্চিৎ শাক, একটু দধি, একটু তৈল, লবণ, আমলকী ও তেঁতুল লইয়া এস।

"এখনকার লোক দু'কড়া বার কড়া কড়িতে এত জিনিসের ফরমাইস শুনিয়া হাসিতে পারেন বটে, কিন্তু সে কালের দাসী হাসিল না, সে ফরমাইস মত সব জিনিস আনিয়া দিল।"

কন্যা তখন তাহাতে ২।৩ খানি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। সেই অন্নের মাড় লবণ দিয়া সাঁতলাইয়া এক প্রকার সরবৎ করিলেন।

আমলকীর রস অম্লব্যঞ্জনে দিয়াছিলেন, আমলকীর ছিব্‌ড়া বাটীয়া তাহা এবং তৈল মাখিবার জন্য দাসীকে দিয়া পাঠাইলেন, আর বলিয়া দিলেন, "মহাশয় স্নান করুন।" শক্তিকুমার স্নান করিয়া আসিয়া দেখেন—আসনের সম্মুখে মার্জ্জিত স্থানে কদলীপত্র, তাহাতে অন্ন, অন্নের পার্শ্বে শাক ও অম্ল ব্যঞ্জন নূতন শরায় সরবৎ, পাত্রের নিকটেই দধি, ঘৃত ও লবণ। আসনের এক পার্শ্বে ভৃঙ্গ রপূর্ণ সুবাসিত জল; অপর পার্শ্বে সজ্জিত তাম্বূল। শক্তিকুমার আসনে বসিয়া সরবৎ পান করিয়া শীতল হইলেন, তাহার পর অন্ন, ঘৃত, লবণ, ব্যঞ্জন ও দধি যোগে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

শক্তিকুমার সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহে আনিলেন; কিন্তু যুবকের মনের গতি:—এমন রূপগুণশালিনী পত্নীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকিল না, এক বারাঙ্গনা অন্তঃপুরভাগিনী হইল। কিন্তু গোমিনী পত্নীর কিছুতেই বিরাগ নাই, তিনি পতিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিতেন। সেই বারাঙ্গনাকে স্নেহ করিতেন, আর আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহার যত্ন ত অপরিসীম। এত গুণে কে বাধ্য না হয়—শক্তিকুমার অচিরেই বশীভূত হইয়া পড়িলেন। শক্তিকুমার তাহাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্পদে সম্পন্ন হইলেন।

তাই বলি "পত্নীর গুণ গৃহস্থের প্রিয় ও হিতকর।"

ব্রহ্মরাক্ষসের জিজ্ঞাসায় নিম্ববতীর উপাখ্যান আরম্ভ করিলাম, বলভী সৌরাষ্ট্র দেশের রাজধানী। গৃহগুপ্ত বলভী নগরীর প্রধানতম পোতবণিক্। গৃহগুপ্তের কন্যা রত্নবতীকে মধুমতী নগরীর বণিক্‌পুত্র বলভদ্র বিবাহ করিবেন। কিন্তু বালিকা রত্নবতীর

সামান্য অপরাধে বিবাহের পরদিন হইতেই বলভদ্র শ্বশুরালয়ে যাওয়া আসা, দেখা-শুনা সকল ব্যাপার বন্ধ করিয়া দিলেন। রত্নবতী পতি-পরিত্যক্ত হইয়া রত্নবতী নামের পরিবর্ত্তে নিরবতী আখ্যা পাইলেন। আদরের রত্নবতী পিতা মাতা ভ্রাতা সকলের নিকটই তখন নিরবতী হইলেন। রত্নবতী ক্রমেই আপনার অবস্থা বুঝিয়া পতির জন্য দিবানিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। একদিন সে দেশের সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনে এক কল্পনা জাগিয়া উঠিল। রত্নবতী বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনীর চরণে শরণাগত হইলেন। সন্ন্যাসিনীর দয়া হইল, তিনি বলিলেন, মা! তোর চাই কি? রত্নবতী নিজের দুর্ভাগ্য জানাইয়া পতির সহিত পুনর্ম্মিলন প্রার্থনা করিলেন; মিলনের উপায়ও বলিয়া দিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনী রত্নবতীকে আশ্বাস দিয়া বলভদ্রের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "বৎস বলভদ্র! বলভী নগরীর নিধিপতিদত্ত এখন বণিকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার কন্যা অপূর্ব্ব সুন্দরী কনকবতী। কনকবতীর মাতা তোমাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন।"

বলভদ্র,—নানা রকম ভাবিয়া বিকেলে নিধিপতিদত্তের ভবনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনী। নিধিপতিদত্তের ভবনে কনকবতী ও রত্নবতী ক্রীড়া করিতে ছিলেন—রত্নবতীর তখনকার বেশভূষা কনকবতীর বেশভূষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বলভদ্র অনেক দিন না দেখিয়া রত্নবতীর আকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—আজ রত্নবতীকেই তিনি কনকবতী বলিয়া বুঝিলেন, সন্ন্যাসিনীর কথাতে প্রতীতি আরও দৃঢ় হইল। কনকবতী রত্নবতীর সখী, কনকবতীর মাতা রত্নবতীর সখী-মাতা; সে সম্বন্ধে বলভদ্র

তাঁহার জামাতা। জামাতা বলিয়া বিশেষতঃ সন্ন্যাসিনীর ইঙ্গিতে নিধিপতিদত্তের পত্নী বলভদ্রের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। বলভদ্র আপ্যায়িত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু মনকে ফি রাইতে পারিলেন না। এইদিনে তিনি কনকবতীভ্রমে রত্নবতীর সহিত দুই চারিটী সরস মধুরালাপ করিয়াই মজিয়া গেলেন। বলভদ্র ছলে কৌশলে নিধিপতিদত্তের ভবনের দিকে মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। কনকবতীরূপে পরিচিতা রত্নবতীর সহিত বলভদ্রের ক্রমে গাঢ় প্রণয় হইল। একদিন রজনীযোগে পূর্ব্বসঙ্কেত মত বলভদ্র রত্নবতীকে লইয়া চম্পট দিলেন। বলভদ্রের বিশ্বাস,—তিনি নিধিপতিদত্তের কন্যা কনকবতীকে কুল-ত্যাগিনী করিয়াছেন। বলভদ্র ভয়ে দেশ ছাড়িয়া খেটকপুরে বাস করিলেন। সেখানে সামান্যধনে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া বলভদ্র ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন। এদিকে রত্নবতীর সহীনবনে বলভদ্রের ঘন ঘন আগমন, বলভদ্র ও রত্নবতীর একদিনেই অদর্শন এবং বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর সাক্ষ্যে লোকের বিশ্বাস হইল যে,—বলভদ্রই রত্নবতীকে গ্রহণ করিয়াছে—অনেক দিন ত্যাগ করিয়া রাখিয়া পুনর্গ্রহণের জন্য লোকলজ্জা-ভয়েই বলভদ্র একটু গা ঢাকা দিয়া আছে। এই বিশ্বাসে রত্নবতীর ও বলভদ্রের কেহ বড় একটা খোঁজখবর লইল না।

খেটকপুরে বলভদ্রের গৃহে এক ক্রীতদাসী ছিল, সে তাহার সকল দাস দাসী অপেক্ষা পুরাতন ও বিশ্বাসী। বিশ্বাসপাত্র বলিয়া বলভদ্র যে নিধিপতিদত্তের কন্যা কনকবতীকে বহিষ্কৃত করিয়া আনিয়াছেন, ক্রীতদাসী তাহাও কোন সময় কর্ত্তা-গিন্নীর নিকটে শুনিয়াছিল। ক্রীতদাসী একদিন নিজের কর্কশতা-দোষে

বলভদ্রের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রতিহিংসার উদ্দেশে বলভদ্রের পরস্ত্রী-হরণের কথা রাজ্যমধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিল।

দণ্ড-রাজা ইহা শুনিয়া ঘোষণা করিলেন, বলভদ্র নিধিপতিদত্তের কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়া এই নগরীতে বাস করিতেছে। তাহার সম্বন্ধ হরণে কেহ যেন প্রতিকূল হন না। এ ঘোষণা শুনিয়া বলভদ্র একান্ত ভয় পাইলেন।

রত্নবতী পতিকে ভীত ও বিষণ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়তম! এত বিষাদের কারণ কি?

বলভদ্র বলিলেন, আমাদের গুপ্তকথা ক্রীতদাসী ব্যক্ত করিয়াছে আমি অপরাধী—আমাকে দণ্ডভোগ করিতেই হইবে।

রত্নবতী বলিলেন, ভয় নাই, বিষণ্ন হইও না। তুমি সর্ব্বত্রই বলিও—ইনি আমার পরিণীতা ভার্য্যা,—নিধিপতিদত্তের দুহিতা নহেন, বিশ্বাস না কর, বলভীতে লোক পাঠাও।

বলভদ্র তাহাই করিলেন।

নগরাধিপতি, চর পাঠাইয়া জানিলেন—বলভদ্রের সঙ্গিনী রত্নবতী, তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী। গৃহগুপ্ত ও কন্যা-জামাতার, স্থিরতর সন্ধান পাইয়া তথায় আসিলেন। সকলেই জানিল,—ইনি কনকবতী নহেন,—রত্নবতী। সব গোল মিটিল; পতিপত্নীর প্রণয়ও যেমন ছিল তেমনই থাকিল; বলভদ্র কনকবতী ভাবিয়াই রত্নবতীতে প্রণয় করিয়াছিল। সুখী হইয়াছিল—তাই বলি মনের কল্পনাই কাম।

অনন্তর আমি ব্রহ্মরাক্ষসের জিজ্ঞাসায় নিতম্ববতীর বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলাম।

কলহকণ্টক মথুরানগরীর প্রসিদ্ধ লম্পট। একখানি চিত্রপটে

নিতম্ববতীর চিত্রিত সৌন্দর্য্য-দর্শনে কলহকণ্টক একেবারেই অধীর হইয়া পড়ে। চিত্রকরের নিকট নিতম্ববতীর পরিচয় পাইয়া কলহ-কণ্টক তাহার উদ্দেশে উজ্জয়িনী যাত্রা করিল। নিতম্ববতী তরুণী, অনন্তকীর্ত্তি নামে সমৃদ্ধিশালী বৃদ্ধবণিক নিতম্ববতীর স্বামী ; বাস-স্থান উজ্জয়িনী। কলহকণ্টক উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়া ভার্গব নামে পরিণত হইল। ভার্গব ভিক্ষাচ্ছলে অনন্তকীর্ত্তির ভবনে গিয়া নিতম্ববতীর রূপলাবণ্য দর্শনে নয়ন সার্থক করিল। নয়ন সার্থক হইল বটে, মনের জ্বালা কিন্তু দ্বিগুণ বাড়িল। কলহকণ্টক নিতম্ববতীকে ভজাইবার নিমিত্ত দূতী নিযুক্ত করিল, কিন্তু কিছুই হইল না, কলহকণ্টক বুঝিল ; এরূপে ইহাকে হস্তগত করা যাইবে না। তখন সে অন্য উপায় মনে মনে স্থির করিয়া নাগরিকগণের নিকট শ্মশানরক্ষার ভার লইল। কলহকণ্টকের "তদ্ধ্যানং তজ্জপঃ" নিতম্ববতীর জন্য কলহকণ্টকের কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান নাই, বুঝি মরণকেও তাহার ভয় নাই। এবার নিতম্ব-বতীকে পাইবার জন্য কলহকণ্টক এক ভিখারিণীকে নিযুক্ত করিল। ভিখারিণী মধুরকণ্ঠী,—ভিখারিণীর কথা যেমন মিষ্ট, গান ততোধিক মধুর। দুই চারিদিন নিতম্ববতীর নিকটে গিয়া ভিখারিণী তাহার বড়ই প্রীতি আকর্ষণ করিল। দু'টী একটী করিয়া মনের কথা চলিতে লাগিল ; সরল নিতম্ব-বতী ভাবিলেন,—আহা! ভিখারিণীর মন কি সরস, তাহার প্রাণ আমার জন্যই সতত ব্যাকুল। কথায় কথায় ভিখারিণী নিতম্ববতীকে একদিন বলিল, তুমি, সন্তান পাইবার জন্য কোন ঔষধ ব্যবহার কর, অবশ্যই সন্তান হইবে ; এত যে তোমার ঐশ্বর্য্য, একটী সন্তান না হইলে এ সমস্তই যে বৃথা।

নিতম্ববতী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, আমার কি তেমন অদৃষ্ট হইবে?

ভিখারিণী বলিল,—যদি অনুমতি হয় ত আমি একটু চেষ্টা করি।

নিতম্ববতী সম্মত হইলেন। পরদিন ভিখারিণী আসিয়া বলিল,—আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, এক মহাপুরুষ বলিয়াছেন, তোমাকে ঔষধ দিবেন, কিন্তু নিশীথসময়ে একবার উদ্যানে যাইতে হইবে, আমি সঙ্গে থাকিব, কোন ভয় নাই।—তিনি বলিয়াছেন, তোমার চরণ মন্ত্রপূত করিতে হইবে, তাহার পর তুমি কৃত্রিম প্রণয়-কোপের বশবর্ত্তিনী হইয়া পতিকে পদাঘাত করিবামাত্র পতির অপূর্ব্বশক্তি হইবে, তাহাতেই তোমার সুসন্তান লাভ হইবে।

ভিখারিণীর কথায় সরলা নিতম্ববতীর অবিশ্বাস নাই, নিতম্ববতী স্বীকার করিলেন। ভিখারিণীর সঙ্কেতমত কলহকণ্টক নিশীথে উদ্যানে উপস্থিত হইল। নিতম্ববতীও ভিখারিণীর সঙ্গে উদ্যানে গেলেন। নিতম্ববতী সন্ন্যাসি-বেশধারী কলহকণ্টককে প্রণাম করিয়া কলহকণ্টকের আদেশে সভয়ে কম্পিত কলেবরে—বাম-পদ বাড়াইয়া দিলেন। কলহকণ্টক মন্ত্রপূত করিবার ছলে সেই চরণ আকর্ষণ করিয়া সত্বর নূপুর খুলিয়া লইলেন। নিতম্ববতী তখন ভাবিলেন—বোধ হয় মন্ত্রপূত করিতে হইলে নূপুর উন্মোচন করিতে হয়, কিন্তু এ সব চিন্তা আর অধিকক্ষণ করিতে হইল না। কলহকণ্টক শীঘ্রহস্তে নিতম্ববতীর বাম উরুদেশে অনতিগভীর ছুরিকাঘাত করিয়া আর সেই নূপুর লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। ভিখারিণীও সরিয়া পড়িল।

নিতম্ববতী তখন হতবুদ্ধি হইলেন। সত্বর বাড়ীর ভিতরে গেলেন, উরুদেশের রক্ত ধৌত করিয়া পটী বাঁধিলেন, এক পায়ের নূপুর খুলিয়া রাখিয়া রোগের ছল করিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন। কলহকণ্টক পরদিনে বলিতে লাগিলেন, উজ্জয়িনীতে ডাকিনী আছে। সে দিবসে কুলবধূর ন্যায় থাকে, আর রাত্রিকালে শ্মশানে আসিয়া শবদেহ ভক্ষণ করে। আমি প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করি—এতদিন কিছুই করিতে পারি নাই; গতরাত্রে তাহার উরুদেশে ছুরিকাঘাত করিয়াছি, আর এই নূপুর কাড়িয়া লইয়াছি। ছুরিকাঘাত-চিহ্ন এবং নূপুরের নিদর্শনে কে যে ডাকিনী, তাহা স্থির করা সকলের কর্ত্তব্য।

এই কথা প্রচার হওয়া মাত্র উজ্জয়িনীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এক নগররক্ষী নূপুর লইয়া এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিতে লাগিল ক্রমে নগররক্ষী অনন্তকীর্ত্তির নিকট সেই নূপুর লইয়া উপস্থিত হইল। অনন্তকীর্ত্তি বুঝিলেন,—এ নূপুর ত আমার পত্নীর। তিনি মনের কথা মনে রাখিয়া পত্নী নিতম্ববতীকে দুই পায়ের নূপুর দেখাইতে বলিলেন, নিতম্ববতী তাহা পারিলেন না। তখন তিনি তাহার উরুদেশের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখেন,—ছুরিকাঘাতেরও চিহ্ন আছে। বৃদ্ধ ভীত হইলেন, ইচ্ছা হইলেও গোপন করিতে পারিলেন না। তখন নগরস্থ জনসাধারণের অভিপ্রায়-অনুসারে নিতম্ববতী ডাকিনী অপবাদে শ্মশানে পরিত্যক্তা হইলেন। নিরপরাধ নিতম্ববতী তখন নিরুপায়। নিশীথে নিতম্ববতী বহুতর বিলাপ করিয়া উদ্বন্ধনে উদ্যতা হইলেন। তখন শ্মশান-রক্ষক কলহকণ্টক নিতম্ববতীর নিকট যাইয়া কত অনুনয় কত বিনয় করিল, কত মধুর বচনে কত সান্ত্বনায় কত প্রলোভনে যে

অনন্তোপায় নিতম্ববতীর মন ভুলাইল, তাহা সেই কলকণ্টকই জানে। তাই বলিতেছিলাম, "বুদ্ধিই অসাধ্য সাধনের উপায়।"

ব্রহ্মরাক্ষস এই সকল কথা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া আমার প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে আমার গাত্রে পুষ্পবৃষ্টি হইল—কিন্তু পরক্ষণেই—বুঝিলাম, পুষ্পবৃষ্টি নহে—আকাশ হইতে মুক্তা ও জলবিন্দু পতিত হইল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি,—একটা রাক্ষস এক রমণীকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর রমণী ছট্ফট্ করিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, রমণীর অনিচ্ছায় দুর্বৃত্ত রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। আমি তখন অস্ত্র-শস্ত্র হীন এবং আকাশে গতিশক্তিও আমাদের নাই—এই বলিয়া আমি আক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মরাক্ষস আমার প্রিয় কামনায় আকাশে উঠিয়া রাক্ষসকে আক্রমণ করিল। রাক্ষসও নিরুপায় হইয়া রমণীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। আমি সেই দিকেই চাহিয়াছিলাম—রমণীকে পতিত হইতে দেখিয়া বাহু-প্রসারণ করিয়া তাহাকে ধারণ করিলাম। এদিকে রাক্ষস ও ব্রহ্মরাক্ষস উভয়ে আঘাত প্রত্যাঘাত করিয়া উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আমি সেই অচৈতন্য রমণীকে সরোবরের শষ্পাচ্ছাদিত সুকোমল পুলিনে শয়ন করাইয়া দেখিলাম, এ যে আমারই হৃদয়েশ্বরী কন্দুকাবতী। আমি উদভ্রান্ত হইয়া তাঁহার মুখে, চক্ষুতে, জল সেচন করিলাম, ধীরে ধীরে কমলদলে ব্যজন করিতে লাগিলাম, আমার চৈতন্যের সহিত তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল,—প্রিয়তমা নয়ন উন্মীলন করিলেন, আমার দিকে চাহিয়া একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন,

আবার চাহিয়া অতি-ক্ষীণ-স্বরে বলিলেন, না স্বপ্ন নহে, সত্যই আমার হৃদয়েশ্বর! দয়াময়ীর অপার দয়া।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রিয়তমে! এ দুর্দ্দশা তোমার কিরূপে ঘটিল? কন্দুকাবতী বলিলেন, আমি যখন শুনিলাম, আমার দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতা তোমাকে সমুদ্রমধ্যে ডুবাইয়া মারিয়াছে; তখন আমার আর জীবন-ধারণ নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল। আমি প্রাণ-পরিত্যাগের কামনায় সকলের অজ্ঞাতসারে ক্রীড়া-কাননে প্রবেশ করিলে, ঐ রাক্ষস সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে ভজনা করিতে চাহিল, আমি তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে ছিল, তাহার পর করুণাময়ীর করুণায় যেখানে যাইবার, সেই স্থানেই আসিয়াছি।

তখন আমার কথাও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সমস্ত বলিলাম, কিন্তু আর বিলম্ব করিলাম না—সত্বর আসিয়া জাহাজে আরোহণ করিলাম। কাপ্তেন আমার জন্যই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তখন বায়ু আমাদের গমনের উপযুক্ত। জাহাজ খুলিয়া দিল, একদিনেই দামলিপ্ত নগরে আমরা উপস্থিত হইলাম।

আমরা আসিয়া শুনিলাম,—রাজ্যময় হাহাকার; এককালে কন্যা পুত্র উভয়ের নিরুদ্দেশে রাজা রাণী প্রায়োপবেশনে চলিয়াছেন। অনেক প্রজাও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইতে উদ্যত, গৃহে গৃহে ক্রন্দন-ধ্বনি। আমি দ্রুতপদে রাজা রাণীর সম্মুখীন হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম এবং তাঁহাদের কন্যা-পুত্র তাঁহাদের হস্তেই অর্পণ করিলাম। তখন রাজা রাণীর আনন্দের

সীমা রহিল না, কন্দুকাবতীর সহিত আমার বিবাহ দিলেন, ভীমধন্বা আমার নিতান্ত অনুগত হইল, আমার আদেশে ভীমধন্বা চন্দ্রসেনাকে কোষদাসের হস্তে অর্পণ করিল।

এখন আমরা সিংহবর্ম্মার সাহায্যের জন্য এখানে আসিয়াই সৌভাগ্যক্রমে প্রভুর দর্শনলাভ করিলাম।

রাজবাহন বলিলেন, দৈবলীলা অপূর্ব্ব, উপযুক্ত সময়ে পুরুষকারেরও অনেক ফল হইয়াছে।

অনন্তর মন্ত্রগুপ্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত—কীর্ত্তনে ইঙ্গিত করিলেন। মন্ত্রগুপ্ত নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন আরম্ভ করিলেন।

মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

সপ্তম উচ্ছ্বাস

মন্ত্রগুপ্ত-চরিত।

(বক্তা মন্ত্রগুপ্ত।)

(১)

হে রাজাধিরাজনন্দন! চারিদিকে আপনার অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে কিছুদিন পরে কলিঙ্গদেশে গমন করিলাম। তথায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সায়ংকালে কলিঙ্গ নগরের দূরবর্ত্তী কোন এক শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে দুর্গম অরণ্য, আর যাইতে পারিলাম না। ক্ষুৎপিপাসায় শরীর

অত্যন্ত ক্লান্ত, চিত্ত বিষণ্ন। শ্মশান-নিকটবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড তরুতলে উপবেশন করিলাম, বসিবামাত্রই নিদ্রা আসিয়া আক্রমণ করিল। সেই তরুতলে পত্র বিছাইয়া শয়ন করিলাম। শয়ন করিবামাত্রেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নিদ্রিত হইলাম। জানি না, কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, উঠিয়া দেখি,—জগজ্জননী মহাকালীর কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলরাশির স্থায় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, অত্যন্ত হিম পড়িতেছে, ক্ষণে ক্ষণে শীতল বাতাস আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া দিতেছে, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ; যেন এ সংসারে একটীও প্রাণী নাই। অনুমানে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। এখন কোথাই বা যাই, কিই বা করি, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি। এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, "হায়! আমরা কি দুর্ব্বৃত্তের দাসশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছি, ইহার সময়া-সময় জ্ঞান নাই, যখন তখন আমাদিগকে কুৎসিত কর্ম্মে নিযুক্ত করে, বারম্বার আমাদিগকে যন্ত্রণা দেয়, আর অকারণ এই বিষম যাতনা সহিতে পারি না। দীনপালক! ভগবন! আপনি ত অনেক দয়ালু মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, হায়! তাঁহাদিগের মধ্যে কি এমন একজনও নাই,—যিনি এই দুর্ব্বৃত্ত কাপালিকের হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করেন, আর এই কাপালিকের সমস্ত সিদ্ধি পণ্ড করিয়া দেন।"

কিঙ্কর-কিঙ্করীর এই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভাবিলাম, "এই কাপালিকই বা কে? ইহার সিদ্ধিই বা কি? আর এই কিঙ্কর-কিঙ্করীই বা কি করে?" ইহা দেখিতে হইবে। এই কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া যেদিক্ হইতে আর্ত্তনাদ আসিতেছিল, সেই দিকে গমন করিয়া দেখিলাম যে, এক ভীষণ কাপালিক আপনার

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে শ্বেত সর্ষপ প্রভৃতি হোমোপযোগী দ্রব্য সকল নিক্ষেপ করিয়া হোম করিতেছে। এই কাপালিকের সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম-লেপন, অঙ্গের স্থানে স্থানে মনুষ্যের অস্থি-নির্ম্মিত মালা। ইহার মস্তকের কেশ ও জটাসকল পিঙ্গল বর্ণ। কাপালিকের সম্মুখে কিঙ্কর হাত যোড় করিয়া বলিতেছে "আজ্ঞা করুন, এখন আমায় কি করিতে হইবে?" কিঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই নীচাশয় কাপালিক তাহাকে আজ্ঞা করিল, "যাও কলিঙ্গাধিপতি কর্দ্দনের কন্যা কনকলেখাকে অন্তঃপুর হইতে অচিরাৎ এখানে আনয়ন কর।" কিঙ্করও তৎক্ষণাৎ কন্যান্তঃপুর হইতে কনকলতাকে সেইখানে আনয়ন করিল। তখন সেই অপূর্ব্বসুন্দরী কন্যা ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"হা তাত! হা মাতঃ! তোমরা এ বিপদের সময় কোথায় রহিলে, একবার আসিয়া দেখ, তোমার কন্যা কনকলেখা আজ দুরাচার কাপালিকের হস্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে।" রাজকন্যা এইরূপ আক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

তখন সেই কাপালিক কনকলেখার কেশাকর্ষণ করিয়া অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার হাত হইতে অসি কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারাই—কাপালিকের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলাম। ছিন্ন মস্তকটী নিকটবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড সাল বৃক্ষের কোটরে নিক্ষেপ করিলাম।

আমার এইরূপ অসম সাহসিক কার্য্য দেখিয়া কিঙ্কর আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"মহাশয়! এই কর্য্যের তাড়নায় আমরা একদিনের তরে তিলমাত্রও ঘুমাইতে পারি নাই।

এই দুর্বৃত্ত সর্বদা আমাদিগকে তাড়না করিত, ভয় দেখাইত এবং কুকার্য্য করিবার জন্য আদেশ করিত। যদি আমরা এর কথামত কার্য্য করিতে অসম্মত হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইত। আপনি ইহাকে বধ করিয়া আমাদের যার পর নাই মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। এখন এই নরাধম যমালয়ে গমন করিয়াছে। সেখানে মহা-পাতকীদিগের অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করুক। এখন আমার অভিলাষ এই যে,—আপনার কোন হিতকর কার্য্য সম্পাদন করি, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, আদেশ করুন,—আপনার কোন কার্য্য সম্পাদন করিব? আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি।” এই বলিয়া কিঙ্কর আমাকে প্রণাম করিল।

তখন আমি তাহাকে বলিলাম, “সখে। যে ব্যক্তি অল্প উপ-কৃত হইয়াও অধিক উপকার করিবার চেষ্টা করে, সেই লোকই সাধু। ভাই। আমি ত তোমার এমন কোনও মহৎ উপকার করি নাই যে, তুমি আমার উপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তবে যদি তোমার নিতান্ত উপকার করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক কাজ কর। দেখিতেছি এই কন্যা যুবতী, যৌবন-ভারে দেহ অবনত, কোনরূপ ক্লেশ সহিতে পারেন না। বোধ হইতেছে, কাপালিকের অপমানে নিতান্ত মর্ম্ম-পীড়িতা হইয়াছেন। তুমি এখনই এই কন্যাকে যেখান হইতে আনয়ন করিয়াছ, অচিরাৎ সেইখানে লইয়া যাও। ইহা ব্যতিরেকে আর আমার চিত্ত প্রফুল্লকর কোন কার্য্য নাই।”

আমার এই কথা শুনিয়া অনিন্দ্য-সুন্দরী কনকলেখা আকর্ণ-

বিস্তৃত ইন্দীবরসদৃশ নয়নদ্বয় বিস্তার করিয়া আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! কেন এই দাসীকে কালের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রণয়-পবন-বিক্ষোভিত উৎকণ্ঠা-তরঙ্গ-সঙ্কুল ভীষণ অনঙ্গ-সাগরে নিক্ষেপ করিতেছেন। আমাকে আপনার চরণ-কমলের রেণু বলিয়া জানুন। যদি এই দাসীর উপর আপনার দয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেন এ দাসী কখনও আপনার পাদপদ্মসেবনে বঞ্চিতা না হয়। আপনি এ দাসীর সহিত কন্যান্তঃপুরে চলুন। সেখানে আমার সহচরীরা এ দাসীর অত্যন্ত অনুরক্তা; কেহই আমাদের এ গুপ্ত প্রণয়ের কথা প্রকাশ করিবে না। আর যাহাতে অন্য কেহ এ কথা জানিতে না পারে, সে বিষয়েও তাহারা সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করিবে।"

আমি তাহার এইরূপ প্রণয়সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মদন-পীড়িত হইলাম, ও কিঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম "এই ঘননিতম্বিনী যাহা বলিলেন, আমি যদি তাহা না করি, তাহা হইলে মদন এখনই আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি এখনই এই মৃগলোচনার সহিত আমাকে কন্যান্তঃপুরে লইয়া চল।" নিশাচর-কিঙ্করও তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে কন্যান্তঃপুরে লইয়া গেল। আমি চন্দ্রাননার আদেশক্রমে কন্যান্তঃপুরে এক নির্জ্জন গৃহে অধৈর্য্যভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তখন আমার প্রিয়তমা কনকলেখা, গাঢ়-নিদ্রাভিভূতা সহচরীদিগের গাত্র ঠেলিয়া জাগাইলেন এবং তাহাদিগের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। তখন সহচরীরা আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "মহাশয়! আমাদিগের সখী কনকলেখা যখনই আপনাকে দেখিয়াছেন, তখনই আপনার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া একে-

বারে অধৈর্য্য হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মদন, প্রেমানল সাক্ষী করিয়া ইঁহাকে আপনার করে সমর্পণ করিয়াছেন; আর আমাদিগেরও বোধ হইতেছে যে, আপনিও আমাদের সখীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। অতএব এই রমণীরত্নকে গান্ধর্ব্ব বিধিমতে বিবাহ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করুন।" এই কথা বলিয়া সহচরীরা প্রস্থান করিল। আমিও আমার প্রিয়তমার পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে মনোহর বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময় কলিঙ্গরাজ সমস্ত পরিবারবর্গ ও সমস্ত নগরবাসীর সহিত কিছুদিনের জন্য সাগরতীরের সমীপবর্ত্তী কোন এক কাননে বিহার করিতে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আমিও তাঁহাদিগের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিলাম। সেই অতিমনোহর কাননে কলিঙ্গরাজ কামোন্মত্ত হইয়া স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গীতাদি শ্রবণ এবং তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ায় উন্মত্ত। এমন সময় হঠাৎ অন্ধ্রাধিপতি জয়সিংহ সসৈন্যে প্রচ্ছন্নভাবে কলিঙ্গ-রাজকে আক্রমণ করিল এবং সবলে তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। উঁহাদের সহিত আমার প্রণয়িনীও সহচরীগণসহ বন্দিনী হইলেন।

তখন আমি প্রিয়া-বিরহে অত্যন্ত কাতর হইলাম, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলাম। প্রিয়তমার সৌন্দর্য্য, গুণ ও প্রণয় আমার একমাত্র ধ্যেয় বস্তু হইল। আমি তখন ভাবিলাম, "প্রিয়-তমা, পিতা মাতার সহিত শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন। অন্ধ্ররাজ তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নিয়তই চেষ্টা করিবে, আর যদি চেষ্টায় কোন ফল না হয়, তাহা হইলে তাহাকে অশেষবিধ যাতনা দিবে। কিন্তু সেই সতী যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া নিশ্চয়ই

বিষভক্ষণে অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হউক আত্মহত্যা করিবে। তাহা হইলে আমিও এ শূন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। ইহাই দৃঢ়তর সঙ্কল্প।"

এইরূপে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, অঙ্গদেশের এক ব্রাহ্মণ আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নানা কথা কহিবার পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়। আপনি বলিতে পারেন,—অঙ্গাধিপ জয়সিংহ বন্দীদিগের সহিত কিরূপ আচরণ করিতেছেন? আমার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিল— "মহারাজ জয়সিংহ, কলিঙ্গরাজ কর্দ্দমকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিয়া বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। কলিঙ্গরাজকন্যা কনকলেখাকে প্রেমচক্ষে দেখিয়া, তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সেই কন্যার উপর কোন এক যক্ষের আবেশ আছে, এই জন্য কোন পুরুষ তাহার নিকটে যাইতে পারে না। রাজা অনেক ওঝা আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না"। ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অমি কিঞ্চিৎ আশা পাইলাম। ব্রাহ্মণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। আমিও সেই শ্মশানে উৎপন্ন এক বৃহৎ সাল বৃক্ষের কোটর হইতে কতকগুলি জটা বাহির করিলাম, সেই সকল জটা মস্তকে পরিধান করিলাম, আর কতকগুলি ছেড়া নেকড়া সংগ্রহ করিয়া, সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করিলাম, ক্রমে অনেকগুলি 'চেলা'ও জুটাইলাম। নানাবিধ অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার দেখাইয়া লোকদিগকে প্রতারণা করিতে লাগিলাম, তাহাতে প্রচুর খাদ্য ও বস্ত্র পাইলাম, এই সকল খাদ্য ও বস্ত্র

আমার শিষ্যদিগকে প্রদান করিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অঞ্জনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অঞ্জনগরের অনতিদূরে সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ এক মনোরম সরোবরের তীরে আশ্রম স্থাপন করিলাম।

এদিকে আমার চতুর শিষ্যেরা নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরবাসীদিগের নিকটে আমার সমস্ত অদ্ভুত কার্য্যের গল্প করিতে লাগিল। তাহারাও দলে দলে আমার আশ্রমে আসিতে লাগিল। আমি তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও ঔষধ প্রদান করিতে লাগিলাম, কাহারও বা হস্ত দেখিয়া, কাহারও বা ললাট দেখিয়া তাহাদিগের ভাবী উন্নতির পথ বলিয়া দিতে লাগিলাম। ইহাতে নগরবাসীরা চারিদিকে এইরূপে আমার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল,—"পুরাতন অরণ্যের নিকটে সরোবর তীরে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি সমস্ত উপনিষদ্ ও ষড়ঙ্গ বেদ অবগত আছেন। যিনি যে সকল শাস্ত্রার্থ অবগত নহেন, তিনি তাঁহার নিকট হইতে সেই সকল শাস্ত্রের অর্থ জ্ঞাত হইতেছেন। তিনি সত্য বই কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন দয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম চরিতার্থ হইয়াছে। তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া চিকিৎসকের দুঃসাধ্য অনেকের অনেক ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। ভূতাদি-চিকিৎসকেরা বহুকাল দেখিয়াও যে সকল পিশাচাদিকে তাড়াইতে সক্ষম হন নাই, তিনি ক্ষণমাত্র দর্শন করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার শক্তি যে কত, কেহই তাহা বলিতে সক্ষম নহেন। তাঁহার কণামাত্রও অহঙ্কার নাই।

এই কথা লোকের মুখপরম্পরায় রাজার কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজাও, যে যক্ষ কনকলেখাকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইয়া কনকলেখাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় প্রতিদিনই আমার আশ্রমে আসিয়া শিষ্যদিগকে অতিশয় আদরের সহিত পূজা করিয়া অর্থের দ্বারা বশীভূত করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন কাটাইয়া আপনার মনোভাব প্রকাশ করিল, আমাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া কনকলেখাধিষ্ঠিত যক্ষকে দূর করিতে বলিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম,—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, ধ্যান করিয়া দেখি, কি করিতে হইবে।" এই বলিয়া কপট ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তাহাকে বলিলাম—"মহাশয়! সেই সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যারত্ন লাভ করা আপনারই উচিত; কিন্তু কন্যাধিষ্ঠিত যক্ষ কোন চিকিৎসককে কন্যার নিকট যাইতে দিবে না। পরন্তু আমি এক উপায় স্থির করিব, যাহাতে সেই যক্ষ, কন্যাকে ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে, কন্যাও আপনার বশীভূতা হইবে। আপনি তিন দিন অপেক্ষা করুন। আমি এই তিন দিন কার্য্যসাধনের চেষ্টা করিব। আমার এইরূপ আশ্বাসবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া রাজা গৃহে ফিরিয়া গেল। আমিও প্রতিদিন অন্ধকার রজনীতে মনুষ্য সকল নিদ্রিত হইলে আশ্রম হইতে বাহির হইতাম, ও সেই সরোবরের অপর পারে ঘাটের অতিশয় দূরে জলের ভিতর সুড়ঙ্গ খনন করিতে লাগিলাম।

ক্রমে তিন দিন অতীত হইল, সুড়ঙ্গ সমাধা হইল। জল-প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহার মুখে এক বৃহৎ প্রস্তর চাপা দিয়া রাখিলাম। চতুর্থ দিবসে আমার আদেশ মত সন্ধ্যার সময় রাজা আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া যোড়হাতে আমার

সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম,—"মহারাজ! আপনার অভীষ্টলাভের উপায় স্থির করিয়াছি। মহারাজ! এই জগতে নিশ্চেষ্ট লোকে কখনই সম্পদ্‌লাভ করিতে পারে না। উদ্যোগী লোকেরাই সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকে। আপনি অতি সচ্চরিত্র, সাধু, এবং নিষ্পাপ। আপনার উপকারের জন্য আমি অতি যত্নপূর্ব্বক এই সরোবর এমন করিয়া সংশোধন করিয়াছি, যাহাতে এইখানেই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। অদ্যই অর্দ্ধরাত্রিতে আপনাকে সরোবরে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহার পর জলের ভিতরে গমন করিয়া ঐ স্থানটীতে শয়ন করিতে হইবে (স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম)। সেই সময় জলের ভিতরে এক রকম শব্দ উত্থিত হইবে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না। সেই শব্দ থামিয়া গেলে আপনি অদ্ভুত শরীর ধারণ করিয়া জল হইতে বাহির হইয়া আসিবেন। সকলের নয়ন-তৃপ্তিকর আপনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই যক্ষ, কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবে। কন্যাও আপনার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা হইয়া আপনাকে ভজনা করিবে, এক দণ্ডও আপনাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন শত্রুগণও আপনার বশবর্ত্তী হইবে, এ বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করুন। শত শত ধীবর আনাইয়া আত্মীয় লোকের দ্বারা সরোবরের ভিতর উত্তমরূপ পরিষ্কার করান। সৈনিকেরা তীরের শত হস্ত দূরে আপনার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।"

আমার কথা রাজার মন হরণ করিল। তাঁহার মন্ত্রীরা এবং আত্মীয়েরা, রাজার একান্ত ইচ্ছা ও কনকলেখার প্রতি অত্যন্ত

অনুরাগ দেখিয়া আর নিষেধ করিল না। তাহার পর আমি তাঁহাকে বলিলাম, "রাজন! আমি আপনার অধিকারে অনেক দিন রহিয়াছি,আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না; কারণ, আমাদের একস্থানে বহুদিন অবস্থান করা প্রশস্ত নহে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে, যাহার রাজ্যে কিছুদিন অবস্থান করিবে, তাহার কিঞ্চিৎ উপকার না করিয়া গমন করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, তাই এখানে এত দিবস অবস্থান করিলাম। আমার সে কার্য্য অদ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আপনি কৃতকার্য্য হইয়া আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবেন না। এখন গৃহে গমন করুন। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করুন। তাহার পর অর্দ্ধ রাত্রি উপস্থিত হইলে এখানে আসিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন।" রাজাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল,—"যাহা কখনও কেহই সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, আপনি অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিলেন। আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে আমার যার পর নাই ক্লেশ হইতেছে, আমি এত কি পাপ করিয়াছি যে, আপনি এ দাসকে পরিত্যাগ করিতেছেন। আমি আর কি বলিব। গুরুজনের কথার উপর কথা বলা অতিশয় গর্হিত কার্য্য। আপনার যাহা অভিলাষ, তাহাই করুন।" এই কথা বলিয়া সেই রাজা স্নান করিবার নিমিত্ত গৃহে গমন করিল।

অতঃপর আমিও আশ্রম হইতে বহির্গত হইলাম। অর্দ্ধরাত্র উপস্থিত হইলে গোপনে সেই সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম ও ঈষৎছিদ্রে কর্ণ প্রদান করিয়া নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই রাজা আগমন করিল এবং স্থানে স্থানে

সৈন্ত রক্ষা করিয়া ধীবর দিয়া সরোবরের অন্তস্তল পরিষ্কার করাইল। পরে নিঃশঙ্কচিত্তে সরোবরে প্রবেশ করিল। আমার আদেশ মত নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্ষণকাল শয়ন করিল। আমিও সেই সময় কুম্ভীরের ন্যায় গমন করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলাম এবং নিরন্তর কীল, চাপড় ও লাথি মারিয়া তাহাকে বধ করিলাম, তাহার সেই মৃত দেহ সুড়ঙ্গের ভিতরে ফেলিয়া দিলাম, আমিও জল হইতে তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলাম। সৈনিকেরা আমার রূপান্তর দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমাকে হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। আমার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র-ধারণ করিল। আমি এই রাজচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া রাজমার্গে উপস্থিত হইলাম। নগরবাসীরা আমাকে দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। ক্রমে রাজ-অট্টালিকায় উপস্থিত হইলাম। সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিল। আমিও সেই রাত্রি অতিশয় আনন্দে যাপন করিলাম, ক্ষণমাত্রও ঘুমাইলাম না।

ক্রমে প্রাতঃকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলাম। রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রত্নখচিত বহুমূল্য সিংহাসনে উপবেশন করিলাম। আমার আজ্ঞানুসারে মন্ত্রীরাও স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিল। আমার উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন হইতে লাগিল। বন্দীরা স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। মন্ত্রীরা আমার রূপ ও আকারের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া জড়সড় হইতেছিল দেখিয়া আমি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—"মন্ত্রিগণ! তোমাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই। দৈবশক্তির কি চমৎকার মহিমা!

সেই মহানুভব যোগিবরের কৃপায় ক্ষণকালের মধ্যে আমার রূপ ও আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল কমলের ন্যায় কোমল হইয়াছে। আজ সমস্ত নাস্তিকদিগের মস্তক লজ্জায় নত হইবে। তোমরা আজ এক কাজ কর—সমস্ত নগরে ঘোষণা করিয়া দাও যে, যেখানে যত দেবালয় আছে, সর্ব্বত্রই সকল দেবতার খুব সমারোহ করিয়া পূজা হউক, এবং সর্ব্বত্র নৃত্য-গীতাদি হউক। ইহাতে যত অর্থ ব্যয় হইবে, সেই সকল অর্থ আমার কোষাগার হইতে প্রদান করা যাইবে।" আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা আহ্লাদে গদগদ হইয়া,—"জয় জগদীশ!" এই মহৎ বাক্য উচ্চারণ করিয়া, বলিতে লাগিল,—"মহারাজ! আপনি নিজ তেজে দশ দিক্ অতিক্রম করিয়াছেন। আপনার যশ মান্ধাতা প্রভৃতি নৃপতিগণের যশকে অতিক্রম করিয়াছে।" তাহাদের বাক্যাবসানে সভা-ভঙ্গের আদেশ করিলাম। তাহারা আমার আদেশ মত বাড়ীতে প্রস্থান করিল। আমিও বিশ্রাম-গৃহে গমন করিলাম।

ক্ষণেক পরে আমি আমার প্রিয়তমার হৃদয়স্থানীয়া শশাঙ্ক-সেনা নাম্নী সখীকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি কি কখন আমাকে কোথাও দেখিয়াছ? সে অতি আনন্দিতা হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বলিতে লাগিল,—"আপনাকে চিনিয়াছি, যদি ইহা ঐন্দ্রজালিকের কার্য্য না হয়।" এখন বলুন, কিরূপে এই দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন। আমিও তখন তাহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলাম। সে তখন তাড়াতাড়ি গমন করিয়া কনকলেখাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিতে গেল। তাহার পর আমার প্রিয়তমার পিতা

কলিঙ্গরাজ যথাবিধি আমাকে কন্যা সমর্পণ করিলেন। আমিও প্রিয়তমার সহিত সেখানে কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলাম এবং অঙ্গ ও কলিঙ্গ উভয় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলাম।

এমন সময় শুনিতে পাইলাম যে, আমাদের চিরশত্রু চণ্ডবর্ম্মা অঙ্গরাজকে আক্রমণ করিতেছে। আমিও অঙ্গরাজের সাহায্য নিমিত্ত বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তাহার সহিত যোগ দিতে আসিতেছিলাম। এইখানে বয়স্যগণের সহিত আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি।" তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে দেব রাজবাহন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—এই মহামুনির ব্যাপার অতি আশ্চর্য্যজনক। ইহলোকেই তপস্যার ফল ফলিয়াছে। এই বলিয়া বিশ্রুতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—এখন তুমি আপনার কাহিনী বল।

মধ্যখণ্ড সপ্তম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

বিশ্রুত-চরিত।

(বক্তা বিশ্রুত।)

(১)

বিশ্রুত বলিলেন, দেব! আমি আপনার অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন বিন্ধ্য-অরণ্যে একটি বালককে দেখিতে পাইলাম। সে সুকুমার বালকের অপূর্ব্ব রূপ। বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র। সে তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর। বালক, ভয়জড়িত স্বরে আমাকে বলিল, "মহাশয়! আমার পিপাসা শান্তির জন্য এই কূপে জল তুলিতে গিয়া আমার একমাত্র রক্ষক এই কূপে পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বৃদ্ধ, স্বয়ং উঠিতে পারিতেছেন না, আমিও তুলিতে পারিতেছি না, আপনি যদি কৃপা করিয়া তাহাকে তুলিয়া দেন,—বলিতে বলিতে বালক কাঁদিতে লাগিল। তাহার রাজপুত্রের ন্যায় আকার এবং দারুণ ক্লেশ দেখিয়া আমার মনে বড়ই দয়া হইল। আমি বৃহৎ লতা-রজ্জু কূপের ভিতর নামাইয়া দিয়া তাহাকে তুলিলাম। আর ফলজল আহরণ করিয়া সেই বালককে খাইতে দিলাম। বালক আহার করিতে লাগিল, আমি বৃদ্ধকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! এই বালকটী কে, আপনিই বা কে? আর এমন বালকের এই দুর্গম অরণ্যে ভ্রমণ, ইহারই বা কারণ কি?

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আপনি

কে, আমরা জানি না; কিন্তু আপনি আমার প্রাণদাতা, সুতরাং এই বালকেরও প্রাণদাতা। আপনার নিকট অবক্তব্য কিছুই নাই। অথাপি, মহাশয় ক্ষমা করিবেন, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে বলিতে বাধ্য হইতেছি,—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আপনি পরিচয় পাইলেও আমাদের অনিষ্ট করিবেন না। আমি বলিলাম, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, অনিষ্ট ত করিবই না, বরং সম্ভব হয় ত উপকার করিব। বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতার অশ্রু মোচন করিয়া বলিল,—মহাশয়! আমরা শরণাগত; আমাদের দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করুন। ভোজ-বংশাবতংস পুণ্যবর্ম্মা বিদর্ভ দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার স্বর্গ-লাভের পর তাঁহার পুত্র অনন্তবর্ম্মা রাজা হইলেন। অনন্তবর্ম্মার অনেক সদগুণ থাকিলেও রাজনীতিজ্ঞান তাঁহার ছিল না; সেই একদোষ হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। বিহারভদ্র নামে এক চাটুকার তাঁহার কুকার্য্যের পরামর্শ-দাতা হইল, তাহার পরামর্শে তিনি বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিতকেও গ্রাহ্য করিতেন না; তাঁহার রাজ্যে বিলাস ও ব্যসনের স্রোত বহিল। অশ্মকরাজ বসন্তভানু অনন্ত-বর্ম্মারই সামন্ত রাজা। তাঁহার মন্ত্রী ইন্দ্রপালিতের পুত্র চন্দ্রপালিত পিতার পরিত্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ প্রচার করিয়া দিয়া বিদর্ভ-রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা কৌশলে বিহার-ভদ্রের সঙ্গে সে বেশ মিশিল। ক্রমে রাজার সঙ্গেও আত্মীয়তা হইল। একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার সখা। অরাজকতা, অসংযম, ব্যভিচার আর ব্যসন অচিরেই এমনই প্রবল হইল যে রাজ্যে ভদ্রলোকের তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিল। এই সময় চন্দ্রপালিতের পরামর্শে মৃগয়ার আমোদে, মল্লযুদ্ধের ব্যপদেশে, চিকিৎসার ছলে এবং আরও নানা উপায়ে বসন্ত-

ভানুর প্রেরিত ঘাতকের হস্তে রাজ্যের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইল। প্রজারা রাজার অত্যাচারে বিরক্ত, রাজ্য বীরশূন্য, রাজনীতি-কুশল মন্ত্রিগণ অনাদরে উপেক্ষিত, রাজা বিলাসী,—অধঃপতন যত দূর হইবার হইল। এই সময় বসন্ত-ভানু গোপনে ভানুবর্ম্মা নামক অরণ্যরাজকে ভিতরে ভিতরে উৎসাহিত করিয়া অনন্তবর্ম্মার রাজ্য আক্রমণে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তবর্ম্মা শত্রুর আক্রমণে ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুসংহারের জন্য সমস্ত রাজাদিগকে আহ্বান করিলেন, বসন্তভানুই সর্ব্বাগ্রে আসিয়া মহারাজের অধিকতর প্রীতিভাজন হইলেন; ক্রমে অনেক সামন্ত রাজা মিলিত হইলেন। কুন্তলরাজ, মহারাজের প্রধান সামন্ত রাজা। তিনি আসিলে, তাঁহার বিলাসিনী নর্ত্তকীতে মহারাজ আসক্ত হইয়া পড়িলেন। এই জন্য কুন্তলরাজ অন্তরে বড়ই বিরক্ত হইলেন। চতুর বসন্তভানু তাহা লক্ষ্য করিয়া কুন্তলপতিকে মন্ত্রণা দিয়া মহারাজের বিরুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তার পর তাঁহারা উভয়েই যত্ন করিয়া অন্য সমুদয় সামন্ত রাজাকে আপনাদের মতানুবর্ত্তী করিলেন। বসন্তভানু তাঁহাদিগকে বলিলেন, ভানু-বর্ম্মা আমার বাধ্য ব্যক্তি, মহারাজ ভানুবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমরাও পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিব। পরামর্শ মত কার্য্য হইল; অনন্তবর্ম্মা গুপ্ত ও ব্যক্ত শত্রু কর্ত্তৃক সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হইয়া—অবিলম্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেন।

তখন বসন্তভানু সকল রাজাকেই বলিলেন, আমাকে আপনারা বিদর্ভরাজ্যের অংশ—অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব। এদিকে তিনি ভিতরে ভিতরে পরস্পরের ভাগ লইয়া ঘোর বিবাদের সূচনা করিয়া দিতে লাগিলেন। চতুরের

চাতুরী করিল, ভাগ লইয়া পরস্পরের দারুণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বসন্তভানু বাহিরে নির্লিপ্ত থাকিলেন। সেই যুদ্ধে সকল রাজারই সর্বনাশ হইল, তখন তাঁহাদের দুর্দশা দেখিয়া বসন্তভানু জাঁকাইয়া উঠিলেন। তিনি সমগ্র বিদর্ভরাজ্য গ্রহণ করিয়া ভানুবর্ম্মাকে আপন ইচ্ছামত কিঞ্চিৎ প্রদান করিলেন।

সেই সময় বৃদ্ধমন্ত্রী বসুরক্ষিত, অনন্তবর্ম্মার প্রধান মহিষী ও তাঁহার কন্যাপুত্র লইয়া পলায়ন করেন। পথিমধ্যে জ্বররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমার উপরেই রাজপরিবারের ভার অর্পণ করেন। মাহিষ্মতী নগরীর অধিপতি মিত্রবর্ম্মা, মহারাজ অনন্তবর্ম্মার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; আমরা আশ্রয়লাভের প্রত্যাশায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই। তিনি কিন্তু বিপরীত আচরণ করিলেন। তিনি রাজ্ঞীমাতার প্রতি কুদৃষ্টি করিলেন; রাজ্ঞীমাতা তাঁহার প্রস্তাবে ঘোরতর অসম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু এই বালকের প্রাণ-বধে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা—এই বালক জীবিত থাকিলে, কিছু দিনের পর আমার রাজ্য অধিকারে চেষ্টা করিবে।

রাজ্ঞী তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন;- "বাবা! আপনিই আমাদের এখন একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা; আপনি আমার পুত্র ভাস্করবর্ম্মাকে লইয়া লুক্কায়িতভাবে দেশান্তরে থাকুন, মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিবেন। আমি ও কন্যা মঞ্জুবাদিনী আমরা উভয়ে এখানেই থাকি। আমাদের জন্য আপনার আশঙ্কা নাই, আমরা ক্ষত্রিয়-ললনা—মৃত্যুভয় করি না, বিষ, ছুরিকা, সবই আমাদের আছে। তেমন তেমন হয়ত মৃত্যুর আশ্রয়ই গ্রহণ করিব। ভাস্কর জীবিত থাকে ত আমার সকল আশা

ভরসা ; নতুবা সবই বিফল। আমি তাঁহার আদেশেই ছদ্মবেশে বালককে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি—কোথায় যাই, কিছুই স্থির নাই, এখন অরণ্যে ঘুরিতেছি। আজ রাজপুত্রের জন্য জল তুলিতে গিয়া কূপে পতিত হইয়াছিলাম। আপনিই উদ্ধার করিলেন। এখন আপনিই আমাদের উদ্ধারকর্তা।" আমি ভাস্কর-বর্ম্মার মাতৃকুলের পরিচয় লইয়া জানিলাম, ভাস্করবর্ম্মার মাতা আমার মামাতো ভগিনী। বৃদ্ধ আমার নাম শুনিয়া অধিকতর আনন্দিত হইল। আমি স্নেহ ও কর্ত্তব্য বোধে বাধ্য হইয়া বালক ভাস্করবর্ম্মাকে রাজ্য প্রদানে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম। বৃদ্ধ অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার কল্যাণ কামনা করিলেন।

(২)

এক ব্যাধ, দুইটি হরিণের পশ্চাতে ছুটিতেছে—কিন্তু হরিণ দূরে বলিয়া শরনিক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। আমি তাহাকে বলিলাম "দূর ছোঁড়া, দে তোর ধনুর্ব্বাণ, এ আবার দূর ? এখন যদি না মারিবি ত হরিণকে আর কোথায় পাইব ? আমি তাহার ধনুর্ব্বাণ লইয়া সেই দু'টি হরিণকে শীকার করিলাম। ব্যাধ আমার দূরলক্ষ দেখিয়া বড় তুষ্ট হইল। আমি একটি হরিণ ব্যাধকে দিলাম, আর একটি হরিণ—ঝলসাইয়া আমরা আহার করিলাম। ব্যাধ আমাদের সঙ্গে যে কয়টী কথা কহিল, তাহাতে বুঝিলাম—এ ব্যাধ নেহাত বুনো নহে ; ভদ্রলোকের সঙ্গে মেশা-ঘেষা ও অনেক খবর জানা-শুনা ইহার আছে। এ-কথা সেকথা পাড়িয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—মাহিষ্মতী নগরীর খবর কিছু তোর জানা আছে।

ব্যাধ বলিল, "আমরা বাঘের চামড়া ও চর্ম্মপাত্র বেচিতে মাহিষ্মতী গিয়াছিলাম, আজই ফিরিয়া আসিয়াছি। মাহিষ্মতীতে ভারি ধুম। মালবের প্রতিনিধি রাজা চণ্ডবর্ম্মার সহোদর প্রচণ্ডবর্ম্মা, মিত্রবর্ম্মার ভ্রাতুষ্পুত্রী মঞ্জুবাদিনীকে বিবাহ করিবার জন্য আসিতেছেন।"

ব্যাধ চলিয়া গেল। আমি তখন সেই বৃদ্ধের কাণে কাণে বলিলাম,—"মিত্রবর্ম্মা বড় ধূর্ত্ত, কন্যার প্রতি মমতা দেখাইয়া রাজ্ঞীর বিশ্বাস জন্মাইতে তাহার চেষ্টা; রাজ্ঞীর বিশ্বাস হইলে, রাজকুমার তথায় যাইবেন, তখন হত্যা করিবার সুযোগ হইবে। তা হউক, আমি তাহার সকল চেষ্টাই বিফল করিব।

একটু ভাবিয়া পুনর্ব্বার বলিলাম, আপনি রাজ্ঞীর নিকটে গিয়া গোপনে আমার কথা জানাইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিবেন। আর প্রকাশ্যভাবে নিদারুণ দুঃখের সহিত বলিবেন, রাজকুমারকে শার্দ্দূলে ভক্ষণ করিয়াছে। রাজ্ঞী এই কৃত্রিম সমাচারেও যেন যথার্থ ঘটনার ন্যায় ঘোর দুঃখ প্রকাশ করেন। তখন মিত্রবর্ম্মা অন্তরে তুষ্ট হইয়াও মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞীকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইবে। সেই সময় দেবীও যেন বলেন, আর কেন? যাহার জন্য আমি তোমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করি নাই—সে যখন আমাকে ছাড়িয়া গেল, তখন আর কেন? আমি এখন হইতে তুমি যা বলিবে, তাই করিব।

মিত্রবর্ম্মা তখন বড়ই আনন্দিত হইবে, তাহার পর সময় মত রাজ্ঞীর সহিত মিলনাশায় উপস্থিত হইবে।

কেমন, আপনিও ভাবিয়া দেখুন না ইহাই সম্ভব কি না?

বৃদ্ধ বলিলেন,—"আমি আপনার অসামান্য কৌশল-জাল

ভেদ করিতে পারিতেছি না; কেবল শুনিয়া যাইতেছি আপনি বলুন।

আমি বলিলাম,—আপনি এই বিষ আর এই বিষের ঔষধ সঙ্গে লউন, রাজ্ঞীকে এই দুই বস্তু দিয়া বলিবেন,—"মিত্রবর্ম্মা যে সময় আপনার অঙ্গস্পর্শে অগ্রসর হইবে, সেই সময়ে সম্মুখে এই বিষপূর্ণ জলপাত্র রাখিয়া তাহাতে মালা ডুবাইয়া সেই মালা সজোরে রাজার অঙ্গে নিক্ষেপ করিবেন; আর উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন—আমি যদি পতিব্রতা হই ত তোর এই মাল্যপ্রহারেই মৃত্যু হউক। মহাশয়! রাজ্ঞীর কথা সত্য হইবে; বিষের এমনি শক্তি যে, মিত্রবর্ম্মা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

সেই অবসরে রাজ্ঞী সকলের অলক্ষ্যে সেই বিষপূর্ণ জলপাত্রে এই ঔষধ ফেলিয়া দিবেন, বিষের শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইবে। রাজ্ঞী সেই জলপাত্রে মিত্রবর্ম্মার প্রাণহারী মাল্য ডুবাইয়া আপনার কন্যাকে পরাইয়া দিবেন, আর বলিবেন,—"মা! এই পতিব্রতা-মাল্য পরিধান কর, মঙ্গল হইবে।"

সকলে দেখিবে, সেই জল আর সেই মালা—মিত্রবর্ম্মার মৃত্যু হইল, কিন্তু ইহার কন্যা নিরাপদে মাল্য পরিধান করিয়া আছেন। রাজ্ঞীর পাতিব্রত্যপ্রভাব রাজ্যমধ্যে উদ্ঘোষিত হইবে। তখন রাজ্ঞী বিবাহার্থী প্রচণ্ডবর্ম্মাকেই যেন কন্যা ও রাজ্যদান করিবার মৌখিক যত্ন করেন। তাহার দুই এক দিন পরেই রাজ্ঞী প্রধান মন্ত্রী ও দুই চারি জন বিশ্বস্ত প্রধান ব্যক্তিকে ডাকিয়া অতি গোপনে প্রকাশ করিবেন যে, আমি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি—"ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনী বলিতেছেন, প্রচণ্ডবর্ম্মা চতুর্থদিনে নিহত হইবে, আর আমার মন্দির হইতে এক মহাপুরুষ তোমার পুত্রকে সঙ্গে

লইয়া নির্গত হইবেন, তুমি তাঁহাকেই নিজ কন্যা সম্প্রদান করিবে। আমিই তোমার পুত্রকে ব্যাঘ্ররূপে হরণ করিয়া লইয়া পালন করিয়াছি। আমার প্রেরিত মহাপুরুষের প্রসাদে তোমার পুত্র রাজ্যেশ্বর হইবে।” রাজ্ঞী এই সকল কথা বলিয়া সরোদনে বলিলেন,—“আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, এ স্বপ্ন যে সত্য হইবে, সে আশা আমার নাই, তবে মা ভগবতীর স্বপ্নাদেশ, এই আশ্বাস। যাহা হউক, আপনারা এ কথা প্রকাশ করিবেন না।”

মহাশয়! অতঃপর আমার যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা করিব, আপনি গমন করুন, রাজকুমার আমার নিকটেই থাকুন।

বৃদ্ধ, আমার কথামত মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিলেন।

---

(৩)

মিত্রবর্ম্মা নিহত। রাজ্ঞীর অন্তঃপুরস্থ রাজকঞ্চুকী ও আর কয়েকজন রাজপরিচারক,—রাজার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়া রাজ্ঞীকে সাক্ষাৎ সাবিত্রী জ্ঞানে পূজা করিতেছে; এদিকে প্রচণ্ডবর্ম্মা, রাজ-সভায় রাজবৎ আসীন। সেই দিন রাজকুমারসমভিব্যাহারে ছদ্ম-বেশে আমি রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আর বিন্ধ্যবাসিনী দেবী প্রতিমার নিম্নদেশে বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া তাহার মুখে এক প্রস্তর দিয়া রাখিলাম। প্রচণ্ডবর্ম্মার নির্দ্দিষ্ট মৃত্যু দিন উপস্থিত।

রাত্রিকাল, রাজসভা সুসজ্জিত, প্রচণ্ডবর্ম্মা রাজ্য লাভের ও মঞ্জুবাদিনীলাভের আশায় আনন্দিত। মালবের শাসনকর্ত্তা চণ্ড-বর্ম্মার ভ্রাতা প্রচণ্ডবর্ম্মা—নিঃশঙ্ক; স্তুতিপাঠক ও গায়কগণ তাহার যশোগানে মগ্ন, সকলেই অন্যমনস্ক। আমি গায়কের বেশে সভায়

উপস্থিত হইয়া অবসরমত অতি ক্ষিপ্রহস্তে প্রচণ্ডবর্ম্মার প্রাণ সংহার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম, অশ্মকরাজ বসন্তভানু "সহস্র বৎসর জীবিত থাকুন" বলিয়াই সরিয়া পড়িলাম। গোলেমালে প্রাঙ্গণে আসিলাম। এই আকস্মিক ব্যাপারে সকলেই কেমন এক রকম হইয়া গেল; একটা লোক মাত্র আমাকে চিনিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, আমি ভীষণ বিক্রমে তাহার স্কন্ধে উঠিবামাত্র তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল, সে ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই এক লম্ফ দিয়া আমি প্রাচীরে উঠিলাম, তাহার পর এক লম্ফে প্রাচীরের বাহিরে অন্ধকারময় উদ্যানে পড়িলাম। আর আমাকে পায় কে? আমি তখন গায়কের বেশ ছাড়িলাম, ভিতরের বেশ বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সঙ্কেত মত সেই বৃদ্ধের সঙ্গে, দেখা করিলাম। আমার এই কার্য্যে বৃদ্ধ চমৎকৃত হইয়া বলিল,—আপনার তুল্য সাহসী বীর আমি আর দেখি নাই।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, দেখুন মহাশয়! প্রচণ্ডবর্ম্মা এ দেশের রাজা নহে, তাহার পর সে দিন মিত্রবর্ম্মার মৃত্যুও আকস্মিক ঘটনা—এ অবস্থায় রাজরক্ষিগণ যে নিরুৎসাহ থাকে, এ সময়ের সাহসে আমার প্রশংসা কি?

রাজসভা রাজধানী সর্ব্বত্রই গোলযোগ, হাহাকার, বিস্ময় ইত্যাদির অভিনয় চলিতেছে, ইত্যবসরে বৃদ্ধের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া আমি সেই ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিলাম, গর্ত্তের মুখের প্রস্তর ভিতর হইতেও তেমনই করিয়া দিলাম—দুইচারিটী অল্প অল্প ছিদ্র মাত্র থাকিল। আমাদের সেই রাত্রি গর্ত্তেই অতিবাহিত হইল।

রাজ্ঞীর স্বপ্ন সত্য বলিয়া—মন্ত্রিপ্রভৃতির দৃঢ় প্রতীতি, তাঁহারা প্রাতেই মন্দিরে আসিলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। রাজ্ঞীর আদেশ মত দেবীর পূজা দিয়া—মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, বাহিরে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সেই সময় আমি রাজকুমার-সমভিব্যাহারে গর্ত্ত হইতে বাহির হইলাম, গর্ত্ত পূর্ব্ববৎ বুজাইয়া দিলাম। তাহার পর মন্দিরের কবাটে আঘাত করিবা-মাত্র, বাহিরের লোকে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমাদিগকে দেখিয়া বিস্ময়ে ও হর্ষে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেব! তাহার পর, প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আমাকে কতই স্তবস্তুতি করিল, স্বয়ং রাজ্ঞী আমাকে মহা-পুরুষ বলিয়া মহা সমাদর প্রদর্শন করিলেন। আমাকেই কন্যাদান করিলেন। আমি মিত্র-বর্ম্মার রাজ্যে বালক ভাস্করবর্ম্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। মালবের শাসনকর্ত্তা চণ্ডবর্ম্মার বহু মিত্র। অশ্মকরাজ প্রচণ্ডবর্ম্মার গুপ্ত হত্যা করিয়াছে, এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র অশ্মকরাজ বসন্তভানুর শত্রুসংখ্যা অনেক বাড়িয়া উঠিল। আমি সেই সময়ে বিশ্বস্ত চর পাঠাইয়া বিদর্ভদেশের প্রজাদিগকেও অশ্মকরাজার বিপক্ষে ও পূর্ব্বতন রাজা অনন্তবর্ম্মার বিধবা পত্নী ও পুত্রের স্বপক্ষে স্থাপিত করিলাম। চতুর্দ্দিকেই সাম-দান-ভেদ চালাইলাম। তাহার পর সামান্যযুদ্ধেই অশ্মকরাজকে পরাজিত করিয়াছি। এক্ষণে মাহিষ্মতী ও সমগ্র বিদর্ভ রাজ্যই ভাস্করবর্ম্মার অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রচণ্ডবর্ম্মার উৎকলরাজ্য আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই সব কার্য্য সমাধা করিয়াও আমার শ্বশ্রূর অনুরোধ ও বালক ভাস্করবর্ম্মার প্রতি মমতায় বাহির হইতে পারি নাই, তাহার

পর আপনার অন্বেষণে বহির্গত হই, এমন সময়ে অঙ্গরাজার আমন্ত্রণে এই স্থানে আসিয়া পূর্ব্বপুণ্যফলে আপনার শ্রীচরণপঙ্কজ দর্শন পাইলাম!

অষ্টম উচ্ছ্বাস ও মধ্যখণ্ড সমাপ্ত। *

---

* গল্পসমাপ্তির অনুরোধে অষ্টম উচ্ছ্বাস ও মধ্যখণ্ডের সমাপন এই স্থানে উল্লিখিত হইল।

উত্তর পীঠিকা।

বা

পরিশিষ্ট।

এখন রাজবাহন পূর্ববলে বলীয়ান্। তাঁহার আদেশে সকলেই উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে তপস্যাপরায়ণ দর্পসার বিদ্যাধরের মুখে এবং চণ্ডবর্ম্মার প্রেরিত দূতমুখে অবন্তিসুন্দরীর গূঢ় প্রণয়ের কথা অবগত হইয়া হতদর্প হইলেন। সেই অভিমানে সেই চিন্তায় তাঁহার তপোবিঘ্ন ঘটিল, তিনি বিফলমনোরথ হইয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যখন রাজবাহন সদলে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত, দর্পসার তৎপূর্ব্বেই উজ্জয়িনীতে আসিয়াছিলেন। দর্পসার সংবাদ পাইলেন—সেই ভগিনীর গূঢ়প্রণয়ী রাজবাহন আসিতেছে—তখন আর বিলম্ব না করিয়া রাজবাহনকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য সৈন্যসজ্জা করিতে বলিলেন। আদেশ মত সৈন্য সজ্জিত হইল। রাজবাহন-সৈন্য প্রথমেই আক্রান্ত হইল। কিন্তু অচিরকালমধ্যেই দর্পসার-সৈন্য পরাভূত হইল! যুদ্ধের পরিণামে দর্পসার বন্দী হইলেন, রাজবাহন মানসারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন, মগধরাজ রাজহংসের আদেশে আপনার রাজ্য আপনাকেই অর্পণ করা হইল; মানসার এই অপমানে দুঃখিত হইলেও এই মগধরাজপুত্র মহাবীর রাজবাহন যে তাঁহার জামাতা হইয়াছেন,

এই আনন্দে অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। অবন্তিসুন্দরী হারাধন পাইয়া মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন পাইলেন। পুষ্পোদ্ভব ও অন্যান্য আত্মীয়গণ রাজবাহনের আদেশে মালবরাজ্যে অধিকতর প্রতিষ্ঠা পাইলেন; পরিশেষে দর্পসারও নতশিরে সন্ধি স্বীকার করিলেন।

• দশকুমার-বিরহকাতর মগধরাজ রাজহংস ও দেবী বসুমতী বামদেব মুনির নিকটে এই সমস্ত সংবাদ পাইলেন। অবিলম্বেই তাঁহারা পুত্রগণও পুত্রবধূগণের মুখদর্শন করিয়া মহানন্দে মগধরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কথাপরিসমাপ্তি হইল।